শ্রাবণ ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০

বারিদবরণ ঘোষ

রামগোপাল ঘোষ

জীবন ও সাধনা



বাংলার উনিশ শতকীয় জীবনের তন্নিষ্ঠ পাঠক
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

উনিশ শতককে জনৈক মনীষী বলেছিলেন 'Age of giants'. বলাবাহুল্য এই 'giant'-রা হলেন 'intellectual giants.' সেকারণে পৃথিবীর সব দেশেই এই বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে জীবনী লেখা হয়েছে এই শতককে কেন্দ্র করেই সর্বাধিক। বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়।

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গত শতকে এ দেশে বহু মনীষীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁদের নিয়ে বাংলা ভাষায় বহু জীবনী রচিত হয়েছে। বিশেষতঃ যাঁদের 'ইয়ং বেঙ্গল' বলা হত—তাঁদের অনেকেরই। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রামগোপাল ঘোষের কোন পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচিত হয়নি—যা দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দেশকালকে অনুধাবন করা যায়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন ১৯০৫ সালে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের পরিসর ছিল খুব মিতায়তন, আর সে বই দুষ্প্রাপ্যও। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখেরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধাকারে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ইংরেজিতেও কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। তবুও রামগোপাল সান্যাল একটি বিস্তৃততর প্রবন্ধে রামগোপাল ঘোষ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন। (আমরা আশা করেছিলাম মন্মথনাথ ঘোষ অন্ততঃ একটি গ্রন্থ রচনা করে যাবেন।)

রামগোপালের আত্মীয় প্রিয়নাথ কর 'নারায়ণ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তুলনামূলক-বিস্তৃত একটি জীবনী-প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তা-ও সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নি। রামগোপাল ঘোষের জন্মস্থান বাগাটিস্থ মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত থাকার তাঁর প্রতি আমার প্রভূত আগ্রহ জন্মে। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছি জেনে সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক জগদীশ ঘোষ বাগাটি রামগোপাল ঘোষ উচ্চবিদ্যালয়ের ১২৫-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবে প্রকাশিতব্য স্মারক গ্রন্থের জন্য রামগোপাল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করে দেবার অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁদের স্মারক পুস্তিকার জন্য একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে দিই। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি এই গ্রন্থ রচনায় সেই অনুপ্রেরণার কথা। বাগাটি উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সৌজন্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

অনুজকল্প শ্যামলবরণ সাহা, অরবিন্দ সরকার, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ মজুমদার, সুভাষচন্দ্র ঘোষ ('চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য'), বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিনয় মাহাতো, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যভানু সুর এই পরিকল্পনার নানা স্তরে বিবিধ প্রকার উৎসাহ জুগিয়েছেন। এই সুযোগে তাঁদের প্রত্যেককে প্রীতি নিবেদন করি।

জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং বড়া বয়েজ ক্লাবের গ্রন্থরাজি এই গ্রন্থ রচনার উপকরণ জুগিয়েছে।

শ্রীমতী সুব্রতা ঘোষ, শ্রীমতী সুতনুকা ও সুবর্ণার নিরন্তর উৎসাহ না থাকলে এটি সমাপ্ত হত না। শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের সৌজন্য স্মরণযোগ্য।

'প্রজ্ঞা' প্রকাশনের শ্রীঅশোক রায় এই দুর্মূল্যের বাজারে একটি স্বতন্ত্র আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি এই বইটি প্রকাশের জন্য আমার চেয়েও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং পাণ্ডুলিপি জমা দেবার জন্য নিরন্তর তাগিদ দিয়ে গেছেন। তাঁকে ও তার স্ত্রী শ্রীমতী শিবানী রায়কে এই সুযোগে প্রীতি-শুভেচ্ছা নিবেদন করি।

রামগোপাল ঘোষের প্রথম সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেন তাঁর মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে কৈলাশচন্দ্র বসু ইংরেজিতে ১৮৬৮ সালে। তার প্রায় একশো সতেরো বছর পরে খুঁজে পেতে আমি একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছি। বিদ্বজ্জনের আনুকূল্য পেলে বাধিত হবো।

রামগোপাল ঘোষের ডায়েরি এবং চিঠিপত্র দুটিই রামগোপাল সান্যালের প্রখ্যাত বই *Bengal Celebrities* থেকে সংকলিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও উপকরণ পেলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংযুক্ত করবো। এ বিষয়েও বিদ্বজ্জনের আনুকূল্য প্রার্থনা করি।

বাসুদেবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

সূচনা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।' 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' আক্ষেপ করেছিলেন মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বাঙালীর বিস্মৃতি পরায়ণতাকে ধিকৃত করে বঙ্কিম-চন্দ্র ইতিহাসের ঝুটা পাতাগুলো ঝরিয়ে সত্য উদ্ঘাটনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি সব ব্যাপারে আমরা ভারতপথিক রামমোহনের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ করি। অথচ পরিহাসের ব্যাপার এই যে, এখনও পর্যন্ত এই যুগন্ধর সন্তানশ্রেষ্ঠের সঠিক আবির্ভাবকাল নির্ণীত হয়নি। আশ্চর্য আমাদের শ্রদ্ধাবোধ!

উনিশ শতকের এমন এক স্মৃতিভ্রংশকর পরিবেশে রামগোপাল ঘোষের জন্ম। তাঁর জীবনী, তাঁর মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে রচনা করতে গিয়ে, প্রথম যে অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি তা হল তাঁর সঠিক জন্মসন নিরূপণের ব্যাপারে। তাঁর কোনো ঠিকুজী-কোষ্ঠী আমি পাইনি যা পেয়েছি তা হ'ল তাঁর সমসাময়িককালে প্রকাশিত সামান্য কিছু পত্রপত্রিকার সাক্ষ্য এবং তাঁর সম্পর্কে রচিত জীবনীপ্রায় কিছু রচনা। জীবনীপ্রায় এজন্যই বলছি যে, রামগোপালের কোনো পূর্ণাঙ্গজীবনী অদ্যাপি রচিত হয়নি। যাঁরা জীবনী ধরনের রচনা লিখেছেন, ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই, তাঁদের কেউ কেউ রামগোপাল ঘোষকে দেখেছেন, কেউ বা দেখেননি, শুনেছেন মাত্র তাঁর কথা। আমি রামগোপালকে দেখিনি এবং তাঁর সম্পর্কে শুনিনিও বেশি। কিন্তু দেখেছি তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর রচিত মুদ্রিত কাগজপত্র। এবং এ-সব দেখতে গিয়েই বিপত্তির প্রথম পরিচয় ঘটে গেছে তাঁর জন্মদিবস নির্ণয়ের বিষয়ে (রামগোপাল সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা গ্রন্থ শেষে সন্নিবেশ করেছি)। সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত মত হল ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষের জন্ম হয়। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'ভারতকোষ', সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত 'জীবনী অভিধান', 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান', পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত *Freedom Movement in Bengal (1818-1904)*, 'সরল বাঙ্গালা অভিধান', 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান —সর্বত্রই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দকেই রামগোপালের জন্মসন বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এই তারিখকেই ধ্রুব হিসাবে কেন গ্রহণ করেছেন কোথাও অবশ্য তার সূত্র প্রদর্শিত হয়নি। তবে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দকে রামগোপালের জন্মসন বলে যে সব বঙ্গভাষার গ্রন্থকার ধারণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬)

ব্যতিরেকে অন্য কেউ জন্মতারিখ বা জন্মমাস উল্লেখ করেনি। চণ্ডীচরণ তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের পরিশিষ্টে [১] লিখেছেন '১২২১ সালে আশ্বিন (খৃঃ ১৮১৫, অক্টোবর) মাসে কলিকাতা রাজধানীতে ইঁহার জন্ম হয়। রামগোপাল সান্যাল ও একই প্রকার ভুল করেছেন তাঁর *Bengal celebrates* গ্রন্থে। যদি মুদ্রাকরের প্রমাদ ঘটে না থাকে, তবে এই জন্মসন নির্ণয়ে স্বয়ং চণ্ডীচরণ প্রমাদে পড়েছিলেন বলে মনে করি। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসকে তিনি ১২২১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস ধরেছেন। ১২২১ বঙ্গাব্দ কখনই অন্ততঃ অক্টোবর মাসে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হতে পারে না। ওটি হবে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ অথবা ১৮১৫ ধরলে বাংলা সন হবে ১২২২—আশ্বিনে অক্টোবরে অবশ্য তেমন বিবাদ নেই।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দকে রামগোপালের জন্ম বৎসর হিসাবে আর যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বেদ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' গ্রন্থ প্রণেতা আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ঐ খ্যাতনামা গ্রন্থটিতে লিখেছেন, '১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বর্তমান বেচু চাটুর্যের ষ্ট্রীট নামক গলিতে স্বীয় পিতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে ইঁহার জন্ম হয়।'[২]

রামগোপালের মৃত্যুর বছরেই '৯৮ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট' থেকে চারুচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত *Ramgopal Ghosh : A Short Sketch of his Life dna Speeches* গ্রন্থেও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দকেই জন্মবর্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মৃত্যুর মাত্র দু'দিন পরে প্রকাশিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা তার ২৭ জানুয়ারি ১৮৬৮ তারিখের সংখ্যায় জন্মবর্ষ হিসাবে ঐ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দকেই গ্রহণ করেছেন।

এতসব পড়ার পর সহজেই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দকেই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু প্রিয়নাথ কর নামক এক ব্যক্তি রামগোপাল ঘোষের জীবনী রচনা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়।[৩] ইনি রামগোপালের জন্মতারিখ সম্পর্কে ভিন্নতর এবং পূর্ণাঙ্গ (বার, তারিখ, মাস এবং বৎসর) সংবাদ পরিবেষণ করে লিখেছেন যে রামগোপাল ২১ অক্টোবর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ, ৬ই কার্তিক ১২২১ বঙ্গাব্দ শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পুরোনো পাঁজিকার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি—বাংলা-ইংরাজী তারিখে, বৎসরে এবং বারে কোনো অসঙ্গতি নেই। পাঠক প্রশ্ন করবেন, কে এই প্রিয়নাথ কর ? তিনি নিজেই জানিয়েছেন, রামগোপাল ঘোষ হলেন তাঁর জননীর আপন মাতুল—অর্থাৎ সম্পর্কে দাদামশাই। রামগোপালের মৃত্যুর (১৮৬৮) পঞ্চাশ বছর পরে প্রিয়নাথ যখন 'নারায়ণ' পত্রিকায় এই ধারাবাহিক জীবনীটি[৪] লেখেন তখন তাঁর নিজের বয়স বাহাত্তর। সুতরাং বাইশ বছরের তরুণ বয়স পর্যন্ত প্রিয়নাথ রামগোপালের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। একথা ভেবেই এবং তাঁর প্রদত্ত তারিখের অসঙ্গতিহীনতা লক্ষ্য করে প্রিয়নাথ কর প্রদত্ত তারিখটি আমি প্রামান্য বলে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছি।

এই তারিখটিকে প্রামান্য বলে গ্রহণ করায় আমার উৎসাহের আরও দুটি কারণ বর্তমান। পূর্বোক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা উভয়ে ১৮১৫

খ্রীষ্টাব্দকে আবির্ভাব বর্ষ ধরেও '৫৪ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ হয়'—এমন উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৮ এর জানুয়ারিতে যাঁর মৃত্যু—মৃত্যুকালে তাঁর বয়স যদি ৫৪ বৎসর হয়, তবে অঙ্কের সোজা নিয়মে তাঁর জন্মসাল ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ গ্রহণ্য করতে হয়। সরষের ভিতর থেকে ভূত তাড়িয়ে তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমি উদ্যোগী হয়েছি। সুতরাং রামগোপাল ঘোষের জন্ম বৎসর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ, অন কোনো নির্ভর যোগ্য প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত এই বছরটিকেই গ্রহণের জন্য আমার সুপারিশ রইল।

জন্ম তারিখের মতই রামগোপালের তিরোধান দিবস নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে এইসব কাগজ পত্রের পৃষ্ঠাতে। চণ্ডীচরণ লিখেছেন ১৫ই জানুয়ারি ১৮৬৮; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জটিলতা এড়িয়ে যাবার জন্য লিখেছেন, '১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন[৫]—১৮৬৮ সালের ২০ জানুয়ারি মৃত্যু হয়। প্রিয়নাথ কর কিছু লেখেননি। আমরা এ-সব তথ্য-প্রমাণকে গুরুত্ব দিতে পারছিনা। হিন্দু প্যাট্রিয়ট, যে পত্রিকার সঙ্গে রামগোপাল ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন—তার শ্রদ্ধা সংখ্যাটি অন্ততঃ মৃত্যু তারিখের নিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে অকাট্য। ২৭ জানুয়ারি ১৮৬৮ সংখ্যায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েছেন—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে এগারোটার সময় রামগোপালের মৃত্যু হয়। রামগোপালের স্বগ্রামবাসী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর গ্রন্থে[৬] এই তারিখকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

গ্রন্থের শেষ ভাগেই মৃত্যুর উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু এটিকে আগে জানাতে হল। কারন সময়কালের নিশ্চিত ভূমি সংস্থান নিরূপণ জীবনী গ্রন্থের অপরিহার্য উদ্দেশ্য।

১ দ্রষ্টব্য. ১৯২১ সংস্করণ, 'জীবন-কথা' পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৬৯৮-৭০২। পরিতাপের বিষয়, এর সাম্প্রতিক সংস্করণে এই মূল্যবান পরিশিষ্টটি সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছে।

২ 'নিউএজ' সংস্করণ—১৯৫৭, পৃষ্ঠা ১১২

৩ 'নারায়ণ' ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৬, বৈশাখ ও আষাঢ় ১৩২৭ মোট চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিক-ভাবে যথাক্রমে ৩৩৫, ৪৭১, ৫৭৩ ও ৭৯৫ পৃষ্ঠা সূচনায়।

৪ সমস্ত জীবনীর মধ্যে এটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

৫ দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা,' প্রথম খণ্ড, সম্পাদকীয় মন্তব্য, পৃষ্ঠা ৪৩১-৩২। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, ১৮ জানুয়ারি—দ্রঃ বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা, 'ভারতবর্ষীয় সভা', শ্রাবন-আশ্বিন ১৩৬৯।

৬ 'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ' (১৯০৫)।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করলেও রামগোপালের পিতৃভূমি ছিল হুগলী জেলার ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ বাগাটি গ্রাম। গ্রামের নাম নিয়েও মতদ্বৈধতার অবধি নেই। কেউ বলেছেন বাগাটি, কেউ বা বাঘাটী। ইংরেজি পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' লিখেছিল Baghatty (যেমন হুগলী—Hooghly এখনও) এবং রাজনারায়ণ বসু, যিনি স্বয়ং এ গ্রামে এসে বাস করে গেছেন, তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন 'বাঘাটী'। অন্যেরা প্রায় সবাই বাগাটি এমনকি ঐ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত। গ্রামে কোনদিন কোন 'বাগ' পরিবার বাস করতেন বলে সন্ধান করেও জানতে পারিনি। অপরদিকে ত্রিবেণীর গা লাগাও জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে (এখন এটি একটি মহাবিদ্যালয় সমন্বিত উন্নতিশীল গ্রাম—জঙ্গলের চিহ্ন প্রায় অনুপস্থিত) ব্যাঘ্রের আবির্ভাব অসম্ভব ছিল না হয়তো বাঘাটী থেকে মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ বৈশিষ্টে বাগাটি হয়েছে।

এই বাগাটি গ্রামে বাস করতেন জগমোহন ঘোষ। বাস করতেন বললে ঠিক বলা হবে না, বলা ভাল বাস করতে এসেছিলেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বাগাটির[১] কিছু উত্তরে বন্দীপুর নামক গ্রামে (এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন)। বিবাহের পর তিনি স্বগ্রাম ছেড়ে শ্বশুরালয়ে বাস করতে এসেছিলেন।

জগমোহন ঘোষ, রামগোপালের পিতামহ, কলকাতার King Hamilton & Co. তে চাকরি করতেন। চাকরিটা যে খুব একটা উল্লেখযোগ্য রকমের ছিল তা নয়। তবে বংশমর্যাদা তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন কুলীন কায়স্থ বংশজাত। অতএব পাশের গ্রাম বাগাটির মিত্র বংশের কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র প্রবল আগ্রহে এমন একটি পাত্রকে হাতছাড়া করলেন না। জগমোহনকে তিনি কন্যাদান করলেন এবং যৌতুক স্বরূপ দান করলেন ভূমি, বাসস্থান ইত্যাকার। এক প্রকারের ঘর জামাই হয়ে জগমোহন বাস করতে এলেন বাগাটিতে।

জগমোহনের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, রামগোপালের পিতা। জগমোহন কলিকাতার চীনাবাজারে একটি দোকান পেতেছিলেন, পরিশ্রমী গোবিন্দচন্দ্র সেখানে সামান্য ব্যবসা বাণিজ্য করতেন[২]। দোকানের পরবর্তী মূলধন অবশ্য গোবিন্দচন্দ্র অর্জন করেছিলেন অন্যসূত্রে। ব্যবসা করা ব্যতীত তিনি ছিলেন কোচবিহার রাজের কলিকাতাস্থিত agent বা মোক্তার। নতুন মূলধন নিয়োগ করে স্বীয় ব্যবসায়ের তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। পরবর্তীকালে পিতার এই ব্যবসায়-বুদ্ধি

রামগোপাল উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ব্যবসায় ব্যতীত গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ববঙ্গে কিছু জোতজমি ছিল, আর ছিল পিতৃবংশের কৌলীন্য। সুতরাং কলিকাতার বিত্তশালী দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহ তাঁর দ্বিতীয় কন্যাকে অর্পণ করলেন গোবিন্দচন্দ্রের হাতে। পুনশ্চ তাঁর হাতে এল যৌতুকবাহিত বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ এবং ৯৮।১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের একটি বাড়ী। মাতামহপ্রদত্ত এই পিতৃভবনেই রামগোপাল জন্মগ্রহণ করলেন। প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম শঙ্খের নিনাদ পুণ্য আবির্ভাবকে স্বাগত জানাল। তাঁর আগে জন্মেছিলেন পরপর চারটি ভগিনী। সুতরাং বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মাতুলালয়েও নবজাতক পেল স্বাগত সম্ভাষণ। পিতা-পিতামহ আত্মীয়-স্বজনদের আদর যত্নে রামগোপাল বাড়তে লাগলেন কালকেতুর মতো।

১ পূর্বে রচিত একটি প্রবন্ধে বাঘাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ডেভিড হেয়ারের জীবনীতে 'Bagati' লিখেছেন।

২ 'Marine Store Keeper'

পাঠজীবন

স্বাস্থ্যবান সন্তান।[১] বাড়ীর সকলের আদরের। সেজন্যে নামকরণ হয়েছে গোপাল। পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ি হওয়ার পর পাততাড়ি নিয়ে গোপালচন্দ্র পড়তে যান কলিকাতার ; নঠানিয়ার এক পাঠশালায়। এই বয়সেই দুষ্টুমির ঝুড়ি। পড়ার চেয়ে মন বেশি কবাডি খেলার দিকে। শরীরে শক্তিও কম নয়। পড়ুয়া বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি চড়চাপাটি লেগেই আছে। সমস্যা হয়েছে ছেলেকে নিয়ে। সমস্যা অন্যত্রও — পুঁথি পড়ে দিন যাবে না, ইংরেজি শিখতে হবে। অতএব চলো' চিৎপুরের আদি ব্রাহ্মসমাজের কাছে শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে। এই বিদ্যালয়েই একদা দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর পড়াশুনো করেছিলেন। এই বিদ্যালয়টি কলকাতায় খ্যাতি অর্জন করেছিল অবশ্য অন্য একটি কারণেও — 'গুলিডান্ডা' খেলার জন্য এর পরিচিতি ঘটেছিল শহরময়। বীরচাঁদ মিত্র, রামগোপালের জামাতা, অবশ্য রামগোপাল সান্যালকে বলেছিলেন যে, রামগোপাল Hare Preparatory School-এ পড়েছিলেন।

এখানে পাঠকালীন, বছর ন'য়েক বয়সে একটি ঘটনায় তাঁর পাঠ জীবনের পরিবর্তন সূচিত হল। মামার বাড়ীতে বিবাহবাসর। তাঁর মাতুল কন্যার (অর্থাৎ রামপ্রসাদ সিংহের পৌত্রী) সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে হরচন্দ্র ঘোষের—যিনি পরে কলিকাতার Small Cause Court-এর থার্ড জজ হন।[২] প্রথামত জামাইবাবুর সঙ্গে বাসরঘরে ঠাট্টা তামাসা জুড়েছেন গোপালচন্দ্র। পেটের মধ্যে সদ্যশেখা ইংরেজির বদহজম। বাক্যাবলী এবং শব্দাবলী ষোল আনার উপর আঠারো আনা ভুল। তবে উচ্চারণ ভঙ্গী একেবারে পাকা সাহেবের মতো। জ্যাঠা বালকটিকে মধুর 'শ্যালক' সম্বোধনে ডেকে নিয়ে হরচন্দ্র জেনে নিলেন গোপালের পরিচয়। খুশী করার জন্যে বললেন, বেশ চমৎকার সাহেবের মতো ইংরেজি বলছো দেখছি ; চালিয়ে যাও, ভবিষ্যতে একটা কেউ-কেটা বা বক্তা হয়ে উঠতে পারবে। রহস্যছলে বললেন। কিন্তু সেটাই সত্যে পরিণত হল। হিন্দু কলেজের ছাত্র হরচন্দ্র তাঁকে উৎসাহিত করলেন হিন্দু কলেজে পড়ার জন্যে।

গোপালচন্দ্র পিতাকে মনের অভিপ্রায় জানালেন। লোকে বলে এ সময়ে গোবিন্দচন্দ্র নাকি দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন (কন্যাপঞ্চকের পিতার পক্ষে এই অবস্থা ঘটা অসম্ভব কিছু নয়)। 'দরিদ্র পিতা' রাজী হলেন না। হিন্দুকলেজে এ সময়ে বেতন ছিল পাঁচটাকা। এতোগুলো টাকা শুধুমাত্র ইংরেজি পড়ার কারণে ব্যয় করার

সাধ্য নেই—পিতা গোপালকে একথা জানিয়ে দিলেন[৩]। এসব কথা কানে উঠল পূর্বোক্ত কিং হ্যামিল্টন এণ্ড কোং এর কর্মচারী জনৈক রজার্স সাহেবের কানে। তিনি নাকি ঐ পাঁচটাকা দিতে কবুল করলে গোপালচন্দ্র ভর্তি হয়ে গেলেন হিন্দু স্কুলে। অবশ্য দীর্ঘকাল ত'াকে এই দারিদ্র বহন করতে হয়নি। উৎসাহী পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান ছাত্রটির মেধা লক্ষ্য করে ছাত্রবন্ধু ডেভিড হেয়ার অচিরকাল মধ্যে গোপাল চন্দ্রকে তাঁর অবৈতনিক ছাত্রদের তালিকাভুক্ত করে নিলেন। গোপালের বিদ্যাশিক্ষার পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হল।

এই হিন্দু কলেজেই গোপালচন্দ্রের দ্বিতীয়বার নামকরণ হল—তিনি গোপাল থেকে রামগোপালে পরিণত হলেন। এ নিয়ে প্রচলিত আখ্যানটি বলি। হিন্দু কলেজে তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন Mr. D' Ansleme (মিঃ ডি'আনস্লেম)। বড়ে রাগী মানুষ মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। এতো রাগী যে সহকারী শিক্ষক ডিরোজিওকে ধরে মারতে যেতেন এবং সেই উদারচিত্ত ডেভিড হেয়ারকে বলতেন— Sycophant (চাটুকার)। সুতরাং ত'ার ইংরেজী বোঝা গোপালচন্দ্রের সাধ্যে কুলোয় না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ভর্তির সময় গোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন কি নাম ? তোতলা হয়ে গেলেন গোপাল ... অ্যাম অ্যাম গোপাল ঘোষ। ধমকে উঠলেন হেড স্যার . . . হোয়াট ? র‍্যাম, র‍্যাম গোপাল ঘোষ ! — 'ইয়েস স্যার'। খাতায় নাম উঠে গেল রামগোপাল ঘোষ। এই নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন বিশ্ব-জনের কাছে। মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে অবশ্য রয়ে গেলেন পূর্ববৎ গোপালচন্দ্র। যেদিন ভর্তি হলেন হিন্দু স্কুলে সে দিনটা ছিল ২রা ডিসেম্বর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ। বারো বছর বয়সে রামগোপাল হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলেন।[৪] মন্মথনাথ ঘোষ সম্ভবত ভ্রমক্রমে তাঁর 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র গ্রন্থে হিন্দু কলেজে রামগোপালের পাঠকালকে ১৮২৩-৩০ খ্রীষ্টাব্দ বলে নির্দেশ করেছেন।[৫] যাইহোক, অচিরকালের মধ্যে রামগোপাল এখানে নিজেকে একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত করে তুললেন।

এখনকার সপ্তম শ্রেণী, তখনকার ফোর্থ ক্লাসে রামগোপালের যাঁরা সহপাঠী ছিলেন, প্রিয়নাথ কর তাঁদের কারো কারো নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, প্যারীমোহন রায়, প্রেমচাঁদ বড়াল, রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় ৬ (১৮১৪-৭৮), দিগম্বর মিত্র (১৮১৭-৭৯), কৈলাস চন্দ্র বসু ৭ হরচন্দ্র আঢ্য প্রভৃতি। রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের নবম শ্রেণীতে (নাইনথ্ ক্লাস) ভর্তি হন এবং রামগোপালের এরক্লাস উঁচুতে পড়তেন। রামগোপাল মেধাবী হয়েও ফোর্থ ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেননি, হয়েছিলেন দ্বিতীয়। প্রথম হয়েছিলেন প্যারীমোহন রায়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেও রামগোপাল পারিতোষিক হিসাবে পান Walker সংকলিত Pronouncing Dictionary এবং Blaire লিখিত Grammer of Philosophy তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন রামতনু লাহিড়ী এবং দিগম্বর মিত্র করেছিলেন চতুর্থ স্থান অধি-

কার। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয়ে রামগোপাল ছিলেন ক্লাসের মধ্যে সবার সেরা ছাত্র।[৮] তাঁর এবং দক্ষিণানন্দন রচিত প্রবন্ধাবলী তাঁদের শিক্ষকদের গভীর প্রশংসা অর্জন করত। হিন্দু কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক হোরেস হেমান উইলসন সেগুলি পড়ে এতো মুগ্ধ হতেন যে, ফার্স্ট ক্লাসের (দশম শ্রেণীর) ছাত্র—অমৃতলাল মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের দেখিয়ে ভর্ৎসনা করে বলতেন, উঁচুক্লাসে পড়েও তোমরা এমন লিখতে পার না? ঈর্ষায় ছটফটিয়ে মরতেন তাঁরা এই Little Hero এ'র দাপটে। শুধু কি পড়াশুনোর দাপট।[৯] সুযোগ পেলেই ঘুঁসি মারতে ওস্তাদ এই ছেলেটি এবং তর্কে অক্লান্ত। কিন্তু ভালবাসতেন সবাই—আশ্চর্য বন্ধুবৎসল এবং দম্ভহীন বলে।

তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে রামগোপাল সেকেন্ড ক্লাসে পড়তে এলেন হিন্দু কলেজ তথা সর্বযুগের শিক্ষক সমাজের আদর্শ তরুণ বয়স্ক ইউরেশিয় ভারতবন্ধু অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র (১৮০৯-৩১) কাছে। বাকী জীবনের উপকরণ সংগৃহীত হল এই সংশ্রব থেকে। এসময়ে তাঁর পাঠ্য পুস্তক ছিল—

পোপ অনুদিত হোমরের ইলিয়দ ও অদিসি,
ড্রাইডেনের ভার্জিল, শেক্সপীয়রের একটি ট্রাজেডি,
মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'
Gay's Fables
Goldsmith's *History of Greece, Rome and Europe*
Russel's *Modern Europe*
Robertson's *Charles V*

এগুলি ছাড়া ডিরোজিও নিজে পড়াতেন ইংরেজী সাহিত্য, Reid, Dugatd Stewart, Brown, Hume-এর দর্শনের বিবিধ অধ্যায়। ডিরোজিও-র প্রসঙ্গে অধিক-বিস্তৃততর আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে জানিয়ে রাখি হিন্দু কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই রামগোপালকে চলে যেতে হয়েছিল বাস্তবজীবনের কঠিন সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে—অর্থোপার্জনের অতিপ্রয়োজনীয় জীবনের সন্ধানে। সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ১৮৩১ খৃীষ্টাব্দে তাঁকে কলেজ ছেড়ে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আসতে হল।

১ প্রিয়নাথ কর জানিয়েছেন রামগোপালের প্রথমা ভগিনী একটি কন্যা রেখে সহমৃতা হন; দ্বিতীয়া ভগিনীর মৃত্যু হয় এক কন্যা ও একপুত্রের জননী হওয়ার পর; তৃতীয়া ভগিনীর চার

কন্যা ও একটি, পুত্র চতুর্থা ভগিনী (এঁরা সকলেই জ্যেষ্ঠা) একটি পুত্র ও দুটি কন্যা নিয়ে বিধবা হন এবং কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন বালবিধবা। শেষোক্ত তিন ভগিনী বৈধব্যের পর পিত্রালয়েই বাস করেন।

২ দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' এঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে,
সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে।

৩ কেউ কেউ বলেন, গোবিন্দ চন্দ্র নাকি দুটি টাকা ব্যয়ে সম্মত হয়েছিলেন, বাকী তিনটাকার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন পিতামহী। রামতনু লাহিড়ী অবশ্য বলেছেন, তাঁর পিতার কোনো সামর্থ্যই ছিলনা his father being too poor to pay all the expenses of his education R. G. Sanyal **Bengal Celebrates** (Rddhi Edition 1976) p. 148

৪ দ্রষ্টব্য H. Shakespeare President of the College, Report for the General Committee for Anglo Indian College, 1832.

৫ দ্রঃ উক্তগ্রন্থ, পৃ ৪৮।

৬ পরে দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে খ্যাত।

৭ ইনি সম্ভবতঃ হরলাল বসুর পুত্র নয়। কারণ হরলাল বসুর পুত্র প্রখ্যাত কৈলাসচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে।

৮ অবশ্য অঙ্কে একেবারে ভীষণ কাঁচা ছিলেন।

৯ খুব ভাল আবৃত্তি করতেন পারতেন রামগোপাল। কলেজের পুরস্কার সভায় তিনি একাধিকবার আবৃত্তি করে ছিলেন। দ্রঃ 'আর্য দর্শন' আশ্বিন ১২৯১ সংখ্যা।

শিক্ষাজীবন

আক্ষরিক অর্থে পাঠজীবনে ছেদ নেমে এলেও, প্রকৃত অর্থে তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু হল এই হিন্দু কলেজের শেষ পর্বে ডিরোজিওর স্নেহ-লালন এবং পালনের ছত্রচ্ছায়ায়। রামগোপালের বর্তমান ছাত্রজীবন বাহান্ন রবিবার পাল পার্বন ছুটির দিন বাদে দশটা-পাঁচটার স্কুলের নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বিদ্যালয়ের বাইরেও জীবন শিক্ষার পাঠ নিতে হয়। ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তা জানতেন। ডিরোজিও-এই নামটির মধ্যে কী এক আশ্চর্য জীবনীশক্তি তাঁরা লক্ষ্য করলেন। মাত্র তেইশ বছরের মধ্যেই যাঁর জীবন সমাপ্ত হয়ে গেল। তিনি তাঁর সমস্ত জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়ে গেলেন তাঁর অনুগামী 'ডিরো-জিয়ান' দের মধ্যে। হিন্দু কলেজের নির্দিষ্ট পাঠসময়ের বাইরে জীবন চর্যার জন্য তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ স্থাপন করলেন উনিশ শতকের বিপ্লবী চিন্তার সূতিকা-গার 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' মানিকতলায় বাবু শ্রীকৃষ্ণসিংহের বাগানবাড়ীতে, (পরে যা ওয়ার্ডস ইনস্টিটিশন নামে পরিচিত হয়)। অদম্য জ্ঞানস্পৃহা নিয়ে এখানে আসতে লাগলেন হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি নবাবঙ্গীয়গণ। এঁদের সঙ্গে এলেন রামগোপালও। ডেভিড হেয়ার আসতেন নিয়মিত। আসতেন বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, বড়লাট বেণ্টিঙ্কের সেক্রেটারী কর্নেল বেনসন, ডবলিউ ডবলিউ বার্ড প্রমুখ বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট মানুষেরা। সভার কার্যক্রম নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করতেন স্বয়ং ডিরোজিও। কী আলো-চনা এখানে হত, সে সম্পর্কে ডিরোজিওর ইংরাজী জীবনীকার আমাদের জানিয়েছেন—
No doubt, in the meetings of the Academic Association and in the social circle that gathered round his hospitable table in the old house in Circular Road, subjects were broached and discussed with freedom, which could not have been appro-ached in the class-room. Free-will, free-ordination, fate, faith the sacredness of truth, the highduty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against existence of deity as these have been set forth by Hume on the one side, and Reid . . . , Stewart and Brown on the other, the hollowness of

idolatry and the shams of the priesthood, were subjects which stirred to the very depth the young feerless, hopeful hearts of the leading Hindoo youths of Calcutta[১] এই 'young feerless' যুবক গনের একজন প্রধান প্যারীচাঁদ মিত্র ডিরোজিওর সংসর্গের প্রভাব সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, 'Of all the teachers Mr. H.L.V. Derozio gave the greatest impetus to free discussion on all subjects, social, moral and religious. He was himself a free thinker, and possessed aftable manners. He encouraged students to come and open their minds to him. The advanced students of the Hindu College frequently sought for his company during tiffin time, after school hours and at his house. He encouraged everyone to speak out. This led to free exchange of thought and reading of books which otherwise would not have been read. These books were chiefly poetical, metaphysical and religious. আমাদের কী ডক্টর জনসনের ক্লাবের কথা মনে পড়ছে না। বার্ক, গোল্ডস্মিথ, চোফাম বোক্লার্ক, বেনেট লিংটনদের কথা! এই সভায় রামগোপাল এসে শিখলেন তর্কবিদ্যার পাঠ এবং বক্তৃতাদানের কলা কৌশল—যা তাঁকে উত্তরজীবনে বাগ্মী শ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিত করেছিল। এই সভায় একদিন বক্তৃতা করছেন—নবাগত এক ইংরেজ বুদ্ধিজীবী সেদিন সভায় উপস্থিত আছেন। ভবিষ্যতে তিনি বাংলার ডেপুটি গভর্নর হয়েছিলেন। সেই উইলিয়াম উইলবারফোর্স বার্ড[৩] (—১৮৫৭) বক্তৃতা শুনে এতো অভিভূত হলেন যে, সভাপতি ডিরোজিওর সহযোগিতায় রামগোপালের সঙ্গে আলাপ করে তবে শান্ত হলেন।

পাশ্চাত্যদর্শনে রামগোপাল কতখানি অধিকার অর্জন করেছিলেন এই সভায় সংযুক্ত থাকার ফলে তার একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই পরিমাপ করা যাবে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "একদিন সুবিখ্যাত দর্শনকার ও সুর্কাবিদগের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময় রামগোপাল বলিয়া উঠিলেন। "লকের মস্তক প্রবীনের ন্যায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্যায়।" অর্থাৎ লক অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে গভীর মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"[৪] রামগোপাল অবশ্যই এটি ইংরাজী ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন। সেই প্রচলিত অথচ দুষ্প্রাপ্য উক্তিটি ছিল নিম্নরূপ—'Locke has written his conduct of the *understanding* with the head of an old man, but with the tongue of a child[৫]. ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ছেড়ে যেতে হয়েছিল কতকগুলি ঘোঁয়াটে পূর্বনির্ধারিত কারণে। সে প্রসঙ্গ দীর্ঘতর।[৬] ডিরোজিও চলে গেলেও তাঁর ছাত্রেরা তাঁকে বিদায় দিতে পারেননি। একটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ডিরোজিও-র চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুকলেজের ছাত্র সংখ্যা কমে ৪১৫ থেকে

৩১৯-এ দাঁড়ায়। ডিরোজিও এরপরে আর বেশিদিন বাঁচেননি। কিন্তু তাঁর আদর্শ ভাবনা চিন্তা বেঁচে রইল ইয়ং বেঙ্গলদের বুকে—*Derozio is dead, Long Live Derozio.*

১ Thomas Edwards, **Henry 'Derozio'**, 1884. P. 32, যোগেশচন্দ্র বাগলের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২ Pearychand Mittra, **A Biograpical Sketch of Darvid Hare** (Jijnasa Edition, 1979), P. 16।

৩ ইনি ভারতবর্ষে একজন লেখক হিসাবে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আসেন। ১৮২৯ এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দুবার তিনি General Committee of Public Instruction-এর সদস্য হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Council of India-র সদস্য হন এবং ১৮৪০ ও ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দুবার বাংলার ডেপুটি গভর্নর পদে বৃত হন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে Council of Education-এর প্রেসিডেন্ট হন ও অবসর গ্রহণান্তে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন।

৪ শিবনাথশাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯৫৭) পৃষ্ঠা ১১৩।

৫ দ্রঃ Kailashchandra Bose, **A Lecture on the Life of Ramgopal Ghosh,** 1868.

৬ কৌতুহলীরা প্যারীচাঁদ মিত্রের পূর্বোক্ত ডেভিড হেয়ারের ইংরাজী জীবনী এবং কাজী ওদুদ রচিত 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

ব্যবসায়ী রামগোপাল

প্রথম পর্যায়

রামগোপাল দরিদ্র পিতার সন্তান। এখন বয়স ১৭ পূর্ণ যৌবনাবস্থা। পিতার পাশে এসে না দাঁড়ালে সংসার অচল হয়ে পড়ছে। সুতরাং সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে তাঁকে চলে আসতে হল উপার্জনের ক্ষেত্রে। পিতা গোবিন্দচন্দ্র পুত্রের জন্য একটি কর্মের সংস্থান করেছেন। মাইনে বারোটাকা। রামগোপাল রাজী হলেন না। বললেন, টাকা যখন চাই, তখন এতো কম হলে চলবে না। বেশি টাকার চাকরির তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। তাছাড়া যিনি পরে Court of Proprietor-এর সভ্য John Svllivan[১] এর ধন্যবাদ সভায় ভারতবাসীর উচ্চবেতন ও উচ্চ অধিকার লাভের জন্য বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁর মতো মানুষের পক্ষে এতো কম বেতনের চাকুরী গ্রহণ করা কি কখনো সম্ভব হতে পারে ?

এমন সময় এমন একটি সমাপতন উপস্থিত হল যার ফলে রামগোপালের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন তার উপযুক্ত পথনির্দেশ খুঁজে পেল। এ সময়ে Montifear Joseph নামক জনৈক ইহুদী ব্যবসায়ী পূর্বভারতে বাণিজ্যের কারণে কলিকাতায় এলেন। তাঁর প্রয়োজন হল একজন এদেশীয় ইংরেজি-অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান সহকারীর। তিনি এজন্যে Colvin & Co.-এর Thomas Anderson-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অ্যান্ডারসন সাহেব গিয়ে ধরলেন এদেশীয় শিক্ষিত যুবকদের অভিভাবক বিশেষ ডেভিড হেয়ারকে। হেয়ার রামগোপালের দৈন্য এবং চাকরীর প্রয়োজনীয়তা দুই-ই বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। আরও জানতেন রামগোপালের বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রমশীলতা ও নিষ্ঠার[২] কথা। তিনি অ্যান্ডারসনের কাছে রামগোপালকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সুপারিশসহ। রামগোপালকে অ্যান্ডারসন আগে থেকেই চিনতেন। কারণ তিনিও রামগোপালদের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে মাঝে মাঝে আসতেন। তদুপরি রামগোপাল সুদর্শন এবং তরুণ। খুশী হয়ে তিনি রামগোপালকে মিঃ জোসেফ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাহ্যতঃ দেখে জোসেফ খুশী হলেন। তবে একবার বাজিয়ে নিতে চাইলেন, একে দিয়ে হবে কিনা সেটা যাচাই করে নিতে চাইলেন। রামগোপালকে তিনি বরাত দিলেন একটি প্রতিবেদন তৈরী করার জন্যে। তিনি 'দেশের উৎপন্ন কাঁচা ও শিল্পজাত বস্তু এবং যে যে স্থানে এ শ্রেণীর যে সকল বিশিষ্ট বস্তু জন্মায়, তাহার যে অংশ দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হয় ও যে অংশ রপ্তানী হয়—এক কথায় বাঙ্গালার দেশোৎপন্ন

ক'াচা ও শিল্পজাত বস্তুর তালিকা এবং বাঙ্গালা দেশের রপ্তানীর একটি সম্পূর্ণ বিবরণী প্রস্তুত করিতে বলেন।'' [৩] এবং রামগোপালের সঙ্গে দিলেন 'কয়েক দিস্তা কাগজ এবং একতাড়া হ'াসের কলম।'

এখনও গা থেকে কলেজের গন্ধ যায়নি, কেমন করে তিনি এই প্রতিবেদন তৈরী করবেন? দেশের ক'াচামাল এবং তা থেকে নির্ম্মিত দ্রব্যের একটি জেলাওয়ারী হিসাব তৈরী করতে হবে। তার সঙ্গে জানতে হবে তাদের ভোগযোগ্যতা এবং রপ্তানীর সম্ভাবনাই বা কতটুকু তারও ইঙ্গিত দিতে হবে। রামগোপাল ক'টা দিনের সময় চেয়ে নিলেন জোসেফের কাছে। তারপর থেকে তাঁর সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হতে থাকল বিচিত্র পুস্তকের পৃষ্ঠা, বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তির সান্নিধ্যান, বহু ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতা সন্ধানে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই গ্রামের ছেলেটি গ্রামজীবনের এক ভিন্নতর উপযোগিতার সন্ধান করতে লাগলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত'ার কাছে অগৌণ হয়ে পড়ল। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষের অধীনস্থা হন—বাংলা প্রবাদ। এক গভীর ও বিস্তৃত প্রতিবেদন রচিত হল। জোসেফ এই রিপোর্ট পড়ে চমৎকৃত হলেন। লক্ষ্মী ধরা দিলেন। পঞ্চাশ টাকা [৪] মাইনেতে নিযুক্ত হলেন রামগোপাল। দেশের অর্থনীতি, দেশের সমস্যাকে জানলেন তিনি। জীবনের সঠিক পথের সন্ধান পেলেন রামগোপাল।

মন দিয়ে কাজ করতে লাগলেন রামগোপাল। তাঁর নিষ্ঠাও অধ্যবসায় লক্ষ্য করে নিয়োগকর্তাও খুশী। চাকরিতে ত'ার একধাপ উন্নতিও হল। জোসেফ লক্ষ্য করছিলেন সে সময়ে ব্যবহার্য রং-এর কাঁচামালের অভাব। তখনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রং তৈরীর কৌশল আবিস্কৃত হয়নি। আমরা তো সবাই নীল-দর্পণ-এর ইতিহাস জানি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দেও নীল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবিস্কৃত হয়নি। ভারতবর্ষের নীলগাছই তখন সারা পৃথিবীর নীলের চাহিদা পূরণ করত। জোসেফ দেখছিলেন লাল রং-এরও সারা পৃথিবী ব্যাপী চাহিদা। বিশেষতঃ 'য়ুরোপবাসিনী রমণীগণের মুখলাবণ্য বর্ধন করিবার জন্য যে গোলাপী (Roge) রুজ ব্যবহৃত হয়' তার রং-এর ক'াচামাল হিসাবে কুসুম ফুলের প্রভূত ব্যবহারের সম্ভাবনা তাঁর মনে জাগল। এ বিষয়ে রামগোপাল সবিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে এক অভূতপূর্ব রিপোর্ট তৈরী করলেন। তখন ঢাকা শহর ও তৎসান্নিহিত অঞ্চলে প্রচুর কুসুম ফুলের চাষ হত রামগোপাল তা লক্ষ্য করে সরো জমিনে তদন্তের জন্য ঢাকা যেতে চাইলেন। জোসেফ-ও তাতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু পিতামাতা বাদ সাধলেন। ঢাকা যাওয়ার জন্যে তখন রেলপথ ছিল না (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে ভারতে রেলপথ স্থাপিতই হয়নি), ষ্টীমারের যোগাযোগও ছিল না। একমাত্র যান নৌকা এবং সেই ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের যুগে জলপথে গমনাগমন ছিল বিপদসঙ্কুল। সেই অনিবার্য বিপদের পথে কোন্ পিতামাতা তাঁদের একমাত্র পুনসন্তানকে ঠেলে দিতে পারেন? নির্ভীক যুবক পিতামাতাকে আশ্বস্ত করলেন নানা যুক্তিতর্ক জালে। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তুলে ধরলেন ত'াদের সম্মুখে। পিতামাতাকে

প্রবোধ দিয়ে সেই অনিশ্চয়তারপথে পাড়ি দিলেন রামগোপাল অলক্ষ্যে লক্ষ্মী প্রসন্ন আশীর্বাদ করছিলেন নিশ্চয়ই।

প্রায় চার পাঁচ বছর ঢাকায় কুসুম ফুলের চাষ চালালেন। প্রিয়নাথ কর জানিয়েছেন—'সরকারী কাগজপত্রে প্রকাশ এক বৎসর ঢাকা ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানগুলিতে দুই লক্ষ টাকার কুসুমফুল বিক্রয় হইয়াছিল।' ঢাকায় পৌঁছেই পাকা ব্যবসায়ীর মত রামগোপাল প্রথমেই প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, ব্যবসার অলিগলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন এবং স্বীয় বুদ্ধিমত্তাবলে সেখানকার ব্যবসায়ীমহলে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু কি কুসুম-ফুল? তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তিনি সেখানকার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির ভবিষ্যৎ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। ফলে রামগোপালের হিসেবমতো চলে জোসেফ একবছরে দু লক্ষ টাকার মুনাফা করলেন।

কর্মী পুরুষ আলস্যে দিন কাটান না। ঢাকা থেকে ফিরে এসেই রামগোপাল চলে এলেন মেদিনীপুরে। উদ্দেশ্য রেশম চাষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পর্যালোচন করা। এখানেও যাবার একমাত্র যান নৌকা (এই বিংশশতকেও মেদিনীপুরের কিছু কিছু স্থানে নৌকা ছাড়া যাবার উপায় নেই)। এবং সেই দস্যুভয়। দস্যুরা জলপথে বাধা সৃষ্টি করল না। করল তাঁর অসতকর্তা। রেশম কেনার জন্য নিয়ে গেছেন বেশ কিছু টাকা ঘাটালের কাছে হঠাৎ নৌকা টলমল হয়ে অসাবধানে টাকার তোড়া পড়ে গেল সিলাই নদীর জলে। সিলাই সেখানে এসে মিলেছে রূপনারায়ণের সঙ্গে। সেই রূপনারায়ণ খরস্রোত এবং কুমীর দুই-ই মাঝিমাল্লাদের প্রাণেও আতঙ্ক জাগায়। রামগোপাল বিচলিত হয়ে পড়লেন। মাঝিদের বল্লেন তোমাদের খুশী করে পুরস্কার দেবো, তুলে আনো টাকা। তারা বলল, বাপজান, জান থাকলে অনেক ট্যাকা কামাবো, উ আমরা লারবো। রামগোপালের বুক ও হাতের পেশীতে গোলদীঘির সেই দুর্দান্ত সাতারুটা টগ্‌বগিয়ে জেগে উঠল। মাঝিদের বারণ না মেনে লাফিয়ে পড়লেন জলে। সন্ধানী ডুবুরির মতো বার বার চলে গেলেন নদীর অতলে। 'মমায়ওং এই পৌরুষং' তখন যাঁর একমাত্র মন্ত্র কুমীরের ভয় কি তাঁকে নিরস্ত করতে পারে। অবশেষে টাকার তোড়া তুলে আনলেন জল থেকে মাঝিদের বিস্ফারিত নয়নের সামনে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে এই অসমসাহসী যুবক রেশম কিনে ফিরে এলেন। বিশ্বাসের মূল্য রাখলেন জীবনকে পাশার ঘুঁটিতে রেখে। জোসেফ শুনে হতবাক্। এবারেও তাঁর লাভ হল আশাতীত। পুনশ্চ চলে গেলেন। মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে। রামগোপাল এখন জহুরী। এখানেও বয়ে নিয়ে এলেন জোসেফের জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি।

জোসেফ-ও অকৃতজ্ঞ নন। কলুটোলার হরিমোহন সরকার ছিলেন তাঁর বেনিয়ান। রামগোপালের পদোন্নতি ঘটিয়ে তাঁকে করে দিলেন হরিমোহনের সহকারী। এর মধ্যে স্বদেশে নতুন ব্যবসাপত্তনের কথা ভাবছেলেন জোসেফ, সেজন্য ইউরোপ যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। যাবার আগে নিয়ম মাফিক ব্যবসার দায়িত্ব হরিমোহনকেই

দিয়ে যাবার কথা। কিন্তু যে মানুষ নিজের জীবন বার বার বিপন্ন করেছেন, যাঁর দৌলতেই জোসেফের এতো রমরমা জোসেফ কি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস ক'রে এতো বড়ো ব্যবসাটা হাতে তুলে নিয়ে যেতে পারেন। বিশ্বাসরক্ষা রামগোপালের জীবনের মূলমন্ত্র। হিন্দুকলেজের ছাত্র রামগোপাল এবং **Truth was a synonym for a student' (of Hindoo College)**। পরম বিশ্বাসে রামগোপাল তুলে নিলেন ব্যবসার সব দায়িত্ব এবং অধিকতর বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবসা-পরিচালনা ক'রে জোসেফ ফিরে এলে প্রভূত লাভের পাই-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কৃষ্ণদাস পাল সঙ্গত কারণেই লিখেছেন (হিন্দুপ্যাট্রিয়টে)—**Ramgopal fully justified his masters choice, he conducted business with care and prodence and showed good profits on his return to India** এবং সঙ্গতকারণেই জোসেফ হলেন আন্তরিক খুশী।

দ্বিতীয় পর্যায়

জোসেফ ১৮৩৫ খৃীস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ফিরে আসেন এবং এর অল্পকালের মধ্যেই তাঁর ব্যবসায়ে নতুন একজন অংশীদার, মিঃ টি এস কেলসল, এসে যোগদান করলেন। রামগোপালেরও পদোন্নতি ঘটল। তিনি এই যুক্ত ব্যবসায়ে বেনিয়ানের (মুৎসুদ্দি) পদে উন্নীত হলেন। রামগোপালের পরামর্শক্রমে ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে লাগল। তারপর যা হয়ে থাকে। তাই হ'ল। দুটি সমমেরু সম্পন্ন চুম্বকে বিকর্ষণ দেখা দিল। টাকা নিয়ে দুই বন্ধুতে মনান্তর উপস্থিত হল। কেলসলের স্বভাবই ছিল এমনি যে, কারো সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারতেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দুই অংশীদার পৃথকভাবে ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন। মুস্কিল হল রামগোপালের। কারণ দুজনেই তো জেনে নিয়েছেন রামগোপালই তাঁদের লক্ষ্মীর ঘট। দুজনেই টানাটানি করতে লাগলেন। রামগোপাল ব্যবসার ভিতরের খবর জানতেন স্বাভাবিক কারণেই। তিনি লক্ষ্য করলেন এই বিবাদের ফলে আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন তুলনামূলকভাবে জোসেফ। বুদ্ধিমান রামগোপাল সময় নষ্ট না করে তাঁর শুভানুধ্যায়ী অ্যান্ডারসনকে সব কথা জানিয়ে পরামর্শ চাইলেন। পরামর্শ চাইলেন পূর্বোক্ত **Colvin & Co.**-এর ইংরাজ বণিকদের কাছে এবং অবশ্যই বাঙালী সুহৃদ্‌গণের কাছেও **Colvin & Co**-এর **Mr. Colvin** এবং **Mr. Ainster** বললেন, কোনো কথা নয়, **T. S. Kelsall**-এ ব্যবসায় সংযুক্ত হও। একই প্রকারের পরামর্শ দিলেন অ্যান্ডারসন এবং অধিকাংশ বন্ধুগণ। তাছাড়া বাঁচারও একটা প্রশ্ন আছে। জোসেফ সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন তাঁর পোষকতা করতে সমর্থ হবেন না। সাত পাঁচ ভেবে বিচক্ষণ রামগোপাল **Kelsall**-এর সঙ্গে যোগদান করলেন এখানে তাঁর বিলক্ষণ বেতন বৃদ্ধি হল। পূর্ব

অভিজ্ঞতাবলে এখানেও রামগোপাল তাঁর প্রভুর জন্য প্রভূত লাভের ব্যবস্থা করে দিলেন। এমন মুৎসুদ্দি পেয়ে কেলসলও খুশী।৬ মনে রাখতে হবে বাঙালীর একমাত্র প্রার্থিত চাকুরী কেরাণী কুলের সৃষ্টি এখনও হয়নি। মুৎসুদ্দি একটা সম্মানিত পদ ছিল সেকালে। এবং বহু বাঙালীই এই মুৎসুদ্দির পদ থেকেই নিজেদের ভাগ্য গঠন করেছিলেন। মতিলাল শীলের জীবনী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।৭ সেকালে নিজে ব্যবসা করাটা অবশ্য আরও সম্মানের বিষয় ছিল (বাঙালী কি অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না?)। সে কারণে T. S. Kelsall ও তাঁর ভাই W. S. Kelsall-দের Kelsall & Co. তে যোগদানের সময় রামগোপাল একটি বিশেষ শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কাজকর্ম তিনিই সব করবেন। কিন্তু ঐ মুৎসুদ্দির পদটি নির্দিষ্ট থাকবে তাঁর পিতা গোবিন্দচন্দ্রের নামে। রামগোপালের দূরদর্শিতা দেখে বিস্ময় জাগে। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি স্বনির্ভর হবার শিক্ষা অর্জন করছিলেন। ৪৪ নং ক্লাইভ স্ট্রীটের৮ কেলসল এন্ড কোং-এর অফিসে বসে রামগোপাল তাঁর ভাগ্য নির্মাণ করছিলেন। এদিকে কেলসলের ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। রামগোপালের বুদ্ধিমত্তার কথা কলকাতার ইংরেজ বণিকমহলে সুপ্রচারিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পরামর্শের জন্য রামগোপালের কাছে আসেন। M. C. Vicesmith নামক একজন বণিক পরামর্শের জন্য কেলসলের কাছে এলেন। কেলসল রামগোপালের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বললেন। এই কথাবার্তায় এর অভিজ্ঞতা-বিষয়ে কৃষ্ণদাস পাল লিখেছেন — "Mr. Smith was struck at the fund of information which Babu Ramgopal possessed and on returning to his office he remarked to his Banian, that he and others of his class were not better than mere brokers, but the only man among them who was fit to assist the English merchants was Babu Ramgopal Ghosh."

এ সময়ে রামগোপাল থাকতেন কলকাতা থেকে একটু দূরে। কামারহাটী নামক স্থানে।৯ এখানে রয়েছেন Board of Revenue-এর প্রথম দিকের সদস্য Dowdowel রামগোপালের কাজকর্মে কেলসল যেমন তুষ্ট, মিঃ স্মিথ যেমন বিস্মিত তেমনি কেলসল এন্ড কোং-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত প্রখ্যাত দানবীর মতিলাল শীলও মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে 'রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে মতিলালের পরিচয় হয়। রামগোপাল তখন তরুণ যুবক কেলসল কোম্পানীর অফিসে সহকারীর কাজ করতেন। জহুরী জহর চেনে রামগোপালকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করে শীল মহাশয় তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন ইনি একটি রত্ন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বন্ধুসমাজে রামগোপাল 'রবার্ট' নামে অভিহিত হতেন। মতিলাল প্রকাশ করলেন—রবার্টের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।১০

মতিলাল শীলের ভবিষ্যৎবাণী সফল হল। কেলসল রামগোপালকে আপনার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার করে নিলেন (১৮৪২ খ্রী)। তাঁর প্রতিষ্ঠান এখন Kelsall, 'Ghose & Co.' নামে পরিচিত হল।[১১] বেশ চলল কিছুদিন। রামগোপাল এখন বৃহৎ ধনীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তিনিই অফিসের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। কেলসলের পুরোনো স্বভাব পুনশ্চ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নিজের ব্যবসার লাভ অন্য কারো হাতে তুলে দিতে তিনি নারাজ। টাকা পয়সা নিয়ে মনোমালিন্য উপস্থিত হল। যার পরিণতি দেখা দিল অনিবার্য বিচ্ছেদে। দুর্বিনীত কেলসল রামগোপালের প্রতি দুর্বিনীত বাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। রামগোপাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তরুণ রবার্ট সমানভাবে আঘাত ফিরিয়ে দিলেন কেলসলকে এবং অবশ্যই তা হিন্দু কলেজে শিক্ষিত এক মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত নহে। এইমাত্র জানা আছে যে, তিনি মিষ্টর কেলসলের সহিত বিবাদ[১২] করিয়া, ইংরাজ সমাজের রীতি অনুসারে তাঁহার প্রদত্ত সমুদয় উপহার সামগ্রী ফিরাইয়া দিয়া নিজে ঘোষ কোম্পানী (R. G. Ghose & Co.) নাম লইয়া স্বতন্ত্রভাবে সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে ঘটিয়াছিল।'[১৩] বস্তুত পক্ষে এই ঘটনা ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল। এ বিষয়ে R.G. Sanyal-এর Bengal Celebrities[১৪] গ্রন্থে উদ্ধৃত রামগোপাল ঘোষ লিখিত পত্রটি সমগ্র উদ্ধার করলেই সব বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

To T.S. Kelsall, Esq.

SIR, Calcutta, July 17th, 1848.

The deep insult contained in your letter received on the 14th instant having been yet recalled, it is impossible for me any longer to retain your presents. I cannot use them ; it would be painful even to keep them. They were valuable only as tokens of regard and friendship. The gift is now off, the charm is gone, and things are reduced to their money value. It affords me therefore a great relief to return the worthless pelf. One word of explanation I must add.

In sending back the diamond ring I have nor emark to make for it is none the worse for wearing. I have had some scruples in returning the same, since it has been worn for several years. I would have readily, if permitted, handed you the original cost of the shawl in Rupees. Aftersome hesitation I return the horse and the Atlas as the former was

gift made jointly with your brother, and the latter with your wife. But as these presents were essentially *yours*, I hope they will pardon my returning you.

When I closed my business connexion with you long ago, you, sir, put a diamond ring on my finger as a token to friendship. The day that I signed the deed of dissolution you shook hands with me with tears in your eyes. It was you, sir, who then declared your belief that you never hoped to be again associated in partnership with one whose connexion should be marked with as much natural good feeling and sympathy as had ever subsisted between you and me. You requested me to see you often as I could. You placed a room at my disposal whenever I might choose to have a resting place in town. Was it a rogue, Mr. Thomas Siddon Kelsall, that you did all this ? And when several months afterwards at your own invitation, Ramgopal Ghose sat at your board and partook of your hospitality, was it a rogue, that you thus introduced to your family and friends ? Was it a rogue, sir, I ask, on whom you respectfully called 6 or 8 months ago, asking advice and assistance regarding your own business ? Was it a rogue whom you offered your best thanks for discovering fraud and irregularities in your establishment ? Did you, sir, seek the mediation of one who had robbed you to help you to make new arrangements for a Banian ? Was it a rogue, sir, whose services you entreated not very many months ago to relieve you of your pecuniary wants ? Was it a rogue, I emphatically ask, to whom you said between 4 and 5 months ago, that he had better come and resume his seat in office if he would but promise work ? Was it one who had repeatedly abused your confidence that only three months ago you read extracts from your English letters containing what you said to be the pith of your home intelligence ? Did he, sir, rob you who, at your solicitation, has repeatedly renewed your promissory notes, knowing as he did from your own statement, you are in difficulties ? Was it only because you had a purpose to gain

that you condescended to address a hardened robber only six weeks ago "My dear Ram Gopal"? This is the man, sir, whom you dared to write on the 14th July (alluding to sundry petty accounts amounting to less than Rs. 5000) that you were perfectly satisfied that this was only another case of robbery to add to those you had before instanced. Shame! Shame ten thousand times repeated shame!...

Yours Sincerely
Ramgopal Ghose

—চিঠিটি বিবিধ তথ্যে ভরা, যথাস্থানে সেগুলি আমরা কাজে লাগাবো। রামগোপালের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের অনিবার্য ফল কেলসলকে ভোগ করতে হল—কেলসল এন্ড কোং কিছুদিন পরে অনন্তপথে সদ্গতি লাভ করল।

তৃতীয় পর্যায়

প্রায় সমস্ত জীবনীকারেরা রামগোপালের পৃথক ব্যবসার বৎসর হিসেবে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু উপযুক্ত চিঠি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ [১৫] রামগোপাল কেলসল এর কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়েন। বিচ্ছিন্নতার পর রামগোপাল পেলেন নগদ দু'লক্ষ টাকা। তাই দিয়ে R.G. Ghóse & Co. স্থাপন করলেন সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে। তাঁর শুভানুধ্যায়ী অ্যান্ডারসন তখন ইংলন্ডে। সেখান থেকে শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন তাঁদের প্রিয় 'রবার্ট'কে। শুধু তাই নয় তাঁর ভাইপোকে বললেন Colvin & Co.র হ'য়ে ভারতবর্ষে রামগোপালের সহযোগিতায় ইংলন্ডে তাঁর ব্যবসার একটা শাখা খুলতে। সেইমত এই প্রথম একজন ইংলন্ডবাসী ইংরেজ এবং একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর মধ্যে 'house of business' প্রতিষ্ঠিত হল।[১৬] অবশ্য নানাকারণে এই নতুন ব্যবস্থার পত্তন করতে বৎসরাধিক কাল সময় লেগেছিল। শুধু ইংলন্ডেই নয়, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূর আকিয়াব (Akyab) ও রেঙ্গুনে স্বীয় ব্যবসার শাখা খুললেন প্রধানতঃ আরাকানী ও বর্মী চাউল আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপারে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অল্পদিনের জন্য Mr. Field নামক জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ী তাঁর কাজের অংশীদার হন। পরে আত্মীয় ও বন্ধুদের নিজের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করতে লাগলেন। ধর্মভীরুতা এবং অশ্রান্ত কর্মানুরাগ তাঁকে বিত্তবান করে তুলল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে, কিছু ভাল বুঝে তিনি ব্যাবসায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তাঁর কর্মীরা তাতে অংশীদার হলেন। একদল সুদক্ষ বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী এবং ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন বাঙালী নির্মাণ করে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তিনি অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করে গেলেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে, তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠিটি কি ধাতুতে নির্মিত ছিল ? নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতার ধাতুতে সেই সাফল্যের চাবিটি ছিল নির্মিত। কৈলাসচন্দ্র বসু সেটি নিষ্ঠা-বিশ্বাস এবং সত্যাশ্রয়ীতার বহুশত উদাহরণের মধ্যে যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন—তা উদ্ধার করে ব্যবসায়ী রামগোপালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান সমাপ্ত করি।

ব্যবসায়ী মহলে রামগোপাল তাঁর সত্যনিষ্ঠার জন্য প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। চন্দ্র-সূর্য তাদের কক্ষপথের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, কিন্তু তাঁরা জানতেন, রামগোপাল যদি কোনো ব্যাপারে কথা দেন—তার পরিবর্ত্তন হবে না। রামগোপালের জীবনে এমন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল, যার সুপ্রচুর প্রচার ঘটলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সততার পাশে আর একটি সমগুরু উদাহরণ সাধারণে জানতে পারতেন। রামগোপালের কীর্তি উত্তরাধিকার বাহিত হয়নি বলে, আমরা অনেকেই সেই ঘটনা জানতে পারিনি। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ব্যবসা একবার রাহুগ্রস্ত হয়েছিল। যে সব ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা থাকতো, তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। রামগোপাল **'had drawn bills to a large extent on Houses in England, and was doubtful whether they would honoured at maturity. If dishonoured, he would be ruined man**, বন্ধুরা এসে পরামর্শ দিলেন, তোমার এতো সম্পত্তি সব নষ্ট হতে চলেছে। এখনও বেনামী করে দাও, যদি বাঁচতে চাও। শুনে সত্যনিষ্ঠ রামগোপালের সমস্ত স্নায়ু বিদ্রোহী হয়ে উঠল স্পষ্টতঃ তিনি বললেন, তিনি ভিক্ষুক হবেন তবুও তাঁর পাওনাদারদের একটি ছিদামও ঠকাতে পারবেন না এমন হীনকৌশলের সাহায্যে। বললেন, জীবন থাকতে তিনি অসৎ কর্ম্ম করতে পারবেন না ; তাঁর সব বিক্রি করে দিয়ে সব দেনা শোধ করে দেবেন। ইংলন্ডীয় ব্যাংকারগণ কখনও তাঁর দ্বারা প্রতারিত হবার আশঙ্কা করেননি তাঁরা bill গুলি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগলেন। বিলাতে প্রাপ্য টাকার বিলগুলি এবার একে একে আসতে আরম্ভ করল এবং প্রায়-আগত সর্বনাশের হাত থেকে রামগোপাল উদ্ধার পেলেন। নিষ্ঠা ও সততা জয়যুক্ত হল।

—কৈলাসবাবুর দ্বিতীয় উদাহরণটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একদা এক ব্যক্তি রামগোপালের কাছ থেকে কোনো কাগজপত্র না নিয়েই তাঁকে প্রায় লক্ষ টাকা ঋণ দেন। সে কথা শুনতে পেয়ে ধনী ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবেরা দারুণ ধমক দিয়ে বললেন, করেছো কি, একটা হাতচিঠেও করে নাওনি। মৃদু হেসে ধনী ব্যক্তি বললেন, রামগোপাল ঘোষ কোন্ পদার্থ দিয়ে তৈরী তা তোমরা জানো না। স্বর্গ যদি স্বর্গচ্যুত হয় রামগোপালের প্রতিজ্ঞা একটুও টলবে না—তোমরা ভেবো না মিছিমিছি। আবার আমাদের মনে পড়ছে—**Truth was a synonym for students.**

১ এ-সম্পর্কে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে ২০মে ১৮৪৪ তারিখে লেখা চিঠিতে রামগোপাল লিখেছেন—'...I find by papers just received from England that Mr. Sullivan had presented an address to the court of Proprietors regarding the employment of natives in the Civil Administration of the country. No decision has yet taken place.'

২ রামগোপাল প্রত্যেকদিন বাড়িসিদ্ধ ও ভাত খেয়ে নিয়মিত সময়ের অনেক আগেই প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতেন বলে তিনি 'ব'য়ের' অন্যতম হয়ে পড়ে ডেভিড হেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

৩ প্রিয়নাথ কর, 'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ', নারায়ণ বৈশাখ ১৩২৭, পৃষ্ঠা ৫৭৩।

৪ টাকার পরিমাণ নিয়ে তিনজন জীবনী লেখক তিনপ্রকার মত দিয়েছেন—R.G. Sanyal লিখেছেন (Bengal Celebrities, 1976 Ed, pp 150)—'became a writer under Mr. Joseph on the salary perhaps of Rs. 40 per mensem.' প্রিয়নাথ কর লিখেছেন, ৫০, টাকা। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন মাইনে ৪০ (বা ৫০)। তবে উক্ত রিপোর্ট দাখিল করার জন্য ৫১ পুরস্কার পান।

৫ এই সময়ে Owen Potter নামক জনৈক ব্যক্তিকে কেলসল অংশীদাররূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু দু'বছর পরে উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং মিঃ পটার পৃথকভাবে ব্যবসা করতে থাকেন।

৬ দ্রষ্টব্যঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি, প্রথমখণ্ড (১৯৪০), পৃষ্ঠা ৩-৬।

৭ পরে ১৫ নং লালবাজার স্ট্রীটে এই অফিস স্থানান্তরিত হয়।

৮ হিন্দু প্যাট্রিয়টের পূর্বোক্ত সংখ্যা।

৯ কামারহাটি ছাড়া তিনি গোন্দলপাড়া, বরাহনগর এবং কাশীপুরের বিভিন্ন বাগানবাড়ীতে বাস করেছেন। এই প্রসঙ্গে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

8 miles to the North of Calcutta
16th June, 1839, Sunday.

MY DEAR GOBIND,

Here I am at a beautiful place on the banks of the River in the Company of sweet Tonoo (Babu Ram Tonoo Lahiry and 'removed from busy life's bewildered ways.' Turton, Dr. Bromby and Mr. Smith of the Sudder Court and other bigwigs have occupied this garden before, and it is well-known under the name of the Kamarhatty Groves. Since the beginning of the last month I have had a bad health though not actually laid up and I came down here last night in the hope of improving my health by a fortnights stay, though I must arrange to attend my office from to-morrow...

Eversyour affectionately
RAMGOPAL GHOSE.

১০ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, 'স্বর্গীয় মতিলালশীল' ভারতবর্ষ, জৈষ্ঠ ১৩৩৮। পৃষ্ঠা ৯৯৪-৯৬।

১১ এই প্রথম একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী একজন বাঙালীকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করলেন। Car Tagore & Coy'-তে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটেছিল—সেখানে একজন বাঙালীই একজন ইংরেজকে অংশীদার করেছিলেন। রামগোপালের নিপুণতায় এই কোম্পানির

কমপক্ষে ষাট লক্ষাধিক মুদ্রার জিনিষপত্রে ভর্তি থাকতো। Calcutta Review (1868) এ বিষয়ে লিখেছিলেন— 'In consequence of good connection made in Engl ind the firm did business to a large extent and very succes-fully. The godowns always contained metals and piece goods worth no less than Sixty Lakhs of Rupees. The real working man of the house was Ram Gopal Ghose and it was then something novel to see a native of Bengal occupying a high position in the firm ordering his English assistants to carry out his directions in the different stages of a ramified business in a large counting house. It was, we repeat, a sight to see a Hindu Correcting drafts of letters prepared by English assistants and giving those assistants clear directions as to what they were required to do in the correspondence and other departments'. বাস্তবিকই নয়নমনোহর গর্ব করার মতো দৃশ্য।

১২ অথচ ১৮৪৩ খৃীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট যখন কেল্‌সল বিলাত যান তখন তাঁর ব্যবসায়ের সমস্ত দায়িত্ব রামগোপালকে দিয়ে যান। রামগোপাল পূর্ববৎ সততার সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন।

১৩ শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (নিজ সংস্করণ ১৯৫৭) পৃষ্ঠা ১২৪-২৫।

১৪ 'ঋদ্ধি' সংস্করণ ১৯৭৬ পৃষ্ঠা ১৫১-৫২।

১৫ প্রিয়নাথ কর লিখেছেন এপ্রিল ১৮৪৭ মাসে, নারায়ণ আষাঢ় ১৩২৭, পৃষ্ঠা ৮০৯.

১৬ মনে হতে পারে ১৮৪৮ এর পরই রামগোপাল ইংলণ্ডে ব্যবসায় পত্তন করেন। বস্তুতঃ পক্ষে তা নয়। ১৮৩৯ খৃীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি নিজে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে ইংলণ্ডে ব্যবসায় পত্তন করেন। ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে বাণিজ্য প্রেমী রামগোপাল লিখেছিলেন, 'All our friends are quite well. Babu Kalachand (Sett) Tara Chand (Chakerbutty), Peary (Chand Mitter), Rusik (Krishna Mullick), Madhab Chunder Mullick, his nephew Bholanath have all turned their attention to trading. And I am very happy to say some if them have made very fair profits am also thankful to say that **my own trading operations with England have been very successful.** Should I be equally successful for 2 or 3 years more I will give up the business of my employer and become an independant merchant—an honourable profession the pospect of which thrills me with delight.'

শিক্ষাজীবন অনন্যতর

ব্যবসায়ীর জীবন[1] সত্ত্বেও, বস্তুতপক্ষে, রামগোপালের ছাত্রজীবন এখনও সমাপ্ত হয়নি। জীবনের বাহ্যিক প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্ষুধার অন্নসংগ্রহও যে অত্যাবশ্যক অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রামগোপাল তা' কোনোদিন বিস্মৃত হননি। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আত্মিক আহার্যের সন্ধানেও নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। এদিক থেকেও তিনি যথার্থ ডিরোজিয়ান। সেকারণে অফিসের বিচিত্র কর্মের মধ্যেও তিনি পড়তেন ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন কাব্যাদি এবং তাঁর প্রিয় মনোবিজ্ঞান—মেটা-ফিজিক্স। যখনই সুযোগ পেতেন বন্ধুদের সঙ্গেও তা নিয়ে আলোচনা করতেন। শেক্সপীয়রের নাটকাবলী সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না—অবকাশকালে উচ্চকণ্ঠে নাটকাবলীর বিশেষ বিশেষ অংশ আবৃত্তি করতেন। বন্ধুরা বাড়ীতে জমায়েত হলেই সেই সব কাব্য-নাটকের রসগ্রাহী সমালোচনা করতেন। শুধু তাই নয়, শনিবারের অফিসের বিরামের দিনে[2] গৃহের বিশ্রামের চেয়ে হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের সঙ্গে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়ে ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা করতেন—এমনই ছিল তাঁর জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা। রামগোপাল যখন হিন্দু কলেজে পড়তেন তখন ডিরোজিও সমেত প্রায় চৌদ্দজন শিক্ষক ছিলেন। এঁদের মধ্যে ডিরোজিও ব্যতিরেকে মিঃ হ্যালিফ্যাক্স এবং মিঃ স্পীড নামক শিক্ষকদ্বয় রামগোপালকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মিঃ স্পীড অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে বানানের শুদ্ধতা সম্পর্কে ছাত্রদের মনোযোগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করতেন। তিনি বলতেন 'একটি মাত্র বর্ণাশুদ্ধি দ্বারা সুপণ্ডিতেরও সাহিত্যে অখ্যাতি হইতে পারে।' সুতরাং শনিবারের অবকাশটির কিছু অংশ তিনি নির্ভুল বানান শেখার জন্য দান করতেন—মিঃ স্পীডের ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে একাসনে বসে।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা

জ্ঞানের জন্য এই তৃষ্ণাই তাঁকে নতুনতর একাধিক সভাস্থাপনে উদ্যোগী করে তুলেছিল। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র মতই আরও দুটি সভা রামগোপাল ও তাঁর বন্ধুরা স্থাপন করলেন। এদের নাম হল Epistolary Association[3] এবং Circulating Library. সভাদুটি পরিচালিত হত প্রধানতঃ রামগোপাল এবং রামতনু লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এই সভাগুলি তাঁদের মনের ক্ষুধার রসদ জোগাতে পারছিল না বলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সভাস্থাপনের কথা তাঁরা

ভাবছিলেন। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' অবশ্য এখনও জীবিত। ডিরোজিও-র পদত্যাগের পর ডেভিড হেয়ার এই সভার সভাপতি হন। কিন্তু এই সভা এখন অনেক নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, একথা রামগোপালের একটি চিঠি[৪] থেকে জানতে পারি—**The last meeting of the A.A. (Academic Association), was held yesterday night, and we fortunately had a discussion which took place after three successive meetings having failed. The attendance was thin and the speaking very ordinary. I have little hope of the revival of the palmy days of this Association**[৫]. এমন একটি পরিস্থিতি লক্ষ্য করেই রামগোপাল প্রমুখেরা ইতোমধ্যেই একটি অন্যতর সভা—সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (ইংরেজি নাম **Society for the Acquisition of General Knowledge**) স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র তারিনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে-র দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে তৎকালীন নব্যশিক্ষিত যুবক এবং সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের সর্বশ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে এই বিজ্ঞপ্তি পত্রটি[৬] এখানে তুলে দিলাম।

Country men,

Though humilating be the confession, yet we cannot for a moment deny the truth of the remark so often made by many able and intelligent Europeans, who were by no means inimical to the cause of native improvement, that in no one department of learning are our acquirements otherwise than extremely superficial. We need only examine ourselves in order to be convinced of the justice of the remark. After the ground-work of our mental improvement has been laid in the school, and the school tution seldom does more, we enter in to the world and never think of building a solid super, structure. The fate of our Debating Associations, most of which are now extinct, while not one is in flourishing condition, as well as the puerile character of the native productions that appear in the periodical publications are lamentable proofs of this sad neglect. If a tree is to be known by its fruits, where, with but one or two solitary exceptions, are the fruits, to which we can point with pride and satisfaction, as manifesting any degree of intellectual energy or extent

learing. We have never sincerely regretted the want of an institution which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindoos, and of exciting an emulation for mental exellence. There is at present no occasion whereby we ever called upon to congregate on an extensive scale, for the purpose of mutual improvement and whence we may receive on impetus for applying ourselves to useful studies. Is it not then desirable to unite in such a laudable pursuit by which the bonds of fellowship may be strengthened, the acquisition of knowledge promoted and the sphere of our usefulness extended ?

With a view therefore to create in ourselves a determined and well regulated love of study, which will lead us to dive deeper than the mere surface of learning and enable us to acquire a respectable knowledge on matters of general and more specially of local interest, we have thought it expedient to invite you to meet in order to consider the proposal of establishing an institution which in our humble opinion is eminently calculated not only to effect this great end, but likely to promote mutual good feeling and union–an object of no less importance. We can not, of course, within the limits of a circular give a detailed account of the plan we propose to lay before you, but allow us to state the following briefoutline.

Such members of the proposed society as may be willing should undertake to deliver at the meetings written or verbal discourse on subjects suited to their respective tastes at such times as may be previously fixed by them with a view to their convenience and to the degree of research and attention which the subject may require, and if they should fail without satisfactory reason to fulfill their pledges, they will be liable to pay a pecuniary fine. The purpose of this circular is to call a general meeting to consider of the propriety of establishing the proposed institution and to arrange the details.

It is at this General Meeting, Gentlemen, that we most earnestly solicit your attendance. We must be well aware that

the success of a public object like the one we propose must depend on the degree of cordial cooperation we may receive from the members of our community. We can not believe that in such a cause coldness will be manifested by any person that entertains the least regard for his own improvement or breaths any love for his own country, and we flatter ourselves with the hope that we shall meet with your hearty support in a proposal, which none can look upon with indifference unless lost to all sense of duty or sunk in apathy. Those who may from circumstances be unable to take an active share in our proceedings can at least counterance the object by their presence, for which they may be assured of our thanks.

We have through the kindness of Baboo Ramcomul Sen, Secretary to the Sanskrit College, obtained permission to use the Sanskrit College Hall for our meeting where precisely at 7 O'clock p.m. on Monday the 12th March next we earnestly introat and hope that everyone of you, Gentlemen, will have the goodness to try your best to be present.

Tariney Churn Banerjee
Ramgopaul Ghose,
Ramtonoo Lahiry,
Tara Chand Chuckerbuttee
Rajkrishna Day

Catcutta
January 20,1838.

এই অনুষ্ঠানপত্রের অনুক্রম হিসাবে ১২ মার্চ ১৮৩৮ তারিখের নির্দিষ্ট দিনে অন্যূন তিনশো ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপিত হয়।৭ এই অধিবেশনে রামগোপালের বক্তৃতা করার কথা ছিল ; কিন্তু তাঁর একটি শিশু-পুত্রের এদিন মৃত্যু হয় বলে তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। অবশ্য সভায় যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় তাতে তিনি সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন (সভাপতি—তারাচাঁদ চক্রবর্তী ; অন্য আর একজন সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠ ; সম্পাদক—রামতনু লাহিড়ী এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ; সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারী-মোহন বসু এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক। শেষোক্ত ব্যক্তি অবশ্য অচিরে কর্মসমিতি থেকে পদত্যাগ করেন। ডেভিড হেয়ার অনারারি ভিজিটর নিযুক্ত হন। এই সভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৬ মে ১৮৩৮ তারিখে)।

রামগোপাল এই সভার উৎসাহী সদস্যগণের অন্যতম[৮] ছিলেন। তিনিই প্রখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনকে এই সভায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন—যার ফলে হিন্দু সমাজে নতুন চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত হয়। এই সভায় সদস্য গণ অন্যূন ১৪টি বক্তৃতা দেন।[৯] কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি রামগোপালের নাম এর মধ্যে নেই। সম্ভবতঃ তিনি এই ধরনের কোনো গবেষণামূলক বক্তৃতা দেননি।[১০]

এই সভা থেকেই আরও একটি সভা প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নাম—'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। এবং একটি প্রখ্যাত পত্রিকা 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' এর মুখপত্র রূপে আবির্ভূত হয়। এর কথা সাংবাদিক রামগোপাল প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

১ মাঝখানে একটি পর্বের উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নিজের ব্যবসায় স্থাপনের উদ্যোগপর্বে যখন তিনি বিলাতে Colvin & Co. এর সঙ্গে চিঠিপত্র মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে যাচ্ছিলেন এবং সে সময়ে ডাক ব্যবস্থার বিলম্বের কারণে যখন এব্যাপারে প্রায় বছর খানেক সময় নষ্ট হয় তখন তিনি ভেবেছিলেন যে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসবেন। অ্যান্ডারসন লিখেছিলেন, তা মন্দ হবে না। তবে ব্যবসারই হচ্ছে রামগোপালের নির্দিষ্ট পথ। বস্তুতপক্ষে, আইন বিষয়ে তিনি দক্ষও ছিলেন না এবং ব্যবসায়ে তাঁর একটা সহজ প্রবণতা ছিল।

২ যোসেফ ইহুদী ছিলেন বলে শনিবার তাঁর অফিসের পূর্ণ কর্মবিরতি থাকত।

৩ এই সভা সম্পর্কে রামগোপাল বন্ধু গোবিন্দচন্দ্রকে ১৪ জানুয়ারি ১৮৩৯ তারিখে লিখেছিলেন—'The Epistolary Association may, I think, be revived, if a few of our friends will exert themselves. When I have more leisure on hand I shall see what can be done. At present I am very busy, having just taken up the business of another Liverpool House that was offered to me'...১২.৮.৩৮ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'Well then I will tell you that we formed an Epistolary Association i.e. writing letters to each other, and circulating them among the members. Several good letters have already appeared and the utmost freedom of discussion is allowed upon the merits of these epistles.'

৪ গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত ৩১ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের চিঠি।

৫ ১২ই আগস্ট ১৮৩৮ তারিখের একটি চিঠিতে অনুরূপ মন্তব্য রয়েছে—'The Academic is getting on very miserably, and I should not be surprised if in one of these days it be systemetically abolished. What a pity it is that this old and cherised institution of our school-days should be thus suffered to die through the indifference of the miscalled educated natives.'

৬ এটি 'Selection of Discourses Delivered at the Meetings of Society for the Acquisition of General Knowledge, Vol. 1. (1840) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৭ প্যারীচাঁদ মিত্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'On the 12th March 1838, in compliance with the requisition of Ramgopaul Ghose, Tarachand Chuckerburtee, Ramtonoo Lahiree and others a meeting of the Hindu Gentlemen was held at the Sanscrit College, and the Society of the Acquisition of General Knowledge established with the object of promoting mutual improvement' .. দ্রঃ A Biographical Sketch of David Hare (Jijyansa edn 1979) pp 61-62.

১২ আগস্ট ১৮৩৮ তারিখে গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লেখা চিঠিতে রামগোপাল লিখেছেন—
' ..At the last meeting of our society one discourse on Commerce by Guru Churn Dutt was read. It did not display much ability. I am glad at the prospect of having your account of Chittagong at an early date. The kind of commuications will above all make our society interesting in the eyes of Europeans...
I think you will be very much disappointed, if you suppose that more time the leading members of our Society take, the better will, their production. They are very idle and apathetic (myself included), and I do not know if they will ever mend. Peary Mitter has been preparing himself, and will perhaps make his appearence before long You wish to know if the Secretary wrote in the Daily Intelligencer under the signature of a member of the S.A.G.K. The first letter was mine, and the second I do not know whose.' এই সম্পর্কে তাঁর আর একটি ১৭মে ১৮৩৭ তারিখের চিঠি এইগ্রন্থের চিঠিপত্র অংশে দ্রষ্টব্য।

৯ তালিকা দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৬২।

১০ তবে বেঙ্গল হরকরা ২ ও ৩রা মার্চ ১৮৪৩ সংখ্যায় রামগোপালের দুটি মারাত্মক বক্তৃতার উল্লেখ করেছে। এই বক্তৃতা রিচার্ডসনের ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রদত্ত হয়েছিল এবং ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া মন্তব্য করেছিল—'বাটাভিয়া ও সামারঙে (যবদ্বীপ) এরূপ বক্তৃতা করা হইলে বক্তাকে নিদেনপক্ষে নির্বাসন দন্ডেও দন্ডিত করা হইত।'—ডঃ যোগেশ চন্দ্র বাগল, 'জাতিবৈর' (১৩৫৩) পৃঃ ৬৩।

সাংবাদিক রামগোপাল

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসাবে সমধিক পরিচিত হয়ে উঠেছিল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা।[১] গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সম্পাদক দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (পরে দক্ষিণারঞ্জন) এই পত্রিকায় তৎকালীন উন্নতিশীল যুবমানসের খোরাক বহন করে চলেছিলেন। পরে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক এই পত্রিকা পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। রামগোপাল ঘোষও এই পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১৮ জুন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকা প্রধান রূপে বাংলাভাষা চর্চার বাহন হয়ে আসছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের বিজ্ঞাপনানুসারে এই পত্রিকা দ্বিভাষিক হয়ে পড়ে প্রধানত য়ুরোপীয়গণের কাছ পর্যন্ত তাঁদের বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে। যেমন হিন্দুদের পূজাপার্বণের ছুটির সমসাময়িক আন্দোলনকে এই পত্রিকা সমর্থন জ্ঞাপন করে। এই পত্রিকায় রামগোপাল 'সিভিস' (Civis) ছদ্মনামে রাজনৈতিক এবং এদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রায় নিয়মিত প্রবন্ধাদি রচনা করতেন। 'ভারতবর্ষের এক প্রদেশ থেকে অন্যপ্রদেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদির স্থানান্তর করিতে হইলে তখন একপ্রকার Tax বা শুল্ক দিতে হইত।' এর ফলে এই দরিদ্র দেশে অহেতুক মূল্যবৃদ্ধি ঘটত। বারংবার এই অযৌক্তিক প্রথা দূরীকরণের জন্য রামগোপাল জ্ঞানান্বেষণে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। দেশের সর্বত্র অবাধ পণ্য চলাচলের জন্য তাঁর প্রদর্শিত যুক্তি সরকার মেনে নেন এবং ঐ শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন।

শুধুমাত্র রচনাপ্রকাশ নয়, এই পত্রিকার প্রকাশ ধারাবাহিকতা সম্পর্কেও তাঁর উদ্বেগের অবধিমাত্র ছিল না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তারক চন্দ্র বসুই এই পত্রিকার সম্পাদনা সূত্রে জড়িত ছিলেন। ইনি হুগলীতে ডেপুটি কালেকটারের পদে নিযুক্ত হলে, রামগোপাল এই পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্পাদক কে হবেন সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখে গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লেখা একটি চিঠিতে এই অকৃত্রিম উদ্বেগ প্রকাশ করে রামগোপাল লিখেছেন, 'Rusik (Kristo Mullick) is coming to Calcutta. Ram Tonoo (Lahiry) is gone home. Taruck, the Principal Editor of *Gy..nanashun* has been lucky enongh to get a Deputy Collectorship of Hooghly. I wonder who will carry on the paper now.' যাই হোক, রসিককৃষ্ণের পর দক্ষিণানন্দ পুনশ্চ এর ভার গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে রামগোপাল ৯ জুলাই ১৮৩৭ তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছেন,

'MY DEAR GOBIND,
I am glad to hear you are come. I shall try to see you before long. Will you have to go back to Hooghly before you are finally settled here. I have a great deal to tell you about the *Gynanashun* which after this week will go into the hands of Babu Dukhina (Runjan Mukherjee).
This being the last time that I shall have to ask you to write in the *Gynanashun*, pray send me something good. You may pen a small article giving the particulars of Martin's conduct at Hooghly.' সম্ভবতঃ ৯ জুলাই-এর পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই রসিককৃষ্ণ জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করলে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর সম্পাদকতা করেন। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই কর্মানুরোধে তাঁকে এই ভার ত্যাগ করতে হয় এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' সম্পাদনার ভার অগোণে রামগোপালের ওপর এসে পড়ে। এই দায়িত্ব সম্পর্কে রামগোপাল ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখের একটি চিঠিতে চট্টগ্রামের সুলতানপুরে অবস্থিত বন্ধু গোবিন্দচন্দ্রকে লিখছেন—'I should mention to you before I conclude that a meeting of a few so select friends lately held in my house at the request of Babu Ram Chunder Mitter and Horo Mohun Chatterjee the present conductors of the '*Gyananasun*, to take into consideration different points connected with the management of that paper. I was requested to take up the editorial management of it. I have not yet acceded to the proposal, and I think, there are weighty reasons for declining it. I have little leisure and less ability to conduct it, and the consequence is, I will feel it to be a great bore. And unless it can be better managed than it is at present, it is not worthwhile to take it up. But after all, should the paper devolve upon my hands you may be sure to be constantly bothered by me for contributions. Infact it is the hope of being largely supplied with news by you that sometimes induces me to change my mind. And I am quite sure that I have no mofusil correspondent who will more ably and more cheerfully respond to my call.' রামগোপাল প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুপস্থিত। তবে জ্ঞানান্বেষণে তিনি নিজে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তার প্রমাণ আছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মি. চার্লস ট্রেভেলিয়ান (Charles Trevelyan) এর প্রশংসা করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, সেই সভায় রামগোপাল প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, তিনি অনেক আগেই 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় নগরকর অব্যাহতির বিষয়ে মিঃ ট্রেভেলিয়ানের প্রশংসা করে সম্পাদকীয় রচনা করেছিলেন ....**Baboo Ramgopaul Ghosh observed that he seconded Sir Charles in a small way by writing editorials in the *Guyananashun* newspaper on the subject.**[৩] রামগোপাল যে পত্রিকাটির সর্ব দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯ তারিখে লিখিত তাঁর দৈনিকলিপিতে[৪] সে সম্পর্কে লিখেছেন, **'The year is now drawing to close, and I am purporting to review the journal which I have kept during the greater part of the presen year. I find that it is pretty regularly kept up from 1st April 1839. On the 1st January 1839, the social meeting of some of my nearest and dearest friends took place at my house, and after dinner we got up and made speeches. I recollect, Hury, and Ram Tonoo Lahiry spoke on the occasion. This speechifying propensity infected me, and I knew, one thing that I urged in my speech was the importance of keeping a journal. I have subsequently been confirmed in this opinion by observing this system of watching time producing on the charac.er of two of England's best men, I allude to William Roscoe of Liverpool, and William Wilberforce, the emancipator of West Indian slaves, whose life is written by their respective sons, I have lately been reading....'**

যাইহোক, রামগোপালের আশংকাকে সত্য প্রমাণিত করে 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রাকৃতিক মৃত্যু বরণ করে নেয়।[৫]

বেঙ্গল স্পেক্টেটর

জ্ঞানান্বেষণের' প্রচার রহিত হলে রামগোপাল প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণের সহায়তায় নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। তিনি বরাবরই একটি পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করে আসছিলেন যেমন অ্যাকাডেমিক, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, এপিস্‌টোলারি অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির গুরুত্ব তিনি পূর্বাপর অনুভব করে আসছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন যে কাঠামোর আগমন অনিবার্য হয়ে পড়েছে, তার স্বরূপকে দেশীয় এবং বিদেশীয়—উভয় জাতির কাছে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। এবং সেই স্বরূপ প্রচারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল সংবাদপত্র।

সমাচারদর্পণ যখন রহিত হয়। তখনও এটিকে পুনঃপ্রকাশের জন্য তিনি আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তা যদি না করা হয়, তবে অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের কথাও তিনি ভাবছিলেন। এ-সম্পর্কে ১০ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখে তিনি বন্ধু গোবিন্দচন্দ্রকে লিখেছেন,—

My Dear Gobind,

Calcutta, 10th January, 1842.

....The necessity of establishing a paper I had long been convinced of, and I have never failed to agitate the subject on all suitable occasions, and when I heard of the extinction of the Durpan, I have viewed it in the same light as you have done, and after much discussion, we have now come to a satisfactory conclusion. On the last Tuesday evening the 7th, Tara Chand, Peary, myself met at Krishna's[৬] and we resolved upon establishing a monthly Magazine in Bengalee and English, and also the Durpan in case the receipts on account of the latter will enable us to employ a competent person versed in English and Bengalee to undertake the translations of both the papers. This important duty no one seems willing to undertake and unless we can secure an intelligent young man to devote all his time which would perhaps cost us Rs. 100, we can not venture to take up a spirit of enquiry amongst the educated natives, to revive their dying institutions such as the library, the Society for A.G.K.[৭] to arouse them from their lethergic state, to discuss such subjects as female education. the remarraige of Hindoo widows. It is in short to be our peculiar organ, The Durpan on the other hand is for the native community in general, to be easy and simple in its style not to run into any lengthened discussion on any subject—to avoid abstract questions, to be extremely cautious of awakening the prejudices of the orthodox, to give items of news likely to be interesting to the native community and gradually to extend their information, quietly to purge them of their prejudices, and open their minds to the enlightment of knowledge and civilization. It should make the

extinct Durpan its model. The two objects of the two papers are quite distinct, and though I have very inadequately expressed myself, you will perceive the difference, and I think you will concur with me as to the wisdom of the plan I have proposed. The Magazine is to appear, if possible, on the 1st proximo. Krishna, Tara Chand, and Peary are to be regular contributors. They are pledged each of them to give one article, each number. Tara Chand will also look over the articles generally, and I am to be the puppet show of an Editor, and probably an occasional scribbler. I do not think we could make a better arrangement. But unimportant as my share is in a literary point of view, it must occupy a good deal of my time and attention, and I feel that unless I am relieved in the course of 5 or 6 months by Rusik[৮] coming here as he talked of doing it, I will have to give it up[৯]....

সম্পাদক হিসাবে রামগোপালের অনবদ্য ভাবনা চিন্তা এই পত্রে বিধৃত রয়েছে। অবশ্য রামগোপালের ইচ্ছানুসারে এই নতুন পত্রিকা ১লা ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়নি। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (*THE BENGAL SPECTATOR*) নাম নিয়ে এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখিত হয়—

'অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগ বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে অহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হইলে তাহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্টের সমীপে দুঃখসমূহ নিবেদন পূর্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা। আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্ব স্ব হিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন-পূর্বক

আপনার দিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে।

পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দ্বারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্বপ্রকারে উন্নতি হয়।

আমারদিগের এমৎ আশ্বাস হইতেছে যে যাঁহারা এই অভিপ্রায় উত্তমজ্ঞান করেন তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আমরা শিক্ষিত বন্ধুগণের নিকটে এই বিনতি করি যে তাঁহারা এই পত্রদ্বারা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি করত এক বাক্য হইয়া যথাসাধ্য সৎকর্মের উদ্যোগ করুন।'১০

সম্পাদক যদিও রামগোপাল ঘোষ, তবুও এই সম্পাদকীয় তাঁরই রচনা কিনা, সাহস করে বলতে পারি না। কারণ রামগোপাল ঘোষের বাংলা রচনা আমরা পাইনি—যা পেয়েছি তা উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

যাইহোক, পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হচ্ছে যে—ইংরাজ শাসকগণ পূর্বাপেক্ষা প্রজার মঙ্গল সাধনে যত্নবান হয়েছেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বদেশ হিতৈষী হচ্ছেন এবং বিরুদ্ধ মতামত শোনার ব্যাপারে দেশের লোক আগের চেয়ে অধিক সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। সমাজের এই পরিবর্তিত অবস্থায় স্বদেশের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য তাঁরা এই পত্রিকা প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমাজ সচেতন 'স্পেকটেটর' রক্ষণশীল 'ধর্মসভাদির' সঙ্গে যেমন ধর্ম সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল কোনো চরম উগ্রতাকে অঙ্গীকার না করেই, তেমনি এর অর্থনৈতিক দৃষ্টিও ছিল উদার। জমিদার-প্রজার সম্পর্কে নিপীড়িত প্রজাদের পাশে যেমন স্পেকটেটর দাঁড়িয়েছে তেমনি, কৃষি ও শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উদার ভাবে স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গলের অনেকেই বাণিজ্যকে স্বাবলম্বনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা লক্ষ্য করেছি। সঙ্গত কারণেই পত্রিকাতেও সেই মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে।. সমাজ এবং শিল্প বিষয়েও এই পত্রিকা যথেষ্ট প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, বিদ্যাসাগর[১১] মহাশয়ের প্রায় তেরো-চৌদ্দ বছর আগে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে রচনা প্রকাশিত হয় (১ সংখ্যা ১৮৪২—পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর চরিত্র লক্ষণীয়) 'স্মৃতি শাস্ত্রে বিধবার বিবাহের নিষেধ থাকিলেও কলিযুগের তাবদ্ধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি আছে যথা মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মবিবাহের বিধি কথনান্তর শৈব বিবাহ দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়া লেখেন যে শৈব বিবাহের বয়স বর্ণবিচার নাই, অসপিণ্ড অথচ ভর্তৃহীনা স্ত্রীকে শিবের শাসনানুসারে বিবাহ করিবেক'। এবং শৈব পুত্রের বর্ণাধিকারক্রম প্রতিপাদিত আছে যথা "ব্রাহ্মী স্ত্রীর পুত্রাদি বিদ্যমানে এবং পিতা মাতার সপিণ্ড থাকিতে মৃতব্যক্তির শৈবী পুত্র ধনভাগী হইবেন না কিন্তু শৈব স্ত্রী এবং তৎপুত্রেরা ধনহারি

ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন।"—ইত্যাদি শাস্ত্রাচারের উদাহরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে স্পেকটেটরে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২]

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বেঙ্গল স্পেকটেটরের পৃষ্ঠাতেই 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জাতীয়তাবোধের' প্রথম যথার্থ উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। স্বয়ং সম্পাদক রামগোপাল যে জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। এই চেতনাই জন্ম দেয় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র। ক্ষণস্থায়ী 'স্পেকটেটর' এই মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করে জাতীয় ইতিহাসে চির উজ্জ্বল স্থান গ্রহণ করে আছে।[১৩]

১ এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র,' প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। **Suresh Chandra Moitra, Selections from Jnanannesan (Prajna, 1979)**

২ অবশ্য তারকনাথ প্রধান সম্পাদক হলেও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের নামই সম্পাদক হিসেবে পরিগণিত হত। প্রিয়নাথ কর ভুলক্রমে তারকচন্দ্র বসুর নাম 'তারকনাথ ঘোষ' হিসেবে লিখেছেন, — প্রিয়নাথ কর, রামগোপাল ঘোষ। নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৭, পৃ. ৭১৮.

৩ এ-বিষয়ে জনৈক অজ্ঞাত লেখক 'Public Speeches of R.G. Ghose and his remarks on Black Acts, together writh a brief sketch of his life' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন—'He found time also to write in Gyananeshan, a then existing diglot, a series of articles signed 'Civis' on the Indian Transit duties. Subsequently he took on himself the Editorship of the paper,—and when it ceased to live, he started another called the Spectator'

৪ R.G. Sanyal, Bengal Celebrities (Rddhi edn. 1976) pp. 169-70. ও এই গ্রন্থের চিঠিপত্রের পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।
'জ্ঞানান্বেষণের' ভার তাঁর উপর অর্পিত হলে রামগোপাল 'Inland Transit Duties' বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

৫ জ্ঞানান্বেষণকে আবার পুনর্জীবিত করার চেষ্টা হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় নিম্নবর্ণিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় — "জ্ঞানান্বেষণ পত্র পুনঃপ্রকাশ। গত রবিবাসরীয় 'জ্ঞানসঞ্চারিণী' পত্রে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইল, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র আগামী জ্যৈষ্ঠমাসাবধি শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বসু কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হইবেক, কিন্তু তাহা পূর্বের ন্যায় ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় কিম্বা শেষোক্ত ভাষায় হইবেক তাহা বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হয় নাই।"—কিন্তু মনে হয়—এই পত্রিকা আর প্রকাশিত হয় নাই।

৬ অর্থাৎ তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭ Society for Acquiring General Knowledge অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা।

৮ রসিককৃষ্ণ মল্লিক, জ্ঞানান্বেষণের কৃতবিদ্য সম্পাদক।

৯ R. G. Sanyal, Bengal Celebrities (1976) pp. 165- 67.

১০ প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ১৮৪২।

১১ বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল বিষয়ে বিস্তারিত পরে দ্রষ্টব্য—'সামাজিক রামগোপাল' অধ্যায়ে।

১২ পরে 'সামাজিক রামগোপাল' অধ্যায়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

১৩ 'ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া' The Bengal Spectator প্রথমে মাসিক পত্ররূপে প্রচারিত হয়। পাঁচমাস মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশের পর এটি পাক্ষিকপত্রে পরিণত হয় (এক্ষণে এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবেক।' —১লা সেপ্টেম্বর ১৮৪২ সংখ্যা। পর বৎসর মার্চমাস থেকে এটি সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু নভেম্বর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই এর প্রচার রহিত হয়। গ্রাহক সংখ্যার অপ্রতুলতা ও তজ্জনিত বিপুল অর্থক্ষতির কারণে প্রধানত অনবদ্য পত্রিকাটিকে অকালমৃত্যু বরণ করতে হল।

রাজনীতিক রামগোপাল

শুধুমাত্র আত্মতোষণে কোনো ব্যক্তি লোকচক্ষে সম্মানিত আসনের অধিকারী হন না। তাঁকে সংযুক্ত হতে হয় বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে, তবেই তিনি পান বরণীয় স্থান। রামগোপালের জীবন সমাজের বিবিধ কর্মে নিয়োজিত ও উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। তাঁর দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক জীবন, শিক্ষাবিষয়ে উদ্যোগ, বন্ধুবাৎসল্য—ও বিচিত্র সমাজ হিতৈষণা আজকের বাঙালী তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কারণে বিস্মৃত হয়েছে প্রথমে আমরা দেশপ্রেমিক রামগোপালকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ডিরোজিওর সান্নিধ্য রামগোপাল ও তাঁর বন্ধুদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলেছিল। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনেই তাঁর বক্তৃতাশক্তির বিকাশ ঘটে। কিন্তু অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা বা এপিস্টোলারি অ্যাসো-সিয়েশনে তাঁদের জ্ঞানচর্চা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সংপৃক্ত ছিল না। সেই সুযোগ প্রথম এল বেঙ্গল স্পেকটেটর সম্পাদনার সূত্রে। বলা বাহুল্য এই রাজনীতিবোধ দলপুষ্টি বা মতবাদ সমর্থনের পথ বেয়ে আসেনি, নির্ভেজাল দেশপ্রেম ও সমাজ হিতৈষণাই ছিল এর প্রেরণাস্থল। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' এই উদ্দেশ্যই সাধন করছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলন্ডের প্রখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনকে[১] এদেশে সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে, ১১ জানুয়ারি ১৮৪৩ তারিখে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সদস্যগণ একটি সভা আহ্বান করে টমসনকে অভিনন্দন জানালেন রামগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে টমসন্-এর এই প্রথম আবির্ভাব।[২] এর পর শ্রীকৃষ্ণসিংহের বাগানবাড়ী ও অন্যত্র টমসন বক্তৃতা দান করতে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীদের কাছে একটি সভাস্থাপনের প্রস্তাব করেন। রামগোপাল ঘোষের গৃহচিকিৎসক এবং প্রখ্যাত ডাক্তার দ্বারিকনাথ গুপ্ত এই প্রকার সভা স্থাপনের জন্য তাঁর ফৌজদারী বালাখানা স্থিত বাড়ীটি ছেড়ে দিলেন। টমসন্ ও কব হ্যারী এখানে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে ২০ এপ্রিল ১৮৪৩ তারিখে ফৌজদারী বালাখানা গৃহে জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হল। এই সভার অনুমোদন ক্রমে স্থাপিত হল, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সূতিকাগার।

টমসন্ সভাপতি। অন্যান্য কিছু ইংরেজও উপস্থিত। কিন্তু এদিনের সভায় নব্যবঙ্গীয়গণই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সভাপতি টমসন্ তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে সভার জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে আমন্ত্রণ জানালে তারাচাঁদ বলেন[৩]

'That a society be now formed and denominated 'The Bengal British India Society', the object of which shall be the collection and dissemenation of information relating to the actual condition of the people of British India, and the Laws, Institutions, and the resources of the country ; and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects.'

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন চন্দ্রশেখর দেব। ফলে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল। প্রস্তাবটির পক্ষে রামগোপাল ঘোষও একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন।[৪]

'That the society shall adopt and recommend such measures only, as are consistent with pure loyalty to the person and Government of the reigning Sovereign of the British Goverment and the laws of the country.

'He had himself within the last day or two been reported to have said, that the Mahamedan Government was superior to the English. So far this being the sentiment of his mind, or the meaning of his words, he desired nothing more sincerely than the perpetuity of the British sway of this country. He had referred to the comparative liberality of the Mahamedans in the distribution of the higher offices connected with the civil administration of the country. It was, therefore proper, once for all, and especially at the commencement of their operations, to declare that they were attatched to the British Government and would strictly observe the laws and regulations of the country'.

উক্ত সভাতে সভার দায়িত্ব প্রথমে অর্পিত হয় তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের ওপর। শেষোক্ত ব্যক্তি সভার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি নির্বাচিত হন জর্জ টমসন। আরও একজন এই সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন—তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। টমসন ব্যতীত আরও তিনজন ইংরেজ সভার সদস্য হিসাবে গৃহীত হন। বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষ বাহিত হয়ে যে দেশপ্রেম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে বিশ্ব মানবতাবোধকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিল, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি সেই

দেশপ্রেমের প্রচারে রতী হয়েছিল। খেয়াল রাখতে হবে, এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ ভাবনাকে সম্পূর্ণ পরিহার করার উপযুক্ত পরিবেশ গঠিত হয়নি। কিন্তু বিজয়ী এবং বিজিত যুগ্মভাবে যে দেশপ্রেমের চর্চা করতে এগিয়ে এসেছে, তাও কম যুগান্তকারী নয়।

এইদিনের সভার একটি প্রতিবেদন রামগোপাল সম্পাদিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকার ২য় খণ্ড ১২ সংখ্যায় (২৫ এপ্রিল ১৮৪৩) প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি লিখেছিল—"....২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ফৌজদারী বালাখানার ৩১ নং ভবনে সাধারণ সভা হইয়াছিল ; মেস্টর জর্জ টমসন সভাপতি.। সভাপতির কিঞ্চিত বক্তৃতানন্তর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা সকল ধার্য্য হইল।

মেস্টর জি টি এফস্পিড্ সাহেবের প্রস্তাবে বাবু রামচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় ধার্য হইল যে :

১। ভারতবর্ষের যদ্রূপ অবস্থা এবং এতদ্দেশের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এবং ইংলন্ডীয় লোকদিগের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে এই সভার মতে অত্যত্র ব্যক্তিদিগের সাধ্যানুসারে স্বদেশের সদবস্থা ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্তব্য।

ক্রো সাহেবের প্রস্তাবে বাবু মধুসূদন সেনের পোষকতায় ধার্য হইল যে :

২। এতৎ সভার মত এই যে পৃথক্‌ ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ি রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল. ইহাতে জাতি, ধর্ম, জন্মভূমি এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবেক না, সর্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তির প্রস্তাবে বাবু চন্দ্রশেখর দেবের পোষকতায় ধার্য হইল যে :

৩। এই সভার নাম বেঙ্গল ব্রিটিস ইন্ডিয়ান সোসাইটী রহিল ইহাতে ভারতবর্ষের লোকদিগের অবস্থা, ব্যবস্থা, এবং দেশের উপায় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সকলের অনুসন্ধান করিয়া তাবৎ ব্যক্তিকে অবগত করান যাইবেক এবং সভ্যেরা আইনানুসারে লোকের মঙ্গল, অবস্থার উৎকৃষ্টতা এবং ভিন্নভ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের কুশল চেষ্টা করিবেন।

বাবু রামগোপাল ঘোষের প্রস্তাবে বাবু শ্যামাচরণ সেনের পোষকতায় ধার্য হইল যে :

৪। এই সভার সভ্যেরা রাজ্যবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলন্ডীয় রাজার আইনের সবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে বাবু রামগোপাল ঘোষের পোষকতায় স্থির হইল যে :

৫। যে সকল ব্যক্তিরা বয়ঃপ্রাপ্ত অথচ কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা যদি স্বভার নির্বাহার্থ সাহায্য করেন এবং উপরিলিখিত প্রস্তাব সকল অন্তঃকরণ সহিত গ্রাহ্য করেন তবে এতৎ সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

মেটকাফ সাহেবের প্রস্তাবে বাবু প্রাণকৃষ্ণ বাগ্‌চীর পোষকতায় ধার্য হইল যে ঃ

৬। নিম্নলিখিত কমিটী উপরিউক্ত প্রস্তাবের মর্মানুসারে সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ এক পত্র, এবং সভার কর্মকারির তালিকা, ও কার্য নির্বাহের নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া ৪মে বৃহস্পতিবার রাত্রির সাধারণ সভাতে উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র।

অনন্তর সভাপতিকে সভার ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। সভাপতিও সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার জানাইয়া কহিলেন, আমার প্রার্থনা এই যে সভার অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, আর আমি এদেশেই থাকি অথবা দেশান্তরেই অবস্থান করি সর্বদা এতদ্দেশের মঙ্গল চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকিব।

যে২ মহাশয়েরা এই সভার সভ্য হইতে বাসনা করেন আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা কমিটীর নিকট স্ব২ নাম প্রেরণ করুন, আমরা অনুমান করি যদবধি সভার কর্মকারক নিযুক্ত না হয় তদবধি কমিটী সভা সম্বন্ধীয় পত্রাদি গ্রহণ করিবেন।'

অন্যান্যদের সঙ্গে রামগোপাল ছিলেন এই সোসাইটির প্রাণপুরুষ স্বরূপ। তাঁর বক্তৃতায় ফৌজদারী বালাখানা কম্পিত হত, আলোড়িত হত দেশপ্রেমী বঙ্গীয় যুব হৃদয়। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই লিখেছেন,—"ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজ্রনির্ঘোষে উত্থিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন শ্রীরামপুরস্থ পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' (Friend of India)৭ একবার লিখিলেন—'এখন দুই দিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে বালা হিসারে ও কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানাতে।" আসলে এটি পরিহাসমূলক উক্তি, কিন্তু উলঙ্গ সত্য। ২০ নভেম্বর ১৮৪৩ তারিখে যখন 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' শেষ সংখ্যা প্রকাশ করে অকালমৃত্যু বরণ করল, তখনও এই পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল—'এ দেশবাসী দ্বারা কোন মঙ্গল কার্য করান যে কতখানি অসম্ভব তার প্রমাণ টম্‌সন এদেশে থাকতে থাকতেই পেয়ে গেলেন।'

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি দীর্ঘজীবী হয়নি। এর প্রধান কারণ ছিল এর উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার মতো মানসিকতা তৎকালীন শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে গ'ড়ে ওঠেনি। এ-ছাড়া এর নেতাগণও বিভিন্ন কার্যে মনোযোগ দেওয়ায় এর ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য সমিতির আবির্ভাবে এর প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি মিশে গেল সেই নবাবির্ভূত সমিতির সঙ্গে। তার ইতিহাস পৃথক।

কিন্তু রামগোপাল ঘোষ যে আলোড়ন এই সমিতির মঞ্চ থেকে প্রচার করতে লাগলেন, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূর প্রসারী।৮ ব্যক্তিগতভাবে রামগোপাল বক্তা হিসাবে

নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তাঁর তৎকালীন সমাজ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন তার বিশ্বাস ও আস্থা। একটা বিষয় বিশেষ স্মরণীয় যে তাঁর বন্ধুগণের মধ্যে রামগোপালের চেয়ে হয়তো বড়ো দেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু রামগোপালের যুক্তি বন্ধুপ্রীতির দ্বারা আবিল ছিল না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ১১ এপ্রিল ১৮৪৩ তারিখে টাউন হলে 'কলিকাতা নগরবাসী কর-দায়ক দিগের' যে সভা হয়েছিল তাতে 'রামগোপাল ঘোষ সভাপতির প্রার্থনায় কমিটীর কৃত নগরীয় কার্য নির্বাহের নিয়ম পাঠ করিলেন।' এর পর 'বাবু শ্যামাচরণ সরকার রেমফ্রি সাহেবের কৃত নিয়মের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ পাঠ করিলেন।' এবার রামগোপাল তার ব্যক্তিগত বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি Citizen Committee-এর 'কার্যনির্বাহ নিয়ম' এবং রেমফ্রি-কৃত নিয়মের অন্ধ সমর্থক না হয়ে সমালোচনা করলেন নির্ভীক ভাবে। তিনি বললেন—'যে নগরীয় কার্য নির্বাথর্ক কমিটীর কৃত ধারা এবং রেমফ্রি সাহেবের দ্বারা প্রস্তুত উক্ত কার্যের নিয়ম বিবেচনা করিলে এই বোধ হইবেক যে উক্ত ধারাতেই একটা আপত্তির বিষয় আছে অর্থাৎ ঐ দুই ধারাতে সম্মতিদান বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান্ লোকের উল্লেখ থাকাতে অনেকের শক্তি নষ্ট করা হইয়াছে।' এই নিয়ে সভায় 'বিস্তর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং রামগোপালের দৃঢ় মতকে খন্ডন করতে না পেরে 'শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং চন্দ্রশেখর দে বাবুর পোষকতায়' স্থির হয় যে 'অদ্যাবধি একমাস পর্যন্ত এতদ্বিষয় স্থগিত থাকুক'।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটিতে রামগোপালের বক্তৃতাশক্তির যে স্ফুরণ হয় তা এখন থেকে মূলতঃ স্বদেশের হিতচিন্তায় নিবেশিত হল এবং তাঁর যুগান্তকারী বক্তৃতা সমূহের দ্বারা স্বদেশ-সমাজ এবং বিদেশী শাসকমন্ডলী আন্দোলিত হতে থাকলেন। শ্রেষ্ঠ বাগ্মীর মহৎকর্তব্যই হচ্ছে নিপীড়িত মানব সমাজের দাবীসমূহকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া এবং রামগোপাল সেই পবিত্র দায়িত্ব পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তাঁর মহামূল্য বক্তৃতাবলী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সঙ্কলনকর্তা সংগ্রহ করে রেখেছেন। বর্তমানে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। সেকারণে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁর সেই যুগান্তকারী বক্তৃতাবলী পুনঃসংকলিত হয়েছে। পাঠক সেগুলি পড়লেই তাদের উপযোগিতা এবং সারবত্তা অনুধাবন করতে পারবেন। আমরা রামগোপালের রাজনীতিক ধ্যানধারণার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরবার জন্য সেই সব বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করছি।

এমিলি ইডেনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা লর্ড অকল্যান্ড এবং মিঃ এলেনবারো — পরপর এই দুই গভর্ণর জেনারেলকে তাঁদের কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা recall করে। এর পর বহু যুদ্ধের বিজয়ী নায়ক কীর্তিত বাহু হেনরি হার্ডিঞ্জ এলেন গভর্ণর জেনারেল হিসাবে। প্রায় চারবছর প্রতাপের সঙ্গে

রাজ্যশাসন করে তিনি বিদায় নেবার প্রাক্কালে বলেছিলেন—'It will not be necessary to fire a gun for seven years' শাসক হার্ডিঞ্জের আরও একটা বড়ো পরিচয়ের সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত সাধারণ পরিচিত হতে পেরেছিলেন—সে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক উদার নীতি। তাঁর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের Education Resolution পাশ তাঁকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়—মহাবিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা তাঁর কীর্তি-সমূহের অন্যতম।

এইসব নানাকারণে তাঁর ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে তাকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য ২৪ ডিসেম্বর ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে টাউন হলে কলকাতাবাসীগণ এক মহতীসভায় মিলিত হন। হার্ডিঞ্জকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হবে তার খসড়া আগে থেকেই রচনা করে রেখেছিলেন ব্যারিষ্টার হিউম (Hume), জেমস্ উইলিয়ম কল্ভিল (James William Colville), টমাস টারটন (Thomas Turton) প্রভৃতি এদিনের সভার মুখ্য ইংরেজ উদ্যোক্তাগণ। শোনা যায়, এই খসড়াটি মিঃ হিউমের রচনা ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের কৃত খসড়াটিই সেদিন তাঁরা সভায় পাশ করিয়ে নেবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এককালে হার্ডিঞ্জ তাঁকে 'সর্বার্থ সংগ্রহ' গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি ঐ খসড়াটি আলোচনার সূত্রে মন্তব্য করলেন 'ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে হার্ডিঞ্জের বিশিষ্ট অবদানের কথা খসড়াটিতে কিছুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই ; এর উল্লেখের একান্ত প্রয়োজন ছিল।' তাঁকে অনতিবিলম্বে সমর্থনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন প্রাচ্যের বার্ক রামগোপাল ঘোষ—'রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।' সভায় যেন বজ্রনিক্ষেপ হল। ইংরাজ পুঙ্গবগণ চটে লাল। মিঃ হিউম চীৎকার করে বলে উঠলেন—পাদ্রী ব্যানার্জি যেন তাঁর প্রস্তাব লিখিত আকারে দেন। কৃষ্ণমোহনের বাড়ী ফেরার তাড়া ছিল—তাড়াতাড়িতে তাঁর লিখিত প্রস্তাবের বাঁধুনি পোক্ত হল না। তাই নিয়ে সাহেবদের হাসাহাসির অন্ত রইল না। সেই হাসি তরুণ রামগোপালের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। তিনি বললেন একজন অ-ইংরেজির পক্ষে ইংরেজি না জানাটা অপরাধের বিষয় নয়। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল প্রস্তাবের যৌক্তিকতা। প্রস্তাবটি যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করে নিলে সভার উপস্থিত কৃতবিদ্য ইংরেজদের কেউ না কেউ এটাকে উপযুক্ত ইংরেজিতে প্রকাশ করে দিতে পারবেন—Some one among the crowd of Englishmen would be ready to clothe the idea in proper English'. হিউম হয়ে গেলেন লবনাক্ত জলোকার মতো। এবং জেমস উইলিয়ম্ কলভিল (পরে স্যার, অ্যাডভোকেট জেনারেল) তখনি যেচে খসড়াটি মেজেঘসে উজ্জ্বল করে দিলেন। সভায় ঠিক হল এই প্রস্তাবের বিশেষ অনুচ্ছেদটি মূল খসড়ায় সংযুক্ত হবে।

এই প্রস্তাবটি যে রামগোপাল নিজেই লিখে দিতে পারতেন না, তা নয় একজন ইংরেজকে দিয়েই এটি লিখিয়ে নিয়ে সভায় তিনি দ্বিতীয়বার বাজিমাৎ করলেন। আলোচনা সূত্রে রামগোপাল শিক্ষানুরাগী হার্ডিঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আরও একটি প্রস্তাব সভায় পেশ করলেন স্যার টমাস টার্টনের একটি প্রস্তাবের পিঠে। টার্টন যখন 'proposed the resolution of obtaining a service of plate for Lord Hardinge himself, and a portrait of him for the Town Hall', তখন রামগোপাল পুনশ্চ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন—তিনি আর একবার উঠে দাঁড়ালেন কারণ হার্ডিঞ্জের চেয়ে ভালো বড়লাট কেউ আসেননি ভারতে একথা তিনি বলতে চান না, তবে হার্ডিঞ্জ যে একজন ভালো লাটসাহেব একথা নিশ্চই সবাই স্বীকার করবেন এবং সেজন্য তাঁর একটা প্রতিমূর্তি স্থাপনই হবে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ — 'And surely a mere piece of plate and a picture are not enough'. তাঁর যুক্তিতে সভাস্থ সকলে প্রশংসায় ফেটে পড়লেন এবং কর্ণেল রামসে (Colonel Ramsay) প্রস্তাবটি সমর্থন করলে মূর্তিনির্মাণের প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

প্রধানতঃ রামগোপালের এই উদ্যোগেই গড়ের মাঠে হার্ডিঞ্জের একটি মূর্তি স্থাপিত হয়।[৯] ডেভিড হেয়ারের মূর্তি স্থাপনেও তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন (এ বিষয়ে পরে আলোচনা করেছি)। হার্ডিঞ্জের স্মৃতিসভায় রামগোপালের ভূমিকাকে লক্ষ্য করেই পরদিন জন বুল (John Bull) এর মতো রক্ষণশীল সংবাদপত্র পর্যন্ত মন্তব্য করেন 'A Demosthenes has appeared on the Indian Platform. A young Bengalee has floored three such Barristers as Turton, Dickens and Hume.' সেই থেকেই বাগ্মী রামগোপাল স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় ডিমাস্থিনিস নামে পরিচিত হয়ে গেলেন।

হার্ডিঞ্জ স্মৃতি সভায় রামগোপালের বক্তৃতা খ্যাতি বহন করে আনলেও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Charter Meeting-এ প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা হিসাবে বিশেষ চিহ্নিত করল। স্যার চার্লস উড (প্রথম ভারত-সচিব বা Secretary of State এবং তৎকালে বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি) এসময়ে একটি খসড়া বিল আনেন। এই বিলে ভারতীয়দের ব্যাবস্থাপক সভা বা সিভিল সার্ভিসে অনুপ্রবেশ এবং এদেশীয় বিচারকগণের মাহিনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো উল্লেখই ছিল না। সমগ্র ভারতবাসী এ বিলের এই বৈষম্যমূলক আচরণে প্রতিবাদ মুখর। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই টাউনহলে কলিকাতাবাসী এদেশীয়গণ সমবেত হয়েছিলেন তারই প্রতিবাদে একমহতী সভায়।[১০] সমগ্র টাউনহল ভীড়ে ভীড়ে একাককার। প্রায় দশসহস্র লোকের এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রাধাকান্ত দেব বাহাদুর (১৭৮৪-১৮৬৭)। প্রধান বক্তা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের অন্যতম সদস্য স্বয়ং রামগোপাল। বক্তৃতা অন্তে সভাপতি রাধাকান্ত কৃতজ্ঞতায় রামগোপালকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। টাইম্‌স্ এবং অন্যান্য বিদেশী পত্রিকা রামগোপালের বক্তৃতার প্রশংসায় মুখর হয়েছিল। M. P. সমেত বহু ব্রিটনবাসীর সম্বর্ধনা পেয়েছিল এই বক্তৃতা। অনেকে সংবাদপত্রে রামগোপালের বক্তব্যকে সমর্থন করে পত্রাদিও রচনা করেছিলেন।

নিমতলা শ্মশানঘাট বিষয়ক বক্তৃতাটিও এ-প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুর সামাজিক উন্নতি বিষয়ে রামগোপাল কতোখানি তৎপর ছিলেন এই বক্তৃতা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি নিমতলা শ্মশানঘাটটিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করে। সরকারের মতে (১) শ্মশানে জীবজন্তুদের চামড়া অপসারণ অনুচিত ; (২) মৃতদেহ গঙ্গায় নিক্ষেপ অস্বাস্থ্যকর এবং (৩) নিমতলা শ্মশানঘাট সৎকার স্থান হিসাবে উপযুক্ত নয়। প্রথম দুটি যেহেতু স্বাস্থ্য-বিধি সম্পর্কিত, সেইহেতু রামগোপাল সেই যুক্তি সমর্থন করেন। কিন্তু নিমতলা শ্মশানঘাটকে একেবারে তুলে দেওয়ার সরকারী যুক্তিতে তিনি প্রবল আপত্তি জানালেন। তাঁর মতে আইনানুসারে একটি শ্মশানভূমি বন্ধ করতে হলে অন্যত্র তার বিকল্প চাই তাছাড়া শবদেহ দাহকালে গোলমাল সৃষ্টি করে সরকার কি মৃতদেহের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন না ? তাছাড়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা কলিকাতা কর্পোরেশন আইনেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। তিনি বললেন—'Personally I have the highest respect for the present Lieutenant Governor and I believed if he were aware how objcetionable is the proposed order in a Hindu point of view, how wounding and exasperating it must be to all who believe in the sanctity of the holy river he would be for from wishing to enforce that order....'। হৃদয়ের আবেগকে যুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন—'Sir I care not where my body may be burned after death but I consider it my duty to stand up here on behalf of the vast majority of my countrymen who would feel it to be a dire calamity if the prospect so reverentially contemplated of their bodies, being disposed of on the banks of the Hooghly were lost to them.' প্রধানতঃ তাঁর এই বক্তৃতার ফলেই নিমতলা শ্মশানঘাট বিলোপের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। যন্ত্রসাহায্যে হিন্দুর শবদাহপ্রথা প্রবর্তিত করার প্রস্তাবে তদানীন্তন সরকার Calcutta Justice দের যে সভা আহ্বান করেন তাতে বক্তব্য রাখার জন্য হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন রামগোপাল। সব কথা শুনে তাঁর মা তাঁকে নাকি বলেন—'রাম, তুমি থাকতে আমি গাদার মড়া হয়ে পুড়ব ?' রামগোপাল তখন তার প্রতিবাদে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।

পিতৃভূমি বাগাটিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি যাতে সরকারী সাহায্য পায় সে বিষয়ে

রামগোপাল একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা এই বক্তৃতাটিকে 'a masterpiece of oratory' আখ্যা দেন। রামগোপালের অন্যান্য বক্তৃতাবলীর মধ্যে Lieutentant-Governor Sir Frederick Haliday কর্তৃক পার্লামেণ্ট নিযুক্ত কমিটির নিকট এদেশীয়গণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের তীব্র প্রতিবাদ যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি উল্লেখযোগ্য ভারতেশ্বরী হিসাবে ভিক্টোরিয়ার রাজ্যগ্রহণে আনন্দসূচক সভায় তাঁর বক্তৃতা। শেষোক্ত বক্তৃতাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই বক্তৃতার প্রসঙ্গে জড়িত রয়েছে ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের প্রসঙ্গ। একথা সত্য যে অনেক ঐতিহাসিকের মতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ. কিন্তু তৎকালীন নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে এই যুদ্ধ তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে পারেনি। পরন্তু তৎকালীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই যুদ্ধে তৎকালীন সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। এই সমর্থন, স্পষ্ট করে বলা দরকার, ব্রিটিশ সরকারের তোষামোদের জন্য নয়, ভারতের ভাবী বনিয়াদকে শক্ত করে তোলার জন্য। কারণ সরকারকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের দেশপ্রেমে কিছুমাত্র ন্যূনতা ছিল না। সে কারণে যুদ্ধ-অন্তে ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভে তাঁরা আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক-মূলক আনন্দসূচক সভায় রামগোপাল সেই বুদ্ধিজীবী মহলের বক্তব্যেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন[১১] পূর্বে তিনি ২৪ মে ১৮৫৭ তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রাজানুগত্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি তরুণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে। যুদ্ধকালেও তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়ের সহযোগে গঠিত একটি যুদ্ধ-দুর্গত ত্রাণ কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন।[১২]

বক্তা রামগোপালের ওজস্বিনী বক্তৃতার কোনো যান্ত্রিক রেকর্ড নাই। কিন্তু তাঁর বক্তৃতাবলীকে মুদ্রিত আকারে ধরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটি ক্ষেত্রে রামগোপাল বক্তৃতার দ্বারা প্রতিবাদ না করে স্বয়ং লিখিতভাবে তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিখ্যাত পুস্তিকাটি "A Few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' নামে পরিচিত। ১৮৪৯-৫০ সনে জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন বড়লাটের শাসন পরিষদে চারটি আইনের খসড়া উপস্থাপন করেন। প্রথম দুটি বিল ২৬ অক্টোবর ১৮৪৯ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিল দুটি যথাক্রমে ২৬ জানুয়ারি ১৮৫০ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫০ তারিখে পেশ করেন। খসড়াগুলির মূল বক্তব্য ছিল—বিচার ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং সরকারী কর্মচারীদের আইন সঙ্গতভাবে বেসরকারী ইউরোপীয়দের আক্রমণ থেকে সংরক্ষণ। বেথুনই যে প্রথম এ-বিষয়ে সচেতন হলেন, তা নয়। বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রথম আইন সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে বিচার ব্যবস্থার অসাম্য দূরীকরণের জন্য ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের একাদশ

আইন বিধিবদ্ধ করান। তখনই ইউরোপীয়গণ এই আইনকে 'কালাকানুন' বা Black Acts নাম দেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও বেথুনের প্রস্তাবিত খসড়াগুলি পাঠ করে ক্রোধোন্মত্ত এদেশীয় ইউরোপীয়গণ এই আইনকে 'কালা আইন' বা Black Acts নামে আখ্যাত করলেন। রামগোপাল ঘোষ বিচার ব্যবস্থায় এই প্রার্থিত সাম্যতাকে সমর্থন করে তাঁর উক্ত নামীয় পুস্তিকাটি প্রচার করেন।

এই পুস্তিকা রচনার যে কারণ রামগোপাল প্রকাশ্যত তাঁর পুস্তিকায় ঘোষণা করেছেন, তা উদ্ধারযোগ্য। বেথুন প্রস্তাবিত বিল চতুষ্টয়ের প্রথম তিনটির কথা তৎকালীন সরকার সরকারী গেজেটের ৩১ অক্টোবর ১৮৪৯ এবং 'An Act for protection of Judicial Officers' নামক চতুর্থটির কথা ২১ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর প্রতিবাদকল্পে এদেশীয় ইউরোপীয়গণ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর টাউনহলে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে বিলাতে খবর পৌঁছয় যে, ইউরোপীয়গণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে রামগোপালের নেতৃত্বে একশ্রেণীর ভারতীয় মুখর হয়ে উঠেছেন। রামগোপাল এই সূত্রের উল্লেখ করেই এই পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি লিখেছেন 'while the British public in Calcutta was thus excited and agitated, a report got abroad the natives were getting up a counter memorial in support of the "Black Acts". My humble name was signed out as chief instigator of this movement, and as might have been expected under such circumstances, improper and unworthy motives were recklessly attributed to me" যেহেতু রিপোর্টের লেখক রামগোপালের মতামত জানেন না, সেই হেতু তিনি এই পুস্তিকায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। ব্রিটিশদের আন্দোলনকে স্তিমিত করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তবে দেশবাসীকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মতো বিচক্ষণ রাজনীতিকের মতামত জ্ঞাপনের একটা তাগিদও তিনি অনুভব করেছিলেন। কারণ তাঁর মতো ব্রিটিশ-ঘনিষ্ঠ এদেশীয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। তাঁদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অবশ্যই আছে। কিন্তু 'So long as that cause does not interfare with the happiness and prosperity of my own brethren of the soil'[৩৫] Black Act কে সমর্থন এবং 'Own brethren of the soil'-এর স্বার্থরক্ষা তাই এক আশ্চর্য দেশপ্রেমের প্রতিভূ হয়ে রামগোপালকে স্বদেশের চোখে অনেক উন্নীত করে তুলেছিল। রামগোপালের স্বদেশ প্রেমের আরও একটি স্মরণযোগ্য উদাহরণ সরকারী খেতাবের প্রতি তাঁর অনীহায় বিধৃত। ছোট আদালতে দ্বিতীয় জজের পদ গ্রহণের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার দুহাজার টাকা মাসে দেবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পাছে 'নুন খেয়ে গুণ গাইতে হয়?—সেজন্য আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রামগোপাল অবলীলাক্রমে সেই সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

এবং এরই ফলে তাঁকে Agri-Horticultural Society[১৪] এর সহ সভাপতির পদ থেকে বিতাড়িত হতে হল। প্রতিবাদে সিসিলি বীডন এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালও পদত্যাগ করলেন।

রামগোপাল প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতাবলী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক টীকা আমরা বক্তৃতাবলীর টীকাতে নিবন্ধ করেছি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গত কারণেই লিখেছিলেন—'মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।'[১৫] এবং মি. কটন বলেছিলেন—'He was the first Bengalee to systematically advocate and pursue public agitation for the redress of public grievances'.

বিলাতে রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের চিঠিপত্র অংশ দ্রষ্টব্য।

১ টমসনের জন্ম ইংলন্ডে লিভারপুলে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। স্বয়ং শিক্ষিত এই মানুষটি ইংলন্ডের উইলবারফোর্স ও অন্যান্য সমাজসেবীদের সহযোগে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করেন। তাঁর এই সংস্কারমুখিতা ভারতবর্ষেও এসে সাড়া জাগালো। টমসন এদেশে এসে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করতে লাগলেন।

২ Rai Jogneswar Mitra Ed. Speeches by George Thomson (1895) P. I.

৩ তদেব, পৃ. ১৬০

৪ বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড পৃ. ৬০৫

৫ Thundering at Fouzdari Balakhana

৬ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৭) পৃ. ৪৮

৭ মিঃ হিউম Star পত্রিকায় ঠাট্টাকরেছিলেন The mighty Ramgopal বলে; আর হিন্দু প্যাট্রিয়টে কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতিচারণা করেছিলেন—'Balakhana Hall, where used to be gathered the flower of Indian youths, resounded with his eloquence ..'

৮ দ্রষ্টব্য বেঙ্গল স্পেকটেটর, ১৭ এপ্রিল ১৮৪৩ (২য় খণ্ড ১১ সংখ্যা) বিনয় ঘোষ কৃত সংকলন)।

৯ বর্তমানে এটি অপসারিত হয়েছে।

১০ Report of the proceedings of a Public Meeting of the Native Community held in the Town Hall on Friday, the 28th July, 1853.

১১ J. K. Majumder (ed) Indian speeches and Documents on British Rule, 1821-1918 P pp 76-78

১২ ফেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৬ জুলাই ১৮৫৭ সংখ্যা।

১৩ তাঁর এই পুস্তিকা পড়ে Dr John Grant তো বিশ্বাসই করেননি, একজন Native -এর কলম থেকে এই কথা বেরিয়েছে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই।

১৪ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী কর্তৃক এই সভা স্থাপিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল এই সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলীতে এর শাখা স্থাপিত হয়। রামগোপালের বিতাড়ন থেকে ভারতীয়গণ তাঁদের অসহায় অবস্থাটি ভালভাবে বুঝতে পারেন এবং রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনে তাঁদেরকে প্রেরণা দেয়।

১৫ দ্রঃ বঙ্কিমরচনাবলী, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ।

শিক্ষাবিদ্ রামগোপাল

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে, রামগোপাল অন্তরঙ্গে তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই সেই শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি। ফলে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি এ দেশীয় নব শিক্ষাপদ্ধতির একজন উৎসাহী সমর্থক হয়ে পড়েছিলেন। য়ুরোপীয় আদর্শে এদেশে পাঠশালা স্থাপনে প্রভূত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সেকালে জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন যখন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী হলেন তখন তিনি এদেশীয় যে ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম পরামর্শ করেছিলেন তিনি এই রামগোপাল ঘোষ।

ট্রিনিটি কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র বেথুন বিলেতে থাকতেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার দুরবস্থা তাঁকে খুবই চিন্তিত রাখত। মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে একমাত্র উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা—একথাই বেথুনের মনে হত বার বার।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বেথুন ভারতে এলেন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন লীগাল মেম্বার হিসেবে। পদাধিকার বলে তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিও হলেন। এই কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন রামগোপাল। বেথুন কলকাতায় এসেই সবিশেষ পরিচিত হলেন তাঁর সঙ্গে। কথায় কথায় এদেশে মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপনে বেথুনের মনোগত ইচ্ছা বেথুন রামগোপালকে জানালেন। রামগোপাল সেই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করে বন্ধুবান্ধবদের কাছে বেথুনের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে লাগলেন। রামগোপাল বেথুনকে নিয়ে বন্ধুদের কাছে একাধিকবার গেলেনও। সব শুনে তাঁরা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য, এমনকি বাড়ির মেয়েদের পড়াশুনোর জন্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

রামগোপালকে নিয়ে একদিন বেথুন ৫৬, সুকিয়াস্ট্রীট-এ দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়) বাড়িতে গেলেন। দক্ষিণানন্দ বাড়ীতে ছিলেন না। ফিরে এসে বেথুনের সঙ্গে দেখা করলেন এবং নিজের বৈঠকখানা ঘরটিতেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলেন। পরে মির্জাপুরে সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি দিলেন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও সাহায্যের হাত বাড়ালেন। তাঁর কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা সমেত একুশটি মেয়ে পড়ুয়াকে নিয়ে ৭ই মে ১৮৪৮ তারিখে বিদ্যালয়টি Calcutta Female School[১] নামে প্রতিষ্ঠিত হল।

এই প্রসঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা লিখলেন:

বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ই বৈশাখ [এপ্রিল ২৩] সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু

শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধব দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়দিগের সহিত পরামর্শ পূর্বক স্বীকৃত হইলেন তাঁহার দিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন এবং তৎপরে সোমবারে [এপ্রিল ৩০] ঐ সকল আত্মীয়গণকে লইয়া যাইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎসময়ে শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেব ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইকালে পরামর্শ ধার্য করিয়া গত সোমবারে [মে ৭] বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন।' মে ১০ ১৮৪৯ সংখ্যা।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে ২১ জন মেয়ে বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হলেন ছাত্রী হিসেবে তাঁদের মধ্যে রামগোপালের কন্যাও (হেমলতা ?) ছিলেন।

কিছুদিন পরে লর্ড ডালহৌসীকে (তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল) বেথুন মার্চ ২৯, ১৮৫০ তারিখে যে চিঠি দেন তাতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে রামগোপাল ঘোষের সহায়তা উল্লেখ করে লেখেন—'The three natives to whom I desire especially to record my gratitude for their assistance are Baboo Ram Gopal Ghose, the well-known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me my first pupils...'

অবশ্য আমি বিস্মিত হই অন্য কারণে। কেন বেথুন তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় রামগোপাল ঘোষের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন না। শুধু 'Some of my friends' উল্লেখ আমার কাছে পর্যাপ্ত মনে হয়নি। এমনকি এই বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীতে অপরাপর বাঙালীরা থাকলেও রামগোপাল একেবারে অনুপস্থিত।

একথা মনে করার কিছুমাত্র কারণ নেই যে বেথুনের সাহচর্যেই রামগোপালের মনে শিক্ষাবিস্তারের সদিচ্ছা জাগরূক হয়। বরং এর বিপরীতটাই সত্য। রামগোপালের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আগ্রহ দেখেই তাঁকে এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য করা হয়[২] এবং বেথুন সেকারণে তাঁর কাছে স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে রামগোপালের আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক আগেই ১৮৪২ সালে। হিন্দুকলেজের যে যে ছাত্র স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করতে পারবেন, রামগোপাল তাঁদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে সোনার ও রুপোর পদক দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রথমবারের পুরস্কার দুটি পেয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

আসলে ছাত্রদের পারিতোষিকদানে উৎসাহিত করার যে প্রচেষ্টা দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম গ্রহণ করেন, রামগোপাল সেই পথই অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। ভোলানাথ বসু, সূর্যকুমার চক্রবর্তী (পরে গুডিভ চক্রবর্তী), দ্বারকানাথ বসু এবং

গোপাললাল শীলকে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাবার যে প্রস্তাব দ্বারকানাথের কাছে ডাঃ গুডিভ করেছিলেন সেটির প্রথম সমর্থন এসেছিল রামগোপাল ঘোষের কাছ থেকেই। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য তিনি ঐ ছাত্রদের সঙ্গে জাহাজে একরাত্রি বাস পর্যন্ত করেছিলেন (মায়ের নিষেধের জন্য তিনি নিজে কখনও বিদেশযাত্রা করেননি)। সঙ্গতকারণেই Dr. Mouat ঋণ স্বীকার করেছেন এই শিক্ষাবিদ্ মানুষটির কাছে—'In fact, I can look upon no part of my early career in connection with education which is not associated with him (Ramgopal).'

আমরা জানি, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মূলে 'কুঠারাঘাত' করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রকারে যত্নশীল হয়েছিলেন। তারই ফলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র। ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ এই পাঠশালা কলকাতা থেকে হুগলী জেলার ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হয়। এই বাঁশবেড়িয়া থেকে রামগোপালের পিতৃভূমি বাগাটি খুবই কাছে। রামগোপাল এই বিদ্যালয়ের 'পরিদর্শক'[৩] নিযুক্ত হলেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

'পাঠশালা'র পারিতোষিক বিতরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত থেকে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন এবং বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতেন। নিজে পুরস্কারের জন্য বই পত্রও দিতেন।[৪] তাছাড়া বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে যে ছাত্রদের সাহস দিতেন তারও প্রমাণ পাই তৎকালীন সংবাদপত্রে।[৫] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার তিনি একজন সদস্য ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা এবং যুক্তিবাদিতার কারণেই তিনি যে এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছিলেন—একথা বলা বাহুল্য। কারণ ধর্ম ব্যাপারে তাঁর কিছুমাত্র সংলগ্নতা ছিল না (পরে সে কথা বলবো)।

অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় স্বরচিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে অন্যান্যদের সঙ্গে রামগোপালও 'ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই স্বচ্ছন্দে মুদ্রিত করুন' বলে স্বাক্ষর করেছিলেন।[৬] তত্ত্ববোধিনীর গুরুগম্ভীর ভাষা দেখে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করতেন।[৭] মধুসূদন দত্ত[৮] পর্যন্ত আক্ষেপ করেছিলেন, রামগোপাল যদি বাংলা ভাষায় চর্চা করতেন, বাংলা ভাষার আরও উন্নতি হত।

অবশ্য এই মন্তব্য থেকে ভাবা উচিত হবে না যে রামগোপাল ঘোষ অন্তত পক্ষে বাংলা ভাষার কিছু চর্চাও করতেন। সে রকম কোনো আভাসমাত্র ছিল না তাঁর মধ্যে। বরং বিপরীত চিত্রটিই সত্য। পরিশিষ্টে সংকলিত রামগোপাল লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লেখা চিঠির মধ্যে রামগোপালের 'অজ্ঞতা' টুকুই ফুটে উঠেছে—'My dear Gobind ....Too cooks will spoil the broth. অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।'.... সন্ন্যাসী বানানটি লক্ষণীয়।

কিন্তু বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর যে প্রচুর আগ্রহ ছিল—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বোক্ত ভূমিকাগুলি ছাড়া 'বঙ্গীয় ভাষার ইতিবৃত্ত' রচনার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯] এই ইতিবৃত্ত রচনা করলে যে পুরস্কার প্রদত্ত হবে তার ঘোষণার নিচে যে নামগুলি ছিল তাতে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া একমাত্র রামগোপাল ঘোষই ভারতীয় ছিলেন। অন্য পাঁচ জন ছিলেন ইউরোপীয়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ উচ্চশিক্ষাকে সরকারী কর্মযোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি বলে ঘোষণা করেন। তখন শিক্ষিত বাঙালীরা ২১শে নভেম্বর ১৮৪৪ তারিখে ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউশনে এক বিরাট জনসভা করে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান। এই ঘোষণাকে এই সভায় প্রথম ধন্যবাদ প্রস্তাবের মাধ্যমে অভিনন্দিত করেন 'এজুরাজ' রামগোপাল ঘোষ। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে বলেন—'**Among the formidable obstacles which oppose themselves to the progress of education in our oountry, the absence of all connection between education and pecuniary success in the world is on the principal. I hail therefore the resolution**'.[১০]

তৎকালীন ভারত সরকারের ডিরেক্টর সভা ১৯শে জুলাই ১৮৫৪ তারিখে ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্পর্কে একটি সারগর্ভ ডেসপ্যাচ বা বিধানপত্র পাঠান। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিক্ষার দ্রুত অগ্রসরতা লক্ষ্য করে একে সুনিয়ন্ত্রিত করে আরও ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই ডেসপ্যাচ রচিত হয়। শোনা যায় এটি রচনা করেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। এর পরেই ডিরেক্টর সভা হিন্দু কলেজ সম্পর্কে নতুন ব্যবস্থার জন্য যে অনুমোদন পত্র রচনা করেন, তাতে ভাবী বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পর্কেও কয়েকটি কার্যকরী নির্দেশ ছিল। ভারত সরকার বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কলকাতার সরকারী-বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিটি নির্ধারণ করেন। এই কমিটিতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া ছিলেন রামগোপাল ঘোষ। এঁরা যৌথভাবে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তারই উপর ভিত্তি করে ২৪শে জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১]

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনেই তিনি প্রভূত উৎসাহ দেখাতেন। এর প্রমাণ রয়েছে **Industrial Art Society** বা শিল্প বিদ্যোৎ-সাহিনী সভার সদস্য হিসাবে তাঁর সংযুক্তিতে।[১২] ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে রামগোপাল ছিলেন অন্যতম। মেট্রোপলিটন স্কুল প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল যদিও পরে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক সমিতি থেকে রামগোপাল পদত্যাগ করেন শারীরিক কারণে।[১৩]

মেডিকেল কলেজ স্থাপনার পর থেকে রামগোপাল অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায় নিয়মিতভাবে সেখানে প্রতিদিন যেতেন এবং ডাঃ গুডিভ অথবা ডাঃ জি. গ্র্যান্টের

সঙ্গে এর উন্নতি বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন। এখানের ডাঃ Osansy তাঁকে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন—'দশ বৎসরের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ সাধারণের ও দেশের উপকারিতায় দ্বারকানাথ ঠাকুরকেও অতিক্রম করে যাবেন।'

এই মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগারে রামগোপাল বহু মূল্যোবান বইপত্রও দান করেন। কিন্তু যে কারণে রামগোপাল শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তাঁর জন্মভূমিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তা হ'ল স্বগ্রামে নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। হুগলী জেলা তৎকালে সমস্ত জেলার চেয়ে আধুনিক শিক্ষায় প্রাগ্রসর ছিল।[১৪] এই জেলারই এক খন্ড-গ্রামে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বাংলো ধরণের চালাঘরে রামগোপাল যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তার ছাত্রসংখ্যা অনতিবিলম্বে পাঁচশোর উপর দাঁড়ায়। এর সরকারী সাহায্যের জন্যও তিনি জোরালো আবেদন রাখেন। এখনও এই বিদ্যালয়টি 'বাগাটি রামগোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়' নামে জীবিত।

১ সূচনাতেই বিদ্যালয়টির নাম নিয়ে বেশ গোলমাল দেখা যায়। সংবাদ প্রভাকর প্রথমে এর নাম 'ভিক্টোরিয়া বাংলা বিদ্যালয়' দিলেও দুদিন পর থেকে একে 'ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়' নামে অভিহিত করতে থাকে। কিন্তু উদ্বোধনী ভাষণে বেথুন এর নাম 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বলেন — 'The time may come, and that at no distant period, when all reserve of this kind may be laid aside when the Calcutta Female School, by whatever other and more illustrious name it may be known ..' ইত্যাদি।

২ হিন্দু কলেজে গণিকা হীরা বুলবুলের পুত্রকে ভর্তি করা হলে সখেদে সংবাদ প্রভাকর লিখেছিল (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩) — "এতন্নগরের সর্বত্র এমত জনরব হইয়াছে যে নেপালদেশীয় একটি বেশ্যানন্দন অধ্যয়নার্থ হিন্দু কলেজে নিযুক্ত হইয়াছে, কি আক্ষেপ ! ..

"ইদানীং এজুইকেসন কৌন্সেলে বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল রামগোপাল ঘোষ মহাশয়েরই বিশিষ্টরূপ সম্মান আছে, কিন্তু ঘোষবাবু এই সকল দোষ ধরিয়া আপত্তি উপস্থিত কেন না করেন তাহা বলিতে পারি না, ঐ সমস্ত দোষের বিষয়ে ঘোষের অনুরোধ রক্ষা না হইবে এমত নহে, অতএব গোপাল এ সময়ে শুদ্ধ সাক্ষিগোপালের মত নীরব থাকাতে হিন্দু মাত্রেই খেদ করিতেছেন। ফলে এবিষয়ে গোপালের দোষ কি, আমারদিগের কপালের দোষই স্বীকার করিতে হইবেক,..."

এই আন্দোলনের ফলেই রাজেন্দ্র দত্ত কর্তৃক 'মেট্রোপলিটন কলেজ' স্থাপিত হয়। রাম-গোপাল এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৩ নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয় চরিত, 'এক্ষণ' পুনর্মুদ্রণ, পৌষ-চৈত্র ১৩৭৮, পৃ. ৪৮

৪ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১লা মাঘ ১৭৬৬ শক, ১৮ সংখ্যা — 'আমি কৃতজ্ঞতা পূর্বক স্বীকার করিতেছি যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার গত পরীক্ষাকালীন ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ মহাশয় ১৭ খান পুস্তক, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ ও অমৃতলাল মিত্র মহাশয়েরা ৭ খান পুস্তক, শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ মিত্র মহাশয় ২০ খানি পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২৫ টাকা প্রদান করিয়াছেন।' কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্কলার জনৈক মেধাবী ছাত্রের ব্যয়ভারও তিনি বহন করতেন।

৫ প্রাগুক্ত সংখ্যা — 'গত ১৬ই পৌষ রবিবার দিবা দুই প্রহরের সময় বংশবাটীতে উক্ত পাঠশালার পরীক্ষা হয়। তদুপলক্ষে অন্যূন চারিশত ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়...প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সকলেই বালকদিগের পরীক্ষা সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

৬ অন্যান্য স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন সর্ব্বশ্রী রাধাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ ঘোষ এবং সত্যচরণ শর্মণঃ। স্বাক্ষরের তারিখ ২৮শে চৈত্র ১৭৭১ শক।

৭ দ্রঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'—শিবনাথ রচনা সংগ্রহ ২য় খন্ড, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত (১৯৭৬), পৃঃ ৩৬০ — 'রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন — "রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ," বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।'

৮ নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি' (১৩৬১) পৃঃ ৩৪০।

৯ 'সংবাদ প্রভাকর', ১৪ই জানুয়ারি ১৮৫১ সংখ্যা।

১০ দ্রঃ বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র', দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৬-৪৭।

১১ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার উচ্চ শিক্ষা' (১৩৬৯) পৃঃ ৪৬-৪৯।

১২ যোগেশ চন্দ্র বাগল, 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' (১৩৬৬) পৃঃ ১৩২।

১৩ মৃত্যুকালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পঁচিশ হাজার টাকা দান করে যান। রামগোপালের ধারণাই ছিল 'Only education could solve India's manifold problems'.

১৪ It was in Hooghly ..that the seeds of English education were first sown. They germinated freely, and this metropolitan zilla proved adaptability of the soil of this country to the growth of what has now become a stately tree shooting out magnificient foliage and bearing golden fruits. Mr. Robert May, a dissenting missionary residing in Chinsurah, opened in his dwelling-house in July 1814, a school on the Lanacasterian plan'—Transaction of the Bengal Social Science Association, Vol I, part I (1867) p. 53.

সামাজিক রামগোপাল

এই অংশে আমরা রামগোপালের সমাজ বিষয়ে ধারণা ও কর্তব্য এবং তিনি কতদূরে সামাজিক মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চেয়েছি। এ থেকে তিনি দেশ-কালের সঙ্গে কতখানি সংলগ্ন ছিলেন সে-বিষয়ে আরও কিছু জানা যাবে।

রামগোপালের যে সময়ে জন্ম সে-সময়ে ভারতের নব্যচেতনার অগ্রদূত রামমোহন কলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর আগমনের সঙ্গে বঙ্গদেশে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে যে সংস্কার দেখা দেয় তাতে দেশীয় সমাজ চারটি পথে বিভক্ত হয়ে যায় — রামমোহনী পন্থা, ক্রীশ্চান পন্থা, রক্ষণশীল হিন্দুপন্থা এবং স্বপন্থা। রামমোহন এদের সম্মিলিত পন্থার সত্যাস্বাদন করার জন্য নিজপথ অবলম্বন করলেন। ফলে ধর্মের দিক থেকে স্বসমাজে কিছুটা বিতর্কিত হয়ে পড়লেন।

রামগোপালকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জেনে তাঁর আচার আচরণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তাঁরা মোটামুটি তাঁকে সাহেবপন্থী মানুষ বলেই জানতেন। আহার-বিহার, বন্ধু-বান্ধব এবং মুখের সুললিত ইংরাজি ভাষা সহজেই তাঁকে এমন একটি ধারনার অনুগত করে তুলেছিল। বাস্তবিক পক্ষে তিনি অন্তরের সত্য-ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রচলিত আচার-পদ্ধতিকে নয়। এ বিষয়ে তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রামগোপালের পিতামহের মৃত্যু ঘটল, কিন্তু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের অনুরোধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা সম্মত হলেন না — কারণ, জগমোহনের পৌত্র অনাচারী। খুব বিপদগ্রস্ত ভাবলেন গোবিন্দচন্দ্র নিজেকে।

ব্রাহ্মণদের দলপতি বললেন — তাঁরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন যদি রামগোপাল নিজের মুখে স্বীকার করেন যে তিনি নিষিদ্ধ মাংস খাননি। পিতা এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে পুত্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন — 'রামগোপাল, তুমি একবার ক্ষমা চাও ; বলো, নিষিদ্ধ মাংস খাওনি।'

রামগোপালও পিতার কান্না দেখে অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন — তিনি সব করতে পারবেন, কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না। হায় কোথায় সেই সমাজ! রাম-গোপালের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় 'ব্যবসায়ী রামগোপাল' অধ্যায়েও লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি। বস্তুত তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা তাঁর সত্যচিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রামগোপাল নিজে কর্মব্যস্ত থাকতেন বলে পুজোর সময় বাগাটি যেতে পারতেন না। তবে মাঝে মাঝে যেতেন। রাজনারায়ণ বসু একবার দুর্গাপুজোয় রামগোপালকে 'শান্তির জল' নিতে দেখেছিলেন। তাঁর মা সব সময় বারব্রত পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকতেন। ছেলে এলে তাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করতেন। প্রিয়নাথ কর

লিখেছেন — 'প্রতি বৎসরেই দেবী-চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন।' বিজয়া দশমীর দিন সমস্ত সদাগর অফিসে 'পয়া দিনের বিক্রয়' (Luccy day sale) প্রথা পালন করতেন। দুর্গাপুজোর সময় বাড়িতে লোক খাওয়ানো হত এবং রামগোপাল সহস্রাধিক টাকার নতুন কাপড় বিতরণ করতেন।

কিন্তু এ থেকে মনে করা সম্ভবত উচিত হবে না যে রামগোপাল এগুলি ধর্মের কারণে করতেন। নিমতলা শ্মশান ঘাট-বক্তৃতা বা এই ধরনের কৃত্য-অনুষ্ঠানের মধ্যে রামগোপালের হিন্দু-সমাজ সংলগ্নতামাত্র বোঝা যায়, ধর্মবিষয়ে ধারণা করা যায় না। সেকারণেই তাঁর মৃত্যুর পর বেঙ্গলী-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখে-ছিলেন — 'তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মনুষ্যসম্প্রদায়ের প্রতিভূ, সাহসী ও ক্ষমতাশালী — যুগ-পরিবর্তনের সংকট সময়ে অধিনায়ক হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।[১] প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও তাঁর 'কেশবচন্দ্রের জীবনী ও উপদেশ'-এ লিখেছেন—'.... late Ramgopal Ghose, retained some trace of the original vigour of Hindu mind.'[২]

মদ্যপানের ব্যাপারে অবশ্য তাঁর প্রভূত অসংযম ছিল। নিজে মদ্যপানে উলঙ্গপ্রায় হয়ে যেতেন কখনও কখনও। সেকালের রীতি বলে এই অসংযমকে[৩] সমর্থন করার কোনো কারণ নেই। তবুও এই মানুষটাই 'মাতাল' হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে (হিন্দু-প্যাট্রিয়টের সুখ্যাত সম্পাদক) অতিরিক্ত মদ্যপান করতে নিষেধ করে বলতেন— হরিশ, তুই মদ খাওয়া ছাড়। তোর জীবনের সঙ্গে দেশের শুভাশুভ একাধারে গ্রথিত।' কাজেই লক্ষ করা যাচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুসমাজ থেকে কিছুটা নিরাসক্ত থেকেও হিন্দুসমাজের হিতের জন্য রামগোপাল সদা সচেষ্ট থাকতেন। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে।

বিধবাবিবাহের সপক্ষতা রামগোপালের জীবনের অন্যতম কর্তব্য ছিল। পরিশ্রম এবং অর্থ দুটিকেই এ ব্যাপারে নিয়োগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিরন্তর চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে ঐ বছরের শেষে ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ তারিখে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বারো বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতীর। কন্যার মাতার নিমন্ত্রণ পত্র[৪] পেয়ে ১২ নং সুকিয়া স্ট্রীটে বিবাহ বাসরে রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে এলেন রামগোপাল ঘোষ। একটা দেবার মতো খবর হল — বর পাল্কী চড়ে আসেন নি। রাজনারায়ণ বসু ভ্রমক্রমে লিখেছেন[৫] 'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন।' আসলে বর এসেছিলেন রামগোপালের বড় জুড়ি গাড়ী চড়ে। ঐ গাড়িতেই প্রভৃতিরা এসেছিলেন — পদব্রজে নয়। আসলে তাঁরা বরকে পাহারা দিয়ে এনেছিলেন।

কিন্তু এর চেয়ে ও উল্লেখযোগ্য সংবাদ — বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই রামগোপাল ঘোষ বিধবাদের বিবাহ নিয়ে আন্দোলন তুলেছিলেন। তার প্রমাণ আছে রামগোপাল

ঘোষ সম্পাদিত দ্বিভাষিক পত্রিকা বেঙ্গল স্পেকটেটর এর এপ্রিল ও জুলাই ১৮৪২ সংখ্যা দুটিতে। দ্বিতীয়টি রামগোপালের রচনা কিনা নিঃসন্দেহে বলা না গেলেও এটি যে তাঁর অনুমোদিত (হয়ত মূল ইংরাজি তিনিই রচনা করেছিলেন) সে বিষয়ে সংশয় নেই। এপ্রিল ১৮৪২ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল :

'যে সকল বিষয় সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতীয় বিধবার পুণর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে—বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ; কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষম না হয়....এতদ্বিষয়ে প্রস্তাব বহুবৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু যে পর্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয়, তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।'[৬]

এটি একটি পত্র ছিল। কিন্তু পরের জুলাই সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে লেখা হয় :

'এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না....আমরাও সম্প্রতি হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ স্মৃতি শাস্ত্রের বিপরীত। এক্ষণে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে উক্ত বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক ? তাহাতে আমরা এইমাত্র কহিতে পারি যে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্তব্যকর্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যাতরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিরা যদ্যাপি পুনর্ভূবিবাহ করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে শ্লেষ আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া পরে সর্বসম্মতরূপে প্রচলিত হইতে পারিবে।'

যে সময়ে এই প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হয় সে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সদ্য ছাত্রজীবনের অন্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন। কাজেই বলা যেতে পারে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 'নব্যবঙ্গীয় যুবকদের' দ্বারা বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত যে আন্দোলনের সূচনা হয়—বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পথেই এগিয়ে যাবার প্রেরণা পান।

পরে ১৮৫৬ সালের পঞ্চদশ আইনে 'বিধবাবিবাহ' আইনসিদ্ধ হলে উৎসাহী নেতৃবৃন্দ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট-গভর্ণর জে. পি. গ্রান্টের কাছে একটি ডেপুটেশনে তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য মিলিত হন। এই ডেপুটেশনে বিদ্যাসাগর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রামচন্দ্র তর্কবাগীশ, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সঙ্গে রামগোপাল ঘোষও গিয়েছিলেন।[৭]

নাটক দেখার ব্যাপারে রামগোপাল যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। নানা কাজের ফাঁকে গল্পগুজব, নাট্যরস উপভোগে রামগোপাল সামাজিক জীবনযাপন করতে ভালবাসতেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ তারিখের বেঙ্গল হরকরার এক সংবাদ থেকে জানা

যায় রামগোপাল এর দু'দিন আগে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (৪ আগষ্ট ১৮৫৮) থেকে জানতে পারি তাঁর 'রত্নাবলী' নাটক দর্শনের সংবাদ।

ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর ২৩শে জুন ১৮৪৪ তারিখে যে হেয়ার প্রাইজ ফন্ড গঠিত হয় তার ট্রাস্টী বোর্ডে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিমোহন সেন এবং রামগোপাল ঘোষ। এই উদ্দেশ্যে একটি পুরস্কারমূলক প্রতিযোগিতাও আহূত হয়। লক্ষ্য করার বিষয় বাংলা রচনার (প্রবন্ধ) জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে রামগোপালও ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল এই কমিটি থেকে অবসর নেন।

আর সব কিছু বিস্মৃত হলেও বন্ধুপ্রীতির জন্য রামগোপাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রামতনু লাহিড়ী রামগোপালের অন্যতম বন্ধু ছিলেন।৮ তিনি রামগোপালকে অপরিমিত মদ্যপান থেকে বিরত হওয়ার জন্য বিবিধ যত্ন করেছিলেন। আসলে ইয়ং বেঙ্গলেরা ভাবতেন যে মদ না খেলে শিক্ষিত ও সভ্য হওয়া যাবে না। ইঙ্গ-সংস্কৃতির এটা আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামগোপাল প্রায়শই রামতনুর ভাগলপুরের বাড়িতে গিয়ে থাকতেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি নিজস্ব 'লোটাস' স্টীমারে ভাগলপুরে যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। রাজনারায়ণ বসু, রামগোপালের সঙ্গে তাঁর ভ্রমণের এক চমৎকার বর্ণনা 'আত্মচরিত' এ দিয়েছেন। সত্যচরণ ঘোষাল, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—এঁরা সকলেই তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মল্লিক একদা পীড়িত হলে রামগোপাল তাঁকে তাঁর কামারহাটির বাগান-বাড়িতে রেখে চিকিৎসা ও সেবা করেন। রসিককৃষ্ণও মৃত্যুকালে রামগোপাল ও প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিজের সম্পত্তির এগ্‌জিকিউটার ও পরিবারের অভিভাবক নিযুক্ত করে যান। রামতনু লাহিড়ীও এই বাগান বাড়িতে এসে থাকতেন।৯ পরিতোষ সহকারে তিনি বন্ধুদের সংকার করতেন। প্রায়শই টাকা পয়সাও ধার দিতেন।

বেচারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন যে, রামগোপালের সঙ্গে শ্যামাচরণের পরিচয় হবার পর 'রামগোপালবাবু যত্ন করিয়া জোসেফ কোম্পানির আপিসের অধ্যক্ষ জোসেফ সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে ক্যালসেন সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন।১০

১৮৫৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের ইন্সপেক্টরের পদ শূন্য হলে প্রধানতম বিচারপতি কলভিল, প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্যামাচরণকে বলেন যে 'চরিত্র সম্বন্ধে সন্তোষ-জনক প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান না করিলে উকিল কাউন্সলী প্রভৃতি আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন।' কাজেই রাজা রাধাকান্ত দেব, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর বা

রামগোপাল ঘোষ যদি প্রশংসাপত্র দেন তাহলে 'কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিল না।' অন্যদের সঙ্গে রামগোপাল নিজে উপস্থিত হয়ে শ্যামাচরণ বাবুর চরিত্রের সততা সম্পর্কে যথোচিত বক্তব্য রাখেন। ফলে শ্যামাচরণ ছ'শো টাকা বেতনে চীফ ইন্সপেক্টর হন।[১১] এ ছাড়া শ্যামাচরণ 'শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষকে পারসী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার জন্য সহকারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশের জন্য স্বদেশ ও বিদেশবাসীরা রাধাকান্ত দেবকে যে মানপত্র দেন, তাতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন — তাঁদের মধ্যে রামগোপালের নামও উল্লেখযোগ্য।

রামগোপালের বন্ধু মণ্ডলীকে আমার Dr. Johnson's club-এর সঙ্গে তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়। বার্ক', গডস্মিথ, টোফাম, বোক্লার্ক'-দের মতোই তাঁরা ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিপ্রদ ছিলেন।

স্বদেশ প্রেমিক রামগোপালের নানা কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহন রায়ের বন্ধু অ্যাডাম স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডবাসের পরিকল্পনা করেছেন জানতে পেরে রামগোপালের মনে তাঁর সাহায্যে ইংলণ্ডে ভারতবাসীর দাবী-দাওয়ার আন্দোলন তোলার কথা জাগে। বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে একটি চিঠি ১২ই আগস্ট ১৮৩৮ তারিখে লিখে তিনি 'A Project for Political Agitation in England with the assistance of Mr. Adam'—পরিকল্পনাটি বিজ্ঞাপিত করেন। ফলে মিঃ অ্যাডাম ইংলণ্ড গিয়ে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক মঙ্গলের জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন। রামগোপাল অ্যাডামকে এ কারণে উৎসাহিত করেন এবং এদেশ থেকে চাঁদা তুলে অর্থ সাহায্যও করেন। অ্যাডামকে তিনি যে সব তথ্য সরবরাহ করেন তার মধ্যে 'Real state of Police and means of improving it' এবং 'Akbari system, its uses and abuses' অন্যতম।[১২]

কবু হ্যারি ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পর এই পত্রিকায় ভারতীয়দের দাবী সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখবার জন্য রামগোপালকে অনুরোধ জানান। রামগোপাল সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'স্বদেশ রক্ষার ভীম' রামগোপালকে এমনতর অনুরোধ জানিয়ে হ্যারি উপযুক্ত কাজই করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যও নিবেদনযোগ্য মনে করি। 'নীলদর্পন' নাটকের অনুবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে লঙ্-মামলায় বিচারক মরডাণ্ট ওয়েলস-এর বিরুদ্ধে শোভাবাজার নাট মন্দিরে ২৭শে আগস্ট ১৮৬১ তারিখে যে প্রতিবাদ সভা আহূত হয়, রামগোপাল তার উদ্যোক্তা ছিলেন এবং সম্ভবত একটি বক্তৃতাও করেছিলেন। ১৪ই এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এই রকমই একটা আভাস দিয়েছিলেন। রামগোপাল তাঁর কালের বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। এ থেকে

তাঁর সামাজিক মর্যাদা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আমরা উল্লেখযোগ্য সদস্যপদের একটা কালানুক্রমিক তালিকা সংক্ষিপ্ত তথ্যসহকারে পঞ্জীবদ্ধ করছি।

১৮৪৫ সদস্য, ক্যালকাটা পুলিশ কমিটি।

১৮৪৮ সদস্য, Committee of Creditors, Union Bank. ১৮৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে এই ব্যাঙ্কের পতন হয় এবং ২২শে জানুয়ারি এটি বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়। ২৮ জানুয়ারি তারিখে পাওনাদারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জন এলান, হেনারি কাউই. টি. এস. কেলসন এবং রামগোপালকে নিয়ে একটি Committee of Creditor গঠিত হয়।[১৩]

১৮৫০ সদস্য, স্মল পক্স কমিটি।

সদস্য, Central Committee, London Exhibition. ১৮৪৯ সালে প্রিন্স অ্যালবার্ট raw materials, machinery, mechanical inventions, manufactures, applied and plastic arts নিয়ে লণ্ডনে একটি বিশ্বজোড়া প্রদর্শনী করতে চেয়েছিলেন। ভারতের raw materials এবং নির্মিত দ্রব্যাদি পাঠানোর জন্য তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। এই প্রসঙ্গে বাংলার তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর বাংলায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। স্যার লরেন্স পীল-এর সভাপতিত্বে এই সমিতিতে ছ'জন সদস্য মনোনীত হন। এঁরা হলেন প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, রুস্তমজী কাওয়াশজী, জোশেফ আসা বেগ, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মহারানী প্রদর্শনীটি ১লা মে ১৮৫১ তারিখে উদ্বোধন করেন।[১৪]

১৮৫৫/৬৭ একই ধরনের প্রদর্শনী দুবার প্যারিসেও অনুষ্ঠিত হয় রামগোপাল তারও সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৮৫৫/৬৪ সদস্য, বঙ্গদেশীয় কৃষি প্রদর্শনী।

১৮৪৮-৫৫ সদস্য, এডুকেশন কাউন্সিল;

" বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স;

" ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি;

" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

১৮৬২-৬৪ সদস্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ। মোট সদস্য ২২ : এর মধ্যে ভারতীয় ছিলেন ৪ জন। তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হলে (১. ৮. ৬২) রামগোপাল ঘোষ তাঁর স্থলে সদস্য মনোনীত হন।[১৫]

এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, জাস্টিস অব পীস এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দেশীয় সদস্য ছিলেন।

১ 'A typical man, a man of nerve, fit to command in a crisis of change.'

২ প্রিয়নাথ কর, রামগোপাল ঘোষ, 'নারায়ণ'-বৈশাখ ১৩২৭, পৃঃ ৫৮৫

৩ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন এই অসংযমের কথা রাজনারায়ণ বসুর কাছে শুনে তাঁর 'Nation in Making' গ্রন্থে (1925, P 7) লিখেছেন যে, একদিন রাজনারায়ণ বন্ধুদের সঙ্গে রামগোপালের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তিনি নেই। কিন্তু 'When Ramgopal came back from office, he found them all lying on the floor in a state of more or less hopeless inebriety.'

৪ লাল কালিতে ছাপা ব্রহ্মানন্দবাবুর অবর্তমানে কন্যা মাতার নামে মুদ্রিত—'শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং/শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ—/সবিনয়ং নিবেদনম্।/ ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক। মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী/সিমুলিয়ার সুকিয়া ষ্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম।/—ইতি তারিখ /। ২১শে অগ্রহায়ণ শকাব্দ : ১৭৭৮।

৫ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (ওরিয়েন্ট সংস্করণ) পৃ. ৬৪।

৬ দ্রঃ বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৭১), পৃ. ৮৫। পরের উদ্ধৃতিটিও উক্ত গ্রন্থ থেকেই সংকলিত হয়েছে।

৭ দ্রঃ হিন্দু প্যাট্রিয়ট—১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, পরে 'Bengal Hurkaru' তে উদ্ধৃত।

৮ রামতনু একাধিকবার রামগোপালের জীবনীর জন্য উপকরণ সংগ্রহে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন।

৯ কামারহাটি ছাড়া চন্দননগর গোয়াল পাড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁর বাগানবাড়ি ছিল। গ্রামের বাড়িরও তিনি সংস্কার করে নতুন দরদালান, বৈঠকখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

১০ পৃ. ১৩ (১৮০৪ শক সংস্করণ)।

১১ তদেব, পৃ. ২২-২৩।

১২ প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া (১৩৭২) পৃ. ২৭-২৮।

১৩ দ্রঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, (৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬২), পৃ. ৫০৩-৫।

১৪ দ্রঃ Proceeding of General Deptt. May 8,1850

১৫ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত (৩য় সং, ১৩৬৭) পৃ. ৭৫

ব্যক্তিগত রামগোপাল

রামগোপালের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত কিছু সংবাদ এখানে উল্লিখিত হচ্ছে৷ রামগোপাল যে মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন, ইতোমধ্যেই সে কথা আলোচিত হয়েছে। মায়ের কারণেই তিনি বাগাটিতে দুর্গাপূজার সময় উপস্থিত থাকতেন। জননীর পদসেবা তখন তাঁর নিত্যকর্ম ছিল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার (2nd class পর্যন্ত পড়ার পর) ঠনঠনিয়া নিবাসী ভোলানাথ মিত্রের কন্যা প্যারীমোহিনীর সঙ্গে রামগোপালের বিবাহ হয়। ভোলানাথ মিত্র ছিলেন দাতারাম মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র। বর্তমান বিধানসরণীতে (পূর্বের কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) দাতারামের একটি বড় অট্টালিকা ছিল (এটি পরে দুর্গাচরণ লাহা কিনে নেন)। এই স্ত্রী খুবই গুণবতী ছিলেন, যদিও তাদৃশ সুন্দরী ছিলেন না। কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশ এই পত্নীর গর্ভে রামগোপালের হীরা ও গোরা নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই স্বল্পজীবী ছিলেন। একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হেমলতা। এঁর সঙ্গে নৈহাটির বীরচাঁদ মিত্রের বিবাহ হয়। এর ফলে রামগোপাল-এর তিন দৌহিত্রের জন্ম হয়—শরৎচন্দ্র মিত্র, কালীচরণ মিত্র ও চারুচন্দ্র মিত্র—সকলেই আইন-আদালত সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রামগোপালের জীবিতকালেই হেমলতার মৃত্যু ঘটে। রামগোপালের প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুকালে স্বামীকে পুনর্বিবাহের জন্য অনুরোধ জানান। এই দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজনারায়ণ বসুর শ্যালক-কন্যা ছিলেন।[১] এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাঁর কোনো সন্তানাদি হয় নাই[২] (হলেও খুবই স্বল্পজীবী ছিল)। রামগোপাল ঘোষ অবশ্য বন্ধু গোবিন্দচন্দ্রকে একটি চিঠিতে পরিহাসচ্ছলে লিখেছিলেন—

> 'My dear Govind,
>
> I have just received a letter from home communicating to me the news of my wife (second wife still living) having safely delivered a male child When your good lady going to bless you with a fruit as they say ? Are you getting fat upon Chittagong fowls and Turkeys ? & c. & c.

বেশবাসে রামগোপালের সবিশেষ যত্ন ছিল। তিনি যখন সাহেবদের সঙ্গে থাকতেন তখন প্যান্টালুন, চাপকান ও পাগড়ি পরিধান করতেন। অন্য সময়ে পরিধানে সাধারণত থাকত পিরাণ, মখমলের চাদর অথবা মহামূল্য শাল এবং পায়ে তালতলার চটি।

রামগোপালের বদান্যতা তাঁকে প্রবাদ পুরুষে পরিণত করেছিল। অর্থ সাহায্য করা তাঁর প্রায় একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নেটিভ চ্যারিটেবল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা রামগোপাল উইলে ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে দশ হাজার টাকা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পঁচিশ হাজার টাকা দান করে যান।[৩]

বন্ধুদের টাকা ধার দিয়ে পারতপক্ষে সুদ নিতেন না। কখনও যদি নিতে বাধ্য হতেন, তা ছিল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সমান। বন্ধুদের তিনি শেষের দিকে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে হ্যান্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের ঋণ মকুব করে দায়মুক্ত করে যান। এই ঔদার্য সর্বকালে ঘোষণার যোগ্য। তিন লক্ষ টাকা তিনি বিধবা স্ত্রী (ইনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন) ও অন্যান্য পোষ্যবর্গের জন্য রেখে বাকী সমস্ত টাকা ও সম্পত্তির মধ্যে একলক্ষ টাকা দেশের বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজে দান করে এক মহান্ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

অবশেষে রামগোপালের মৃত্যু হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে। শেষের দিকে প্রায় দু'বছর তিনি রোগভোগ করেছিলেন। অবশেষে একটানা জ্বর এবং প্রবল কাশিতে আক্রান্ত হয়ে (**'lingering fever attended by a wasting cough**) ঐ মঙ্গলবারে দুপুর সাড়ে এগারোটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর দেহ শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা থাকলেও তাতে দেরী হবে এবং তাতে ঘরে শোক বাড়বে ভেবে সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। বেলা তিনটার সময় তাঁর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—দেশপ্রেমিক হতে গেলে স্বাস্থ্যের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ সকলেরই অকাল-মৃত্যু হয়। তাতে বাস্তবিকই মনে পড়ে সেই ল্যাটিন প্রবাদটি—**'Those whom the gods love die young'**,

১ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (ওরিয়েন্ট সংস্করণ) পৃ. ৭১। 'তিনি (রামগোপাল) তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর আমার শ্যালক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহাতে আমি তাঁহার পিসশ্বশুর হইলাম। ইংরাজীওয়ালাদিগের নায়ক সম্মান্য বাবু রামগোপাল ঘোষ যেদিন পিসশ্বশুর স্বরূপে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন সেদিন লজ্জায় ম্রিয়মান হই। আমার দ্বিতীয় কন্যা যাহার বিবাহের বর্ণনা করা যাইতেছে এই নূতন সম্বন্ধ বশতঃ সম্পর্কে তাঁহার শ্যালী হইয়াছিল। বর আসিতে দেরি হওয়াতে রামগোপালবাবু বলিলেন যে, 'বর আসতে দেরি হয়, তো আমাকেই বসিয়ে দেও না' সেকালের বাঙালীরা এইরূপ পরিহাস করিতেন।'

২ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ (১৯০৫)। লেখক বাগাটি গ্রামবাসী ছিলেন।
রামগোপালের আগে ৪ দিদি এবং ১ ছোটবোন জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জন ১ কন্যা রেখে সহমৃতা হন। দ্বিতীয় জনের ছিল একপুত্র, এক কন্যা। তৃতীয় বোনের ৪ কন্যা ১ পুত্র। ৪র্থ বোনের ১ পুত্র ২ কন্যা হওয়ার পর তিনি বিধবা হন। কনিষ্ঠা ছিলেন বালবিধবা। শেষের তিন বোনই বিধবা হওয়ার পর পিত্রালয়ে বাস করতেন।

৩ হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮ সংখ্যা।

উপসংহার

রামগোপালের মৃত্যুর ঠিক সাত দিনের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনী-প্রবন্ধ রচনা করে হুগলী কলেজের হলে ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে পড়ে শোনান কৈলাসচন্দ্র বসু। তারপরে তাঁর জীবনী রচনার খণ্ড-বিচ্ছিন্ন প্রয়াস দেখা দিলেও পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত রচিত হয়নি।

'সুরধুনী' কাব্যে রামগোপালকে স্মরণ করে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন :

প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর,
স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদা উচ্চ-শির,
অসম সাহস-ভরা, অন্যায়ের অরি
সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ কেশরী ;

আজকাল নানা মনীষীর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু রামগোপাল—যাঁর সম্পর্কে 'Indian Field' পত্রিকায় মিঃ হিউম বলেছিলেন —রামগোপাল ইংরেজ হলে নাইটহুড পেতেন—তাঁর কোনো মূর্তি স্থাপিত হতে দেখিনা। দীনবন্ধু মিত্রের রচনা অনেকেরই জানা। আমি রামগোপাল ঘোষের ভবিষ্যৎ-প্রতিমূর্তির স্মৃতিস্তম্ভে ক্ষোদিত করার জন্য নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় রচিত অপরিজ্ঞাত একটি কবিতা এখানে উদ্ধার করি :

বাঙ্গালা রতনগর্ভা, যে গর্ভে তোমার
শুভজন্মে তোমা হেন তনয় পাইয়া ;
অসীম সাহস মনে দেশ হিত-হেতু
বক্তৃতা-সমর ঘোর করিলে নির্ভয়ে,
তাই ত উড়িল তব সুযশের কেতু
ধন্য ধন্য রবে এই বাঙ্গালা নিলয়ে।
প্রকৃত বাঙ্গালী তুমি প্রকৃত হিতাসী ;
প্রকৃতি-প্রদত্ত তব প্রকৃত সাহস।
জ্ঞাত ছিলে স্বদেশের দুঃখরাশি,
সদাই রহিতে তাই হইয়া বিরস।

পরিশিষ্ট

রামগোপাল লিখিত নির্বাচিত পত্রাবলী

29th October, 1833

□ My Dear Rusik,

Mr. Anderson complained, on Sunday last, of your and his native friends in general visiting him very scarcely. He told me he had often written *chits* and torn them away, fearing that he might be considered to press invitation too often. Will you therefore go to him tomorrow evening, and ask Gobind Basak to go with us, as Mr. Anderson wishes to see him and asked me to take Gobind to his house one evening.

Mr. Joseph and Mr. Burgess will be invited by Mr. Anderson to meet you there.

Ever yours affectionately,
Ramgopal Ghose

Calcutta, 17th May, 1834

□ My Dear Gobind,

I have had the pleasure of receiving two or three letters from you, and as none of them have been acknowledged, you will be disposed, I am afraid, to charge me with neglect and inattention. This, however, is not the case. Be assured that I am fully sensible of your extreme kindness towards me, which I have no claim upon for anything that I possess. The attachments of generous mind are always spontaneous and warm, till something positively offensive appears, which at once *saps* the foundation of friendship. You will find, I trust, ample explanation when I tell you that the lamented loss of my only child, my mother's continued illness, and my own indifferent health have combined to draw away my attention from the aggreable and profitable correspondence of my valued friends. But let me notice few particulars, which I have no doubt will be interesting to you.

You have, I presume, been already apprised of the progress that the new Society is making, yet I can not forbear giving you a brief account of this. I send you one of our circulars. The

circular was issued to the senior students of all principal seminaries as well as to the young students of the same. I understand that about 300 young men were assembled (on the 12th March). What a gratifing sight this must have been to all true friends of India ! What a circumstance of congratulation to us who were desirous of making a propitious begining. But the proceedings were not quite so gratifying as one might wish. There were more talking than oratorical speaking. Two other good speeches were, nevertheless, made, which are so essential in attaching a due degree of importance to proceedings of this nature. The following officers were chosen on this occasion. President Tarachand, vice-president Kalachand Sett and myself, Secr etaries Ram Tonoo Lahiry and Peary Chand Mitra, Treasurer Raj Kristo Mitter. Committee Members are Krishna Mohun Banerjee and Raj Krishna Dey. Madhub has since resigned his post. Many important points were overlooked at this general meeting owing to the want of previous arrangement. Another observation that has been made to me by several is, that the leading few did all themselves without endeavouring to get all classes to take an active part in the matter. The result of this has been, as I gather from the report that a disaffection towards several is general amongst the members of the Society. This, however, I hope and trust, will be healed up before long. In one of the meetirg of the committee, I spoke rather warmly and perhaps harshly about the mismanagement of affairs. On this account, 2 or 3 members of the committee have, I suspect, been so seriously offended that I do not know, if it would not be for the interest of the Society for me to resign. But I shall take no such step without consulting some friends. Let me drop this unpleasent affair and proceed on.

We have secured the use of Sanscrit College Hall for our monthly meetings, but they have placed no furniture, and lights at our disposal. We shall therefore have to provide oursrlves with these. We have imposed no compulsory contribution of any kind. But a voluntary subscription has been opend to raise funds. Let us have from you and other Roy Bahadoor

friends liberal remittances. The Rev. Mr. Norgate has given us Rs 50 through Krishna Mohun and another European calling himself a Friend to the Society has sent through me a donation of Rs. 50. I should have told you that Mr. Hare has been made the Honorary Visitor of our Society. The first meeting took place last night and on the whole it was a gratifying one. It was a very dark night, and had been stormy and rainy in the evening, not withstanding which a 100 young men were present—and heard with the utmost attention the discourse of the Rev. Krishna "On the advantages of the study of history." It was as remarkable for its chaste and elegant language as well for the varied information with which it was replete. The illustrations were apt and striking, and were cheifly drawn from ancient history.

I am very busy, otherwise I intended to send you a long account of the Culna massacre. The *soidisant* Protap Chand has proceeded up to Culna and created some disturbance. The Magistrate Mr. Ogilby on this applied to government for orders, and he was instructed to apprehend the Rajah. So, down he proceeded to Culna at night on the 1st instant with a treasure escort that he met under the command of Captain Little. On the morning following, the troops were drawn up in a line on the bank, and as Protap Chand attempted to get away from his back in a *Pancy* the troops fired, and wounded several men, two of whom have since died. Protap is now in the Hooghly jail. His followers and friends amounting to 300 people including some respectable men are in Burdwan jail. Mr. Shaw, the attorney, who accompanied him was also imprisoned, but he has been released on bail.

There is the greatest sensation created about this affair. The natives say that at the instigation of Poran Babu backed by his rupees, the Magistrate attempted to shoot poor Protap Chand and thus make an end of his dispute with the reigning power.

Yours Affectionately

Babu Gobind Chunder Basak — Ramgopal Ghose

Calcutta, 21st September, 1835

□ My Dear Gobind,

From the tenor of your letter, it appears to me that you lay too much stress on agitation. Too many cooks will spoil the broth (অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট). If you speak to a great number of people, you would have too much talk, too much fuss, and too many proposals, and the result would be "great cry and no wool".

I am happy to find that your contribution to our Society is coming before long. Huro Chunder Ghose's topographical and statistical account of Bankura was read at the last meeting by Peary. It contained a great deal of useful information, and indeed an interesting and instructive essay. May we be favoured with similar productions by all our educated young men now in the country ? I perfectly agree with you in thinking that the main spring of all institutions in preservance, a very small share of which unfortunately falls to my lot.

Rusik is coming to Calcutta. Ramtonoo is gone home. Taruck, the Principal Editor of *Gyananashun* has been lucky enough to get a Deputy Collectorship of Hooghly. I wonder who will carry on the paper now.

Yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 9th July, 1837

□ My Dear Gobind,

I am glad to hear you are come. I shall try to see you before long. Will you have to go back to Hooghly before you are finally settled here. I have a great deal to tell you about the *Gyananashun* which after this week will go into the hands of Babu Dukhina.

This being the last time that I shall have to ask you to write in the *Gyananashun*, pray send me something good. You may pen a small article giving the particulars of Martins conduct at Hooghly.

Yours &c.
Ramgopal Ghose

Calcutta, 12th August, 1838

My Dear Gobind,

...At the last meeting of our Society one discourse on commerce by Guru Churn Dutt was read. It did not display much ability, though it certainly was creditable. Our friend Huro, the Sudder Ameen (who has lately been transferred to Hooghly) will favour us with an account of Bankura. Nothing can be more useful than collection of local information in this manner.

I am glad at the prospect of having your account of Chittagong at an early date. These kinds of communications will above all make our society interesting in the eyes of Europeans.

While upon this subject I may as well tell you of the plans, which I have lately been maturing in conjuction with Mr. Adam, or rather under his direction and advice. This gentleman, you are perhaps aware, has gone to America with a view to join his family at Boston, and then go to England where he will probably be settled in London in connection with a press. I had several interviews with him previous to his departure, and his earnest proposal was that we might set about collecting information which should guide the public and public measures. This can be placed in the *mofusil*. And our government being so apathetic here, the best plan would be to transit this information to Mr. Adam in England, who would bring it prominently forward in the London press, and arouse the attention of the England public to Indian subjects. When this is once effected, Mr. Adam seems determined to do all (if we but do our duty and keep him supplied with the necessary information) whether by writing in the papers, or by publishing pamplets,or giving public discourses. When we bear in mind Mr. Adam's superior abilities, we can have little doubt about the result. I will mention a few of the subjects on which it was thought desirable to collect new or more detailed information. The real state of the Police, and the means of improving it, the *Akbari* system—its use and abuses, the causes of the absence of a spirit of enterprize in Bengal, and the means of reviving them, is population increasing or

diminishing and what are the causes operating to produce either effect ? Is wealth increasing or decreasing ? Are the comforts of the great body of the people increasing or decreasing and what are the causes ? Is the morality of the great body of the people improving or deteriorating in towns and in the country, amongst the Hindoos and the Mahomedans, and how far do the policy and measures of Government and the character and institutions of the people contribute to improvement or deterioration ? What are the real effects of Missionary labours and in what light are they regarded by the people ? This will be sufficient to give you an idea of what is meant to be done. Can the educated natives employ their liesure hours better than carrying into effect this proposal ? Mr. Adam will not lay the information before the English public as his own, but he will distinctly tell how and in what manner it comes to his hand. Petitions and public meetings do not produce their desired effects, only because it is known to be the doings of a few English agitators, but when they will see that the natives themselves are at work, seeking to be relieved from the grievances under which they labour, depend upon it, the attention of the British public and consequently of the Parliament will be awakened in such a manner that the reaction upon the local government will be irresistable. We will then and not till then see active measures of amelioration put into operation. Need I say to convince you of the usefulness, nay the necessity of what is proposed to be done &c. &c.

I think you will be very much disappointed, if you suppose that more time the leading members of our Society take, the better will be their productions. They are very idle and apathetic (myself included), and I do not know if they will ever mend. Peary Mitter has been preparing himself, and will perhaps make his appearence before long. You wish to know if the Secretary wrote in the *Daily Intelligencer* under the signature of a member of the S. A. G.K. The first letter was mine, and the second I do not know whose. The Academic is getting on very miserably and I should not be surprised if in one of these days it be syste-

matically abolished. What a pity it is that this old and cherised institution of our school days should be thus suffered to die through the indifference of the miscalled educated natives.

Well then I will tell you that we formed an Epistolary Association, i.e., writing letters to each other, and circulating them among the members. There is no limit to the nature of our subjects. Several good letters have already appeared, and the utmost freedom of discussion is allowed upon the merits of these epistles. May God bless you, my dear friend.

Ever yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 16th December, 1838

□ My Dear Gobind,

…I have just received a letter from home communicating to me the news of my wife having safely delivered a male child. When is your good lady going to bless you with a fruit as they say ? Are you getting fat upon Chittagong fowls and turkeys ?…

Yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 14th January, 1839

□ My Dear Gobind,

The Epistolary Association may, I think, be revived, if a few of our friends will exert themselves. When I have more liesure on hand I shall see what can be done. At present I am very busy, having just taken up the business of another Liverpool House that was offered to me. You are right in saying that one of the pupils of Medical College is destined for Chittagong. I must have misinformed you. The following 4 students have been examined and a very favourable report has been sent by the examines to Lord Auckland.

Raj Kristo Dey, and Nobin Chunder Mitra (both my neighbours whom you may have seen at my house), Dwarakanath Gupta, and Uma Churan Sett (pupils of Rusik Kristo Mullick)

are to be stationed at the 4 districts viz. Pubna, Moorshidabad, Dacca and Chittagong. But I am sorry to have a report that these are not likely to take place as the Governor, Colonel Morrison is opposed to the interest of the Medical College and will thwart this plan if he can...

Excouse me for this short and stupid letter. I am busy and not very well either. Be generous to,

Yours ever affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 31st March, 1839

□ My Dear Gobind,

The last meeting of the A.A. was held yesterday night, and we fortunately had a discussion which took place after three successive meetings having failed. The attendance was thin, and the speaking very ordinary. I have little hope of the revival of the palmy days of this Association.

The first anniversary meeting of the S.A.G.K. was held this month and the proceedings altogether were satisfactory and encouraging...

In about two months, another examination of the Medical College pupils is likely to take place, when a number of them will no doubt be declared qualified to practise. Of the 5 young men who have passed through the ordeal, 2 or 3 are about to go to the uppper Provinces, where they will await the orders of the Governor-General.

The private examination of the Hindu College is not yet quite concluded. This is a great drawback to the progress of this very interesting institution. The day of the public examination will be one of considerable amusement. In the morning the Town hall will be thronged by hundreds of young lads with gay dresses, and the senior classes will be examined on general subjects ; and in the evening the frontage of the College will exhibit a brilliant display of fire-works. Here then is to be a new feature in the College examination, viz., there is to be no recitations or acting as the former years.

I do not know if I informed you in my last that I have given order for building an iron steam-boat. It is now being built at Kashipore by an experienced European. I expect it will be completed in 3 or 4 months. I will of course let it, when I do not want it for my use. After this I may probably some day take a trip in Chittagong to do myself the pleasure of squeezing you by the hand...

Yours affectionately
Ramgopal Ghose

□ My Dear Gobind,

Here I am at a beautiful place on the banks of the River in the company of sweet Tonoo and "removed from busy life's bewildered ways". Turton, Dr Bromby, and Mr. Smith of the Sudder Court and other bigwigs have occupied this garden before, and it is well known under the name of the *Kamarhatty Groves*. Since the beginning of the last month I have had bad health, thoı gh not actually laid up, and I came down here last night in the hope of improving my health by a fortnights' stay, though I must arrange to attend my office from to-morrow...

Ever yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 24th November, 1839

□ My Dear Gobind,

Last night I had the pleasure to receive your few lines of the 11th instant, in which you very justly complain of my prolonged silence. I do not know how to excuse myself. I have certainly been over with business, and have not been very well either for the last 2 months, having been troubled with that very obstinate disease, the pile. I have also had the misfortune lately to loose a younger sister of mine. But notwithstanding all these palliative circumstances I should have found time to reply to the letters of one whose correspondence and friendship are, I can sincerely assure you, highly esteemed. But I hope to be more regular in future and make amends for the past...

In the last meeting of the S.A.G.K., our friend Peary Chand Mitter produced the first portion of his History of India. It was a very admirable paper. It was well written and showed that he had been at great pains to collect information. In the November meeting, the second portion was read which sustained the reputation he had already own. He will continue to favour the Society with a great many more members before his subject comes to a conclusion. I am sorry to say that the attendance is not quite so full as it used to be. I am afraid we may have another instance of the temporary zeal of the so-called educated natives in the approaching decline of the Society.

All our friends are quite well. Babu Kalachand, Tara Chand, Peary, Rusik, Madhub Chunder Mullick, his nephew Bhola Nath have all turned their attention to trading. And I am very happy to say, some of them have made very fair profits. I am also thankful to say that my own trading operations with England have been very successful. Should I be equally successful for 2 or 3 years more, I will give up the business of my employer and become an independent merchant—an honourable profession the prospect of which thrills me with delight.

I have lately received a kind letter from Mr. W. Adam who is now living at Boston with his family. He sent me a United States periodical containing a characteristic article from his pen, defending the character and labours of Rammohon Roy from the attacks of a missionary traveller Mr Malcom. I hope to carry a regular correspondence with him.

I should mention to you before I conclude that at a meeting of a few so select friends lately held in my house at the request of Babu Ram Chunder Mitter, and Horo Mohun Chatterjee the present conductors of the *Gyananashun*, to take into consideration different points connected with the management of that paper. I was requested to take up the editorial management of it. I have not yet acceded to the proposal, and I think, there are weighty reasons for declining it. I have little leisure and less ability to conduct it, and the consequence is, I will feel it to be a great bore. And unless it can be better managed

than it is at present, it is not worthwhile to take it up. But after all, should the paper devolve upon my hands, you may be sure to be constantly bothered by me for contributions. In fact it is the hope of being largely supplied with news by you that sometimes iduces me to change my mind. And I am quite sure that I have no mofusil correspondent who will more ably and more cheerfully respond to my call.

Babu Gobind Chunder Basak
Deputy Collector
Sultanpore, Chittagong.

Ever yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 10th January, 1842

□ My Dear Gobind,

...The necessity of establishing a paper I had long been convinced of, and I have never failed to agitate the subject on all suitable occasions, and when I heard of the extinction of the *Durpan*, I have viewed it in the same light as you have done, and after much discussion, we have now come to a satisfactory conclusion. On last Tuesday evening the 7th, Tara Chand, Peary, myself met at Krishna's and we resolved upon establishing a monthly magazine in Bengalee and English, and also the *Durpan* in case the receipts on account of the latter will enable us to employ a competent person versed in English and Bengalee to undertake the translations of both the papers. This important duty no one seems willing to undertake and unless we can secure an intelligent young man to devote all his time which would perhaps cost us Rs 100, we can not venture to take up two papers. And in my humble opinion they are both, under present circumstances, equally necessary. The Magazine is to keep up a spirit of enquiry, amongst the educated natives, to revive their dying institutions such as the Library, the Society for A.G.K., to arouse them from their lethargic state, to discuss such subjects as female education, the remarraige of Hindoo widows &c. It is in short to be *our peculiar organ*. The *Durpan* on the otherhand is for the native community in general,

to be easy and simple in its style not to run into any lengthened discussion of any subject—to avoid abstract questions, to be extremely cautious of awaking the prejudices of the orthodox, to give items of news likely to be interesting to the native community, and gradually to extend their information, quietly to purge them of their prejudices, and open their minds to the enlightment of knowledge and civilization. It should make the extinct *Durpan* its model. The two objects of the two papers are quite distinct, and though I have very inadequately expressed myself, you will perceive the difference, and I think you will concur with me as to the wisdom of the plan I have proposed. The Magazine is to appear, if possible, on the 1st proximo. Krishna, Tara Chand and Peary are to be regular contributors. They are pledged each of them to give one article, each number. Tara Chand will also look over the articles generally, and I am to be the puppet show of an Editor, and probably an occasional scribbler. I do not think we could make a better arrangement. But unimportant as my share is in a literary point of view, it must occupy a good deal of my time and attention, and I feel assured that unless I am relieved in the course of 5 or 6 months by Rusik coming here as he has talked of doing it, I will have to give it up. With this conviction you will think it strange and perphaps wrong in me to undertake what I have done. Be assured I have been compelled to do so, as no one else would catch the *mows*, and I have thought it worth our while to have some discussion or agitation among our class, even though it should be for a short period. It will be a shame indeed to have to give it up after a short career, and this crisis may infuse some decision into Rusik's mind. Would to God it may.

For some days past I have been thinking of another public object. A Town Hall in the native part of the town, where we might hold our meetings, and place our libraries, our pictures and statues. We are yearly growing to be an important class. We shall, we hope, have subjects peculiarly native to discuss frequently in public. Such, for instance, as petitioning govern-

ment. I have made an estimate, and find the cost to be nearly 20,000. The question is how are we to get up so large an amount. What do you think of this project ?

Yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 26th July, 1843

□ My Dear Gobind,

I have been encouraged by our mutual friend Shyama Churn, to write to you, I know how much I am to blame, and I shrink from meeting you again on the field of correspondence, but I am assured of forgiveness, and have therefore determined to make a new opening with you, without, however, promising to be a regular customer in the exchange of epistles.

I enclose to you a printed series of questions by our Society, to which we shall all expect ample replies from you. The Society however, is almost dying. Two of the committee men have seceded, Mr. Remfrey and Mr. Crow ; and there is a feeling that it will not and can not work—the worst symptom of a fatal disease in such public institutions.

For the first time I saw Lord Ellenborough the night before last at Barrackpore when a grand ball and supper was given by the officers of the station in his honor. I was on the whole disappointed. There is nothing characteristically noble, great or good in his features. He looks like a chafed lion, hampered and worn out.

Though more sloventlv dressed than any gentleman in the Hall, yet you could discern in his suits and gestures that, he was once a voluptuary. There may be intellect and brilliancy about him, but there is neither dignity nor the impressiveness of high principles. His speeches were good,—very good as far as fluency and choice of words went, but there was bad taste and worse principles. There was a degree of egotism, and inflated vanity that would not go down with any class except the Army over which he puts forth his protected wings. There was a stir amongst the company which was not becoming in their

servant, (?) but worst of all was the principle he advocated in these words—"By the sword we have won it (India), and by the sword we shall keep it". At the conclusion of every sentence, there was tremendous cheering, but remember three-fourths of the company present were military officers...

You might have heard that my senior partner goes to England on the 10th proximo, and I shall then have a good deal more to do, and the whole responsibility will rest on my shoulders.

Babu Gobind Chunder Basak,
Midnapore.

Yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 20th May, 1844

▫ My Dear Gobind,

...I find by the papers just received from England that Mr. Sullivan had presented an address to the Court of Proprietors regarding the employment of natives in the Civil administration of the country. No decision has yet taken place.

Yours affectionately
Ramgopal Ghose

Calcutta, 22nd June, 1844

▫ My Dear Gobind,

...You will be glad to theer there a subscription on foot called "The Hare Prize Fund". The plan is, if we get at least Rs. 4,000, we invest the amount in Government Security, or some other nearly as safe investment and more profitable. The proceeds to be applied as prize for the best vernacular essays or works. The subjects to be chosen by a committee, and the merits of the production to be decided by them. If the amount does not reach Rs. 4,000, the thing will be dropped, as any thing that is not permanent, should not be mixed with the same of David Hare...Much talk of Ellenborough's recall.

Yours sincerely, in haste,
Ramgopal Ghose

COPIES FROM HIS DIARY

Calcutta, 28th December, 1839

The year is now drawing to a close, and I am purporting to review the journal which I have kept during the greater part of the present year. I find that it is pretty regularly kept up from 1st April, 1839. On the 1st January 1839, the social meeting of some of my nearest and dearest friends took place at my house, and after dinner we got up and made speeches. I recollect, Hury, and Ramtonoo Lahiry spoke on the occassion. This speechifying propensity infected me, and I knew, one thing that I urged in my speech was the importance of keeping a journal. I have subsequently been confirmed in this opinion by observing this system of watching time producing on the character of two of England's best men, I allude to William Roscoe of Liverpool, and William Wilberforce, the emancipator of West Indian slaves, whose life is written by their respective sons, I have lately been reading. May God enable me to profit by the example of these two illustrious individuals.

January 26th...Rose at half past seven. Read newspaper, refusing *Sowgad* from a *Durwan* and *Jamader* who expected employment.

February 3rd...Talked with Mohesh with whom I had a pleasent drive. Grish, Hury, Raj Krishna, Shyam, Ram Tonoo, Gobind, Doorgadas, Mohesh came. It was a pleasant party till mid-night. Read Chatham's celebrated speech about the American war.

April 3rd···I read some correspondence between Dr. Robertson, Hume and Gibbon, the illustrious Triumvirate of contemporaneous historians The former seems to be held in the highest admiration. I felt strong response to Gibbon's love of retired life.

April 27th, 1839...The establishment of a *pathsala* near the Hindoo College upon European principles. Mr. Hare shewed us a plan, and a list of subscription to which I had made up

my mind to put down Rs. 50 which Mr. Hare did not seem to like.

4th June, 1839...Read an eloquent, learned and interesting article from *Blackwood's Magazine*. It was the review of Dr. Arnold's History of Rome. Some idea might be derived from the review in question as to the importance of the study of the History of Rome.

14th June, 1839.. At 5 O'clock came down to the College to see the foundation stone of the *Pathsala* laid by David Hare. one stone was made fast on the ground by masonary in which a hide hole was based. In it a glass bottle, stoppered and sealed, was deposited containing the newspaper of the day, and, as I was told, the modern coins. Above were two copper plates one of which was inscribed in English and other in Bengalee, giving the date and particulars of the *Pathsala* with the names of those who formed the College committee, and it was further added that the stone was laid by David Hare Esq., an old and respectable citizen of the Metropolis, with a few lines of well-deserved eulogium on this philanthropic individual. After the ceremony of laying the stone was over, Mr. Hare addressed those who were assembled around him, congratulating the public on the formation of this useful institution, but he was not audible, his voice being choked by the feeling that was uppermost in him. He was followed by Sir Edward Ryan who explained the object of the institution, laying great stress on the value of vernacular education, and concluding by a tribute of applause to David Hare. Prasanna Kumar Tagore spoke in Bengalee, and explainning the object of the *Pathsala* and dwelling on the public good which was likely to result from it. He spoke good Bengalee, and acquitted himself very creditably, considering he was quite unprepared for the task. I was strongly reminded the whole of this evening, of Mr Adam's views of education, and of his enthusiastic advocacy of the vernacular system. I wish he had been here to witness the change is comming round.

রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যে শোকসভা আহ্বান করে, সেই সভায় প্যারীচাঁদ মিত্রকে লেখা ডঃ মৌয়াটের চিঠি।

Ranchee—Chota Nagpur
12th February, 1868

My dear Friend,

Your note of the 8th reached me on my arrival here this morning, and I lose no time in replying to it in the hope that it may reach in time to make known to your meeting my estimate of the late Ramgopal Ghose with whom I was associated for so many years, from my intercourse with whom I always derived pleasure and advantage, and whose loss I mourn sincerely as that of one of my earliest and most esteemed native friends. My acquaintance with him began more than a quarter of a century ago, I scarcely could remember how long. On all the great questions of that time I used to consult him freely and frequently—and always with benefit. His judgement was sound, his views were large, and his simpathies were always enlisted in every matter leading to the advancement of education.

As a speaker and writer he had a singular command of pure and idiomatic English, and so thoroughly he identified himself with the subject he was discussing or advocating as to render it difficult to believe that English thought and expression were foreign to him, and that he had not been brought up in our English Household.

When I first thought that education in India had advanced far enough to need and warrant the establishment of universities, he was one of the first whom I consulted and to him, and to some other honoured native friends—one at least of whom is still alive—I submitted my plan sometime before it was seen by the Council of Education.

When I established the Bethun Society, he was one of those who met in my house and assisted me heart and sole in its early working.In fact I can look back upon to part my early

carreer in connection with education which is not associated with him.

As a citizen his worth and intelligence are as well known to you as they are to me. As a public man he was upright, disinterested and singularly free from prejudices , in private life he was charitable, hospitable to fault, and ever-ready to contribute to any good effects whether for the benefit of his own countrymen or of mine. He was in the highest sense of the word a just and upright man, and I know a few whose example I would more strongly recommend for immitation by his younger countrymen in the bright side of his character.

He was not without faults—which of us are—but his virtues so far outweigh his foibles that I can remember naught but good of him.

This is but a feeble expression of my estimate of Ramgopal Ghose, so long Bengal produces such sons she need have no misgivings as to her future place among nations.

Believe me my dear friend, ever your most truely.

F. J. Mouat

SPEECHES

I

A meeting of native gentlemen was held on the 25th November 1844 at the Hall of the Free Church Institution for the purpose of testifying gratitude to Sir Henry Hardinge, Governor General of India, relative to the appointment of educated in preference to uneducated natives in Government offices.

Babu Ram Gopal Ghose in moving the first Resolution which ran to the effect, that in the opinion of that-meeting its most grateful acknowledgments were due to Sir Henry Hardinge for his zealous interest in the cause of native education said :

Gentlemen,

I am very happy in proposing the first Resolution which I am quite sure will meet with the cordial approbation of every one present. I feel it therefore needless to say much in recommending it, but I cannot let this opportunity pass without bearing my testimony to the claims of the Governor General upon the gratitude of the Educated natives. His Resolution of the 10th October last, relative to the appointment of the Educated natives has imparted a value to the cause of Education which it long wanted. However others may have been surprised in seeing so liberal a Resolution on the hitherto neglected subject of Education issued from the fountain-head of power in India. I was not in the least surprised when I saw it in the Gazette. I was present when the Governor General presided at the last distribution of medals in the Hindu College and heard his speech with attention. Never did words more forcibly convince me of the ardent sincerity of the speaker than did the unaffected but stirring language of Sir Henry Hardinge on that occasion. I was prepared therefore to see the Governor General act as he has done. The practical results of this resolution will doubtless be perfected in due course of time, but its moral influence must operate immediately, and I look upon that as of the utmost importance. The simple fact of the Governor General taking the deep interest he has manifested in the cause of Education is calculated to render this great cause fashionable, and when a gene-

ral interest in behalf of Education is excited in the bosoms of our enlightend rulers, what moral and intellectual benefits may not be expected ! Education is the great and unfailing remedy for all the evils and disadvantages which the people of this land suffer.

Political, social and moral degradation is inconsistent with an enlightened education. Let us therefore hail the man who seeks to promote so good and great a cause—who, with his power and rank gives it the impress of authority, with our most grateful acknowledgment and cordial good wishes.

II

A large meeting of the Inhabitants of Calcutta assembled at the Town Hall on the 24th December 1847 to take into consideration the propriety of presenting an address to the Governor General upon the occasion of his departure from India, and alao for the purpose of obtaining some personal memorial to commemorate his eminent services to the empire.

The address being read, the Reverend K. M. Bannerjea proposed to add to it a few more lines distinctly indicative of the gratitude of the native community for the interest which the Governor General had ever taken in the cause of their education. The proposed amendment elicited a warm discussion in which Messrs. Turton, Hume and Colvile on one side and Revd. K. M. Bannerjea and Babu Ram Gopal Ghose on the other, took the most prominent part.

Babu Ram Gopal said :

Gentlemen, I regret that there should be a discussion upon the merits of the address. I for one think that in an address from the inhabitants of Calcutta, the want of any prominent allusion to the conduct of Lord Hardinge as the friend of native Education is an omission which I cannot but regret. This difference of opinion might have been avoided if the heads of the native community—by far the larger portion of the inhabitants—had been consulted in an address of this description. I am however willing to admit that the time has been too limited for taking the proper steps. If the addition proposed cannot be appended as it stands—at all events some plan may be adopted whereby we shall be enabled to put matters in their true light, so that Lord Hardinge may see that the character he

maintained as the friend of education endears him in the eyes of the nation as the best friend of their interests. We all feel that in extending the blessings of the British Government, the prosperity and the happiness of the people are greatly enhanced. It is all very well to say that in the comprehensive word "peace making" every thing is included, but is it meant to assert that the great causes of the advancement of civilization, the education of the people, the improvement of roads, and the opening of canals are to sink into insignificance ? Brevity may be the soul of wit, but you attempt to screw it down in this instance ;—it will not do. (Hear, hear.) Lord Hardinge expressed a glowing desire for the advancement of education among the native population, and the feelings he expressed made a deep impression upon me. From that moment I have felt a deep-rooted esteem for the Governor General, and would be very sorry if no allusion be made to Lord Hardinge as the friend and patron of native education.

The proposal was carrried.

Then with regard to the personal memorial to commemorate the services of Lord Hardinge, Sir Thomas Turton proposed the Resolution of obtaining a service of plate for Lord Hardinge himself and a portrait of him for the Town Hall.

Babu Ram Gopal rose and said :

Gentlemen, once more I come forward to object to the Resolution proposed. It is not for me to say that a better Governor General than Lord Hardinge never came to India, but upon this we are all agreed, that he was a good Governor General, and therefore we cannot come forward with anything less than a statue. If there is anything else, surely the munificent example of the Bishop of Calcutta* should embolden us to come forward with a statue. And surely a mere piece of plate and a picture not enough.

Mr. Turton.—A service of plate.

* Bishop Wilson had subscribed a large sum for the commemoration of the services of Lord Hardinge.

R. G. Ghose.—Be it so—a serviec of plate is not sufficient. Would that I had a purse as long as that of the Raja of Burdwan, I would certainly not be backward in putting down a good round sum towards the erection of a statue. Gentlemen, Sir Thomas Turton has alluded to the Sutlej Column, but I cannot see that there is any connection between that and the memorial under discussion. The Sutlej Column is a tribute of esteem paid to the Governor General by his Honourable Masters, but what has that to do with the affection, the respect and the gratitude of the Community— feelings which it would be paltry to attempt to express by anything lecs than a statue to the memory of our benefactor.

Colonel Ramsay seconded the motion and it was carried.

To this speech is attributed the beautiful Equestrian Statue of Lord Hardinge which graces the *maidan* of Fort William.

III

A large meeting of the natives of India was held on Friday the 29th day of July 1853 for the purpose of taking into consideration the propriety of petitioning Parliament on the subject of Sir Charles Wood's ministerial scheme of 3rd June 1853 for the better Government of India.

Babu Ram Gopal Ghose in seconding the resolution which ran to the effect,—"That this meeting having deliberately considered the Ministerial Scheme as developed in the speech delivered by the President of the Board of Control in the House of Commons on 3rd June last, is of opinion that the Scheme is not satisfactory, and will greatly disappoint the just and reasonable expectations of the Native Community," said :

Gentlemen, I have come prepared to offer some remarks upon several points in the Ministerial Scheme for the Government of India, and on the speech of Sir Charles Wood in support of it in the House of Commons ; but I fear, densely crowded as the Hall is, it would be impossible for me to deal with the subject at that length at which it was my intention to discuss it. A few of the more salient points, however, which appear to me to disfigure the Ministerial Scheme, it is important I should not pass unnoticed. We all know that in the Charter Act passed by the Parliament twenty years ago, it is expressly

provided that no native of India, whether Hindu or Mahomedan, shall, by reason of his creed, color, or birth, be excluded from appointments in the Covenanted Service. We also know that this provision has in reality been made a dead letter, and that the exclusiveness of the Civil Service has been preserved intact. (Hear, hear.) To arrive at a just knowledge of the wrongs and wants of India, the House of Commons appointed a Committee to examine witnesses upon the administration of the country and the condition of its people. The evidence so taken must be admitted to be one-sided ; for of the forty-four witnesses examined, only two were natives ; and of the remaining forty-two, nearly all were either servants of the existing Government, or in some way or other connected with it. (Hear, hear.) In dealing with this one-sided evidence, the President of the Board of Control was cautious to select a few morsels which tended to condemn the character of natives, but studiously to keep out of sight the many proofs, contained in that evidence, of their claim to political advantages from which they are now debarred. (Hear, hear.) Yet biased as this testimony was, and ingeniously construed as it has been to the prejudice of the people of this country, I can clearly shew that privileges to which we have an undeniable right, have been most obstinately withheld from us.

Gentlemen, the plan proposed by Sir Charles Wood with reference to appointments in the Covenanted Civil Service is this—that, under certain regulations, to be framed by the Board of Control, subject to the approval of Parliament, the admission to Haileybury shall be thrown open to "unlimited competition" —that, with regard to the scientific section of the Indian Army, the admission to Addiscombe shall, in like manner be thrown open to public competition : and that a similar course shall be pursued as to the appointement of Assistant Surgeons. The plain meaning of this is, that the institutions of Haileybury and Addiscombe are to be preserved. To throw them open to unlimited competition will doubtless be to yield an important concession to, and confer a great boon upon the public of

England ; but so long as they are kept up—so long as they are maintained as the only media through which candidates can enter the Covenanted Service, so long will the whole one hundred and fifty millions of this country be shut out from the advantages to which they open the way. (Loud cries of hear, hear.) True it may be said that as the competition is to be "unlimited," the natives may send their children to England to pass through Haileybury or Addiscombe to qualify them for one or other of the branches of the Service, but am I to be told that with the mere chance of obtaining appointments, natives are to send their children to England without their families around them, without their friends to guide them, to be left there in the midst of strangers ? (Hear, hear.) Gentlemen, I will not on the present occasion wait to consider the objection urged by my countrymen to the crossing of the ocean on the score of caste ; it will be enough to say that it is impossible for any native parent or guardian, with any natural or kindly feelings of affection, to trust his child or ward to the care of strangers who cannot sympathize with his feelings, and in a clime which is not congenial to his constitution. But this is not all. A belief prevails that even if the children of natives were sent to England for education, they would still be excluded from the Covenanted Service : and this belief seems to me to be confirmed by the intelligence brought out to India by the Steamer which has arrived this morning. I have read it in a newspaper-extra only this moment, and found from it that the competition for admission into Haileybury and Addiscombe are to be thrown open only to the "natural born subjects of the Crown." Now, I am not a lawyer, and cannot undertake authoritatively to define the meaning of that phrase ; but I fear, it means only those subjects of the Crown who are born in Great Britain. I say this under correction ; but if that be the meaning of the expression, there is an end even of the hope of a single Hindu or Mahomedan family sending their children across the ocean to compete for the prizes of the Covenanted Service. (Loud cries of hear, hear.)

Another feature in Sir Charles Wood's scheme calls for remark. The constitution of the Legislative Council is to be such that native views, native feelings, and native talents, are not to be represented in it at all. (Loud cries of hear, hear.) I do not pretend to say, nor have I ever pretended to say, that the natives should have a preponderance of votes in that Council. But I contend that no one can sufficiently understand the customs, sentiments and prejudices of the natives of this country without being a native himself. (Hear, hear.) To a foreigner, however intelligent and however observant, this will be the study of a life-time. And yet, the Ministerial Scheme provides in effect that no native of India shall be a member of the new Legislative Council. The grounds and reasonings upon which this exclusion is founded, seem to be various. I am prepared to enter into all of them, but the overwhelming crowd and heat, and the growing darkness will prevent me. I must call attention, however, to one fact. It has been declared by some half-a-dozen witnesses before the Commons' Committee, that the natives of this country are not universally incompetent to hold the highest appointments in India. Sir Erskine Perry, Sir George Clerk, Mr. Malcom Lewin, were among the number. Not only, however, have these gentlemen borne their testimony to native talent and ability, but even Mr. John Clark Marshman—that veritable "Friend of India" (Laughter, and hear, hear) has said that, as far as native talent has been employed in aid of the administration of the country, it has worked most beneficially—(Hear, hear.) and that he has known of Moonsiffs passing decisions as good as (nothing can be better !) those of the Sudder Judges themselves. (Hear, hear.) Mr. Halliday, again, who contends most obstinately against the appointment of natives to the Legislative Council, still admits that there are natives as fully qualified as any Englishman to sit in it. His words are,

"I do know persons [meaning natives] who are quite as fit or nearly so, to sit in the Legislative Council as any Englishman of my acquaintance."

After this, Mr. Halliday goes on to say that, with a very

few exceptions, the educated natives of this country break down after a certain age—that they have the utmost distrust in their own countrymen—that they have the most implicit confidence in the incorruptibility, integrity, and competency of the European Judges ; but that though he himself bears testimony to the character of native judicial officers, the natives as a body, do not do so. (Loud cries of "no—no".) How far this is true, I leave it to the meeting to judge. Mr. Halliday in illustration of this statement that the natives have no confidence in their own countrymen, gives the following example :

"I am sorry to say that there is a very strong tendency amongst the natives to regard with unappeasable Jealousy, amounting to animosity, any member of their own class raised above themselves, especially among the natives of Bengal, with whom I am most familiar. I will give a recent instance of it, which was very well known in Calcutta at the time I left. Lord Dalhousie took what was considered one of the boldest steps towards the advancement of the natives which had been taken for many years, viz, the careful selection and appointment of one of the very best of them —a man against whom his fellows could not possibly utter one word of accusation or reproach He was a Hindu of high caste and high family, who had borne an irreproachable and unreproached name in the public service for many years. This man, Lord Dalhousie. very much to the annoyance of a great number of English claimants and particularly to the annoyance of the English bar [cries of ' 'no, no, no," from some English gentlemen present] who were candidates at the same time for the office of which I am about to speak, appointed as stipendiary Magistrate of Clacutta. He had on that occasion to sustain, not only the very loudly expressed anger of the English claimants, but the still more loudly expressed annoyance of the natives ; and the natives exhibited in so many ways their jealousy and dissatisfaction with this appointment, arising simply out of the fact of this man being placed over their heads, that he repeatedly came to me, and to other friends to complain of the bitterness of his position, and the pain and misery which had been brought upon him by the constant attacks, public and private, and the annoying petty jealousy which he had experienced from his countrymen in consequence of his elevation

Gentlemen, I am extremely sorry to inform the meeting. that this is entirely incorrect. (Cheers) I do not presume to call motives into question. I wish that others should judge of me with charity—with liberality, and I can have no right to expect that they will do so unless I judge of them in the same spirit. (Loud cries of hear, hear.) I wish it to be clearly understood that I do not impute any improper motive to Mr.

Halliday : I believe Mr. Halliday has heard something about jealousy and that without wishing to misrepresent, he has involuntarily worked up this something, from step to step to the statement he has made before the Committee, which is as groundless as it is sweeping. When I first saw the statement in the Blue Book, I knew, from conversations which I had had with Mr. Halliday himself, that it was a mistake ; for Mr. Halliday had told me personally something to this effect—"Well, our-friend Hurro Chunder seems to be very thin-skinned. He is making himself very uncomfortable about some newspaper paragraphs which he knows well, proceed from a certain quarter only." To this, I replied—"Oh ! this sensitiveness will soon wear away : his skin will soon get tougher," (Laughter.) "and he will then begin to laugh at these attacks." It will be seen from this that when Mr Halliday spoke to me about these attacks, he spoke of them, not as coming from the natives generally, but "from a certain quarter only." (Hear, hear.) Still not satisfied that I might not have misunderstood Mr. Halliday, and not knowing for certain that Babu Hurro Chunder Ghose might not have said unknown to me what was imputed to him, I thought it fair, and just, and prudent to call upon the Babu, point out to him the passage referring to him in the Blue Book, and ask him if it was a correct representation of what I had stated. Babu Hurro Chunder Ghose's reply was that he very much regretted to say it was not— Loud cries of hear, hear) and that Mr. Halliday, when he made it, must have been labouring under a mistake. I give importance to this passage in Mr. Halliday's testimony, because Sir Charles Wood has quoted it, or rather garbled it, in his speech ; for it the report in the *Times* is an accurate one, Sir Charles' is a garbled quotation, as it differs from Mr. Halliday's words in the Blue Book ; (Hear, hear,)— and I am the more anxious to give this open contradiction to the misstatement lest (should I or Babu Hurro Chunder Ghose happen to die without noticing it) the stigma which it conveys will adhere to the whole nation. (Hear, hear.)

Now, let the meeting mark and wonder at the inference

which is drawn from Mr. Halliday's statement by the high statesman who is to rule over the destinies of India :

"That is the very reason for not appointing a native to the office. I am anxious that natives should be employed as extensively as possible in situations for which they are fitted ; but it cannot be agreeable to a native to be placed in an employment in which he becomes an object, not of envy but jealousy, to those around him, who, had they our feelings under such circumstances, would be proud of their countryman's elevation."

The insinuation here is broad that the natives in India will not be proud of the elevation of there countrymen. This is not the fact ; for, to speak of the particular case in question, I have heard from the lips of several of the unsuccessful native applicants, with whom I am acquainted, expressions of the highest satisfaction at the appointment of the successful candidate—their feeling in the case was that of the Spartan—they rejoiced to see one of their countrymen found worthier than they were. (Loud crise of hear, hear.) I state this at the present meeting in order that the actual truth may not rest with me and Babu Hurro Chunder Ghose alone ; and for this purpose, to strengthen the contradiction, I wrote to Babu Hurro Chunder Ghose a letter on the subject, and have received his reply, which, if the meeting desires it, I will not object to produce. (loud and repeated cries of "produce them—produce them.")

Here then is the letter which I addressed to Babu Hurro Chunder Ghose :

My Dear Hurrochunder,—I have read with very great pain the evidence given by Mr. Halliday before the Committee of the House of Commons on the 18th March last. You will see from his answer to question No. 2019, that in his opinion, the natives of Bengal regard the elevation to official position of any member of their own class with unappeasable jealousy amounting to animosity. And in proof of this statement Mr, Halliday avers that in consequence of your being appointed a stipendiary Magistrate of the Calcutta Police, you had to sustain the loudly expressed annoyance of the natives, and that their jealousy and disappointment with your appointment were exhibited in so many ways that you went to him repeatedly and to other friends, to complain of the bitterness of your position and the pain and misery which had been brought upon you by the constant attacks, public and private, and the annoying petty jealousy which you had experienced from your countrymen in consequence of your elevation.

As I have never heard from you or from any of your friends, whether native

or European, that you ever made such a complaint, or that you had any cause to make it, I would beg you to reply to me in writing whether the statement made by Mr Halliday is correct or otherwise.

Yours &c.
(Sd) Ramgopal Ghose.

Calcutta, 22nd July, 1852.

And now I will submit the reply of the stipendiary Magistrate, the envied man, poor fellow ! (Much laughter.)

"My Dear Ramgopal,—I am very sorry to notice Mr Halliday's statement, and I regret to say that he must have evidently misunderstood me. I never complained of my countrymen generally ; for I really had no cause whatever for doing so When I did speak to him, to you and my other friends of annoyance, I alluded, not to my countrymen generally or as a body, but to a certain quarter whence I believed for social reasons all those annoyances, proceeded

I remain, yours, &c.
(Sd) Hurrochunder Ghose

July 23, 1852.

It is not necessary for me to say on this point, more than this—that, not only is Mr. Halliday's statement as must now be seen, entirely unfounded, but that the annoyances to which Babu Hurro Chunder Ghose was subjected, originated in a certain contemptible quarter. (Hear, hear.) Ninety-nine out of a hundred among those who are near me are aware of this fact. It is not right and proper that, in this place, I should enter into particulars concerning the miserable clique from which the attacks really emanated ; but since from those attacks has originated—however unreasonably—an unjust imputation on the national character—and since Sir Charles Wood has made use of that imputation as a peg upon which to hang a rope for the necks of the children of India, I cannot forbear alluding to them in so pointed a manner. (renewed cheering.)

If I go on speaking from this time until day-dawn, I shall not even then be able to exhaust all that may be said in condemnation of the Ministerial Scheme. But the evening is advancing, and other speakers are to follow, I must, therefore, be brief.

I beg to refer to the important subject of education.

The Earl of Albemarle, Lord Monteagle, and other peers in the Upper House, have expressed the noblest sentiments upon the question. They have contended that, without any reference to ulterior effects—without any reference as to whether improved education would so qualify and strengthen the natives, as ultimately to supersede the necessity of British rule and British supremacy in the East—the Government of the country were bound to impart to the natives highest order of education in their power. (Loud cries of hear, hear.) After the remarks, I have made about Mr. Halliday, it gives peculiar pleasure to add that that gentleman fully shares in these dignified and noble sentiments. He has boldly declared "I go the full length of saying that I believe our mission in India is to quality them (the natives) for governing themselves."

Now I argue—whether reasonably or not, let the public of India and of England judge—that the system which proposes to educate the inhabitants of this country in as high a degree as they can be educated, and at the same time to slap the door of exclusion in their faces from the higher prizes of the public service, is an anomaly in itself, and a cruelty to them. (Hear, hear.) It is to impart a propelling impetus to the mind of a nation, and then raise an adamantine wall to stay its progress—it is to communicate an upward spring to the energies of a people and then hold over them a ponderous weight—a mountain of lead to crush them down. (Cheers.) Such a system is absurd and inconsistent in the extreme. It will be tantalizing the educated youths of this country—it will be trifling with the hopes and aspirations of a nation. Better far to declare openly that India shall be governed, not for the benefit of the governed, but for the sole advantage of the governors. Better to do away at once with the freedom of the press and at one fell, swoop abolish all vestiges of any political rights and privileges—prohibit all public meetings, and proclaim through the length and breadth of the land, that the hand that writes a petition be lopped off on the block ! But God be thanked, that such a course of conduct is utterly impossible in the present day,

and under the Government under which the natives have the good fortune to live. Even if educational institutions be not extended and improved, the progress of knowledge must now be irrepressible. With a free press around them, and the growing intercourse of natives with Europeans, it is impossible to stay the rolling tide of improvement. What then is the obvious policy which Great Britain should adopt towards this empire? Certainly, to give to the natives an enlightened English education. When so educated, let them be tried here by the same test as is proposed to be applied to English candidates in England. And, if any one of the native candidates be found successful, let him no longer be thrust aside from entering the pale of the privileged service. I feel assured, that this simple act of justice will entitle Great Britain to the lasting gratitude of a nation, and she will build her supremacy upon a rock guarded by the bulwark of millions of faithful hearts. (Loud and repeated cheers.)

IV

A public meeting convened by the Sheriff of Calcutta for the purpose of considering the propriety of presenting an address to Her Majesty the Queen on her assuming the Government of British India, expressive of their dovoted loyalty, took place on the 3rd of November 1858.

Babu Ram Gopal Ghose spoke on the occasion to the following effect:

Gentlemen,

Since I came into the room, I have been requested to second the Resolution which you have just heard read. I consider it a privilege and an honour to have been requested to do so. I feel that I am somewhat in a false position, inasmuch as I see around me many of higher rank and of greater influence among my countrymen who would have more worthily and ably represented the native community on this important occasion that I can pretend to do. But, at the same time, my intercourse in life has been so much with Englishmen and I know so much of the vast resources, the great power and the great goodness of the English people, that I do not feel myself altogether incompetent

to offer an opinion on these points. If I had power and influence, I could proclaim throughout the length and breadth of this land, from the Himalayah to Cape Comorin, from the Bermhaputra to the Bay of Cambay, that never were the natives more grievously mistaken than they have been, in adopting the notion thrust upon them by designing and ambitious men, that their religion was at stake ; for that notion I believe to be at the root of the rebellion. (Cheers.) They do not understand the English character—they do not understand the generosity and benevolence of the Governing Power, the even-handed Justice with which that Power is willing and anxious always to do that which is right between man and man without any reference to the fact whether the man belong to the governing or the governed class. (Hear, hear.) If all this were known, where could be rebellion in this land ? Certainly, there would have been no such outbreak as that which recently shook the foundation of the Empire. The only remedy is education. Nothing has distressed me more among the late acts of the Government than the positive prohibition of incurring expense on the score of education. (Hear, hear.) Lord William Bentinck, a name which must ever be remembered with reverence, in reply to the address which was presented to him on the occasion of his departure from India, said, after enumerating all the evils, all the oppressions, all the grievances under which India labours, that the first remedy was—Education, that the second remedy was—education, and that the third remedy was—Education. (Cheers.)

But to come round to the point—I have read the proclamation of Her Majesty with great pleasure, with awakened feeling—with tears when I come to the last paragraph. (Cheers.) A nobler production it has not been my lot ever to have met with in my life. The justest, the broadest principles are enumerated therein. Humanity—Mercy—Justice breathe through every line, and we ought all to welcome it with the highest hope and the liveliest gratitude. Depend upon it when our Sovereign Queen tells us—"In your prosperity is our strength, in your contentment our security, and in your gratitude our best reward"—the

future of India is full of encouragement and hope to her children. What could have been nobler or more beautiful—what could more have dignified even the tongue of a Queen than language such as that ! Let us kneel down before her with every feeling of loyalty. Let us welcome the new reign with the warmest sentiments of gratitude—the deepest feeling of devotion. (Cheers.) Gentlemen—I came perfectly unprepared to address you, and will detain you no longer, but conclude by saying that I feel no small pleasure in having had the opportunity of seconding the Resolution.

V.

At a public meeting held at the Hall of the British Indian Association on the 12th July 1860, to commemorate the memory of the late Babu Hurrish Chunder Mookerjea, the first Resolution was moved by Babu Ram Gopal Ghose.

He said, unfortunately, owing to the absence of Rajah Protap Chunder Sing, who was to have moved the first Resolution, the duty had devolved on him. He had accepted the duty with some hesitation as he felt that there were others who could have done better justice than he could, to the memory of their late lamented friend. He felt a kind of melancholy pleasure in addressing the meeting, but however sad and sorrowful the occasion might be, there was some pleasureable sensation which arose in his mind to do honour to him to whom honour was due. It had been a custom from time immemorial in this country that the memory of the dead should be remembered and respected. Whatever might be the failings of the character of our countrymen, they had never been open to the charge that they were wanting in that duty. He had the honour of the acquaintance of Hurrish Chunder Mookerjea for the last ten years. The first time he met him it struck him that he was a man of latent genius which was just developing itself. And his genius did develope itself most remarkably. His connection with the British Indian Association did it an immense deal of good. The resignation of Babu Prosonno Coomar Tagore left a gap which was ably filled by Hurrish Chunder. He

(the speaker) had been a good deal accustomed to committee work, and had noticed that members of a committee were usually divided into two sections, one of which did the work and the other merely concurred, and Hurrish belonged to the former. He never complained of work, candle light, or no candle light. Even after office hours, he laboured arduously and became a great prop of the British Indian Association, the only native political body on this side of India. Thus he became entitled to the gratitude of his fellow-countrymen, but it was not only in that capacity : in many others he was so entitled. As the editor of the *Hindoo Patriot* he rendered invaluable services to the cause of native amelioration and native advancement. When that paper was first started, a great question came under discussion, namely, the Charter Act. In the elucidation of that measure he took an active and prominent part. Subsequently when the Mutiny broke out, the *Patriot* proved at once a source of strength both to the country and to the State. They were all aware, and they could not shut their eyes to the fact, that that enormous evil had created a great antagonistic feeling between the two nations. He would say as little as possible on that irritating subject, but he could not help saying, that here their friend stemmed the tide with a bold front, and at the same time endeavoured in every possible way to promote allegiance to the Crown throughout the land. Those services should not be forgotten, and when alluding to him, he ought to remark, that he was not defending all the views taken by Hurrish Chunder or that he coincided in all the opinions expressed by him. In certain points he entirely differed from him, but what he admired in the man was the singleness of the purpose to which he was devoted—a singleness which he believed was deep-seated and unwavering. It was not only on these grounds that he urged them to pay a tribute to his memory, but he would put it on still higher grounds. Hurrish was not simply a minute writer or a committee man or a public writer. He gave the entire energy, the little time he could spare, not only in writing for his own paper but in assisting others. Whenever

a man was in distress and wanted help, he had only to go to Bhowanipore ; there Hurrish was ready to assist him, no matter how humble an individual he was. If he could but impress Hurrish with the idea that his cause was a just one, he was sure to receive support. All his time was taken up in writing petitions and calling upon his wealthy friends to advocate the cause of the poor. That was a bright trait in his character. Now that he was gone, it behoved them to do something to perpetuate his memory. In a country like this, and under a Government such as they had, it was impossible to expect native talent and native genius to be appreciated and promoted. They were not living in a free country ; or under a representative government. He did not find fault with the existing rule ; perhaps it was the best they could have under present circumstances ; but with an exclusive Civil Service and no outlet for career there was no stimulus to exertion. It was therefore extraordinary, that a man of Hurrish Chunder's circumstances, could have done so much as he did. On one occasion it was proposed that they should depute a special native agent to England. Hurrish was consulted, and they all thought he was the best person whom they could depute. He did make up his mind and he would have gone, had not, as they were all aware, social ties and social customs prevented his doing so. That ponderous machinery—caste—has unfortunately been a bar to their improvement and advancement, and owing to that mischievous clog he was obliged to forego a career which would have led him on to fame and fortune. The good government of his country was always uppermost in his thoughts, and he made the promotion of it his life-work. He could not find words to describe how thoroughly devoted was Hurrish to make himself useful to his country. His pecuniary circumstances were not of a very cheering character. Though an unprofessional man and not a Regulation lawyer, his intelligence and his remarkable penetration would have made him a first rate pleader in the Sudder Court. He (the speaker) had once urged him to become one, and he had also urged him to follow the line of business, he himself had been engaged in for

the last thirty years. In réply Hurrish had said that his master (he did not know the name of the gentleman) had been kind to him, (the speaker was informed that it was Major Champneys) and that if he were to follow the business of a lawyer or merchant, he would have to devote all his time to his desk. "I have," added he, "no money to give ; only my time and my labour." The reply was characteristic ; it at once spoke the man. As there were other speakers to follow he wold not detain the meeting any longer, but would move the Resolution, which was as follows :

"That this meeting desires to record its deep sense of the grievous loss which the native community has suffered by the untimely and lamented death of the late Babu Hurrish Chunder Mookerjea, who devoted, with untiring energy, his rare abilities in promoting the best interests of his countrymen."

VI.

A public meeting of the native inhabitants of Calcutta to take into consideration the official conduct of Sir Mordaunt Wells, a puisne judge of Her Majesty's Supreme Court in Bengal, who from the bench called the natives a nation of perjurers and forgerers was held at the mansion of Sir Raja Radhakant Deb Bahadur, K. C. S. I. on the 26th August 1861.

Babu Ram Gopal Ghose in seconding the third Resolution, which ran to the effect : That the managing committee of the British Indian Association be requested to carry out the Resolution of adopting the memorial (which was read out in the meeting) for transmission to the Secretaty of State with a view to represent to Her Majesty's Government the following circumstance, viz., that this meeting desires to record, not without feeling of regret, that its confidence in Justice Wells has been impaired in consequence of his frequent and indiscriminate attacks on the character of the natives of this country, with an intemperance inconsistent with the calm dignity of the bench as well as his repeated and indiscreet exhibition of strong political bias and race prejudices which are not compatible with the impartial administration of justice, said :

Gentlemen, being requested to move the third Resolution I have the honour to submit it for your approval. On this occasion I appear before you with no small degree of reluctance, not because I disapprove the step you have taken—not in the least—I go the whole length with the requisitionists in the important object for which they have assembled—but because it is a painful task to condemn a man's acts. You have met to condemn and not to do honour.

Gentlemen, you have often met in crowded assemblies—but the object was a far different one from the present,—it was to do honour to a man for his great public acts. Certainly I do not think that within the last quarter of a century you ever met to find fault with the official conduct of one holding the high and eminent position of a judge of Her Majesty's Supreme Court. It is impossible to say you have not reasonable grounds for the step you have taken. You have felt it a duty you owe to yourselves to represent to higher authority the conduct of a man who has stigmatized you as perjurers and forgerers, and you have taken such a step reluctantly and sorrowfully. It may be said, and in fact I have heard it said that you sympathize with crime and criminals and that you wish to oppose those whose duty it is to repress crime. I can lay my right hand upon my breast, and I have no doub't the whole meeting can do the same and declare that I have no sympathy with perjures or forgerers, and I would go along with any man to suppress such crimes. No one can deny that such crimes do exist in India or in Bengal, -- do they not exist in greater or less degree in every part of the world ? But surely because one or two cases have been found, it is not to be tolerated that a whole people should be condemned and charged with being perjurers and forgerers—nor is to be said, that it is a trait in the native character to commit either perjury or forgery. It is high time that you should meet, and in a respectful manner represent to Her Majesty's Government the insult that has been offered you, and you ought by constitutional means to suppress those attacks by appealing to the highest authority in the land. I am glad to see the meeting so well attended. In fact I have never seen so crowded a meeting —and am I to be told that hundreds and thousands of natives have rushed into this magnificent Hall of the leader of their society for the purpose of showing their vindictive feelings ? If their feelings had not been roused by the conduct of the learned judge why should they be here ? Those feelings however are not vindictive but the most honourable, for they are actuated by them to defend their own national character by the most cons-

titutional means. I will not detain the meeting longer, but move the Resolution.

VII

A public meeting of the inhabitants of Calcutta was held at the Town Hall, on Tuesday, the 25th February 1862, for the purpose of testifying public respect and gratitude to Lord Canning on the occasion of his departure from India.

Babu Ram Gopal Ghose in seconding the Resolution which ran to the effect : That the meeting desires to record its high sense of the eminent public services of the Right Honourable Earl Canning during his administration of British India, marked as his career has been by consummate ability and rare judgment, by unswerving rectitude of purpose and by a large, liberal and enlightened spirit of justice and mercy which have secured for him the gratitude of the teeming millions of this country, said :

Mr. Sheriff,

I have been asked to second the resolution which has just been proposed. I rise to do so reluctantly, not because I do not feel a warm interest in the cause that has brought us together to-day, but because I feel I shall be unable to do justice to the subject of the Resolution, in consequence of having been suffering from an ailment for some days past. I am however persuaded that to such an audience as I see before me, little need be said to commend the Resolution for their adoption, as I know the feeling is universal among native gentleman of all classes, that our most cordial acknowledgments are pre-eminently due to the departing Governor General. Sir, I cannot pretend to pass in review all that has transpired during the six eventful years of Lord Canning's administration. I will however briefly allude to the leading features of the policy, which has guided him in the government of these vast territories. You will remember, gentlemen, that a little more than twelve months after he landed in India, the mutiny of the native army broke out, and the terrible misdeeds and horrors to which it led, shook the Empire to its very base. In those perilous and momentous times, the Head of the Government had a most onerous duty to perform. In the midst of those dangers and difficulties, it was impossible to have re-established peace, good order and prosperity, without being guided by consummate wisdom and fore-

thought, without a courage truly heroic, without an adamantine firmness of purpose to deal out even-handed justice—retributive justice where retribution was called for, justice tempered with mercy, where considerations of a contrary nature evoked into exercise that divine attribute of the human heart. Lord Canning has lived to witness the complete success of his policy. Where confusion reigned, order has been established. Where rebellion reared its gory head, contentment has been restored. Peace and plenty now shine forth where bloodshed and disorder were rampant. Lord Canning's policy was to punish the wicked, to encourage the faithful, and to win over by conciliation the wavering subjects of the British Crown. True it is, that Lord Canning has past through the greatest crisis in the history of British India, and "Time the corrector where our judgments err" has now proved the excellence of the policy. Following upon the Mutiny, came the embarrassing financial difficulties of the country, very much aggravated as they were by the Mutiny itself. The various measures taken to overcome them were subjects of the most anxious attention to the Governor General. The success which has attended them prove how well they were generally adapted to the end in view. True, he had been ably aided in these measures by his talented colleagues, but as every act required his *imprimatur*, we may not unfairly identify them with the Viceregal policy. The measures adopted were on the one hand that of retrenchment, and on the other of new taxation. None will quarrel with the former, but there will always be a difference of opinion as regards the latter. I however for one have always considered the Income tax a just one in principle. It has doubtless been felt by many a personal hardship, but it cannot be denied that if we wish to enjoy the blessings of peace, it is our duty to contribute our quota towards the expenses of maintaining it. I believe, Sir, the Government sincerely desires to make the burden as light as possible, as has just been proved by the crowning act of Lord Canning's administration. Need I say I allude to the abolition of the License tax, which is an earnest that whenever taxation can be

safely dispensed with, the government will not be backward in relieving us. Depend upon it that if the present flourishing state of the finances goes on prospering, the time is not distant when the Income tax as well will be repealed.

Hitherto whether intentionally or otherwise, we have seen each successive Governor General bent upon an aggressive and agrandizing policy ; that of Lord Canning has been one of consolidation, placing the affairs of the Empire on a sound and broad basis so as to bring forth the fruits of peace and contentment. In confirmation of what I say I need only allude to the settlement of Oude and of the Punjab, to the consolidation of the Nagpore Provinces and, last not least, to the amalgamation of British Burmah. All these are proofs of Lord Canning's anxiety to place the affairs of the State on that consolidated basis, upon which depends the safety of the Empire.

During Lord Canning's administration great advances have been made in the material improvement of the country. The progress of railways has been latterly satisfactory—great improvements are taking place in steam communication between the different portions of this vast Empire. Great efforts are making for encouraging the growth and export of cotton from India. Considerable expenses have been sanctioned for the construction of what may be called cotton roads. The redemption of Land tax and the sale of Waste lands in fee-simple are two large measures of the greatest importance which have lately been passed. They are fraught with future benefit which will prove alike advantageous to the people and the State. The unrestricted right of adoption which has been conceded to the Chiefs and Princes cannot fail to be grateful to them. It has indeed been already hailed with the warmest feelings of grateful admiration. Such are some of the benefits which the departing Governor General has conferred upon the country. Can we then remain silent on the occasion of his departure ?

There is one point and I believe one point only in Lord Canning's policy on which I have heard a difference of opinion.

It has been said that at the time of the Mutiny, he leand too much towards clemency and conciliation. I do not desire to reopen this sore subject, but this much I might safely say, that, speaking from a native point of view, the more I think of his Lordship's conduct during that dangerous period, the stronger is my sense of gratefulness. When the cry was vengeance, ruthless vengeance, who stepped in between the hangman and his victim ? Who saved the innocent from being embroiled with the wicked ? Who infused into the heart of the avenger a sense of justice ? In the midst of scenes of devastaion and massacre, Lord Canning appeared indeed as if he were the protecting Angel from Heaven. It would therefore ill become the native community if they did not cheerfully tender to him their most grateful acknowledgments for the good that he has done to them. Thanks to that education, which has been so rapidly extending under the fostering care of Lord Canning, there are now thousands, aye, tens of thousands throughout the length and breadth of these vast territories who do understand, and, understanding, appreciate the policy of Government. And amongst these thous ands, Sir, I am certain there is not a pulse that will not throb the quicker as they pronounce a benediction upon the departing Governor General, there is not a tongue that will not raise its voice of commendation, there is not a heart that will not glow the warmer, and glowing, bless him who has showered so many blessings upon them !

VIII

At an ordinary meeting of the Calcutta Justices of the Peace, held on Monday, the 7th March 1864, Mr. V. H. Schalch, Chairman of the Corporation laid the following letter on the table:

From F. R. Cockerell, Esq.,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

To the chairman of the Justices of the peace, Calcutta.

Fort William, the 26th February, 1864.

Judicial.

Sir, I am directed to forward a copy of a letter addressed this day to the Commissioner of Police, and to request that the Justices will give their immediate

attention to the absolute necessity of putting an entire stop to the practice of burning dead bodies within the limits of the Town, or on the banks of the river, and of skinning animals at the Nimtollah ghat, or elsewhere, where the practice is a nuisance to a populous neighbourhood.

2. The practice of burning the dead and skinning animals at the Nimtollah and the adjoining burning ghat, besides being a disgusting nuisance in itself, leads directly to the still more disgusting practice of throwing the bodies of men and animals into the river, and cannot be permitted to continue any longer. It is a reproach to a civilized Government that, in a city like Calcutta, the practice of burning the dead at a public ghat, though sanctioned by long custom and possibly by religious sentiment, should have been allowed to prevail so long, to the detriment of the general health of the community and of public decency.

3. The Commissioner of the Nuddea Division will be directed to give personally, and through the Magistrate of the 24-Pergunnahs, every assistance to the Justices in obtaining and setting apart some suitable place outside the Town and the suburbs, for the cremation of the dead ; and the Justices are requested to make early arrangements for providing such a place (or more than one if necessary), and for enabling the public to make use of it, so that all burning grounds within the Town may be closed as soon as possible.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
F R. Cockerell,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

The Chairman also submitted with a few introductory remarks the Report of the Conservancy Committee on the subject. The following paragraph gives the Committee's opinion on the point at issue.

After some discussion the members of the committee were of opinion that the burning ground should remain where it is. It creates, they state, no nuisance either to the European or native inhabitants of the Town : the immediate neighbours do not complain ; and its removal to Cassy Mitter's ghat would cause great inconvenience, it being the practice among Hindus, that deceased persons should be carried to the burning ground by their nearest relatives, who have to walk barefooted to the place of cremation. The Committee, at the same time, are of opinion, that, but for the grounds stated, the removal of the burning ghat to Cassy Mitter's ghat would be an improvement on the existing plan ; but as this is a subject of very great importance to the native community, they would recommend that it receive the fullest consideration of the Justices at their next ordinary meeting.

Babu Ram Gopal Ghose rose and said :

Mr. Chairman, I rise to support the Report of the

Conservancy Committee and to propose that it be adopted by this meeting.

The Government has desired three things to be done. First, that the skinning of animals should be discontinued at the Nimtollah ghat, which should be done at some other locality where there is no populous neighbourhood. The natives are not only willing that this should be done, but they would esteem it as a boon. Steps should be taken at once to effect this most desirble change. The next subject is the practice of throwing dead bodies both of men and animals into the river. I admit at once that the practice is most objectionable, and I quite concur with the Government that means should be immediately adopted to discontinue it. To suffer it to remain would really be contrary to the laws of decency and of hygiene. I do not therefore in the least object to stringent measures being taken to stop this pernicious practice. Punish it as severely as you like. The Lieutenant Governor has already pointed out to the Commissioner of Police how it is punishable under a certain Section of the Penal Code. Thus far, Sir, I cheerfully go with the Government, but no further. I stop here ; for I am firmly opposed to any interference on the part of the executive Government in regard to the removal of the burning ghats. We have been created by legislative enactment a body corporate for the purpose of managing the municipal affairs of the town, and the management of the burning ghats is a part of our duty. I deny that the necessity has arisen for removing them, but should such necessity ever airse Section CCX defines what ought to be done. It runs thus :

If, upon the evidence of competent persons, the Justices with the sanction of the Government of Bengal, shall certify, in manner herein-after provided, that any burial ground or place of burial or any places used for the burning of corpses, is in such a state as to be dangerous to the health of persons living in the neighbourhood thereof, or that any church or other place of public worship is dangerous to the health of persons frequenting the same, by reason of the state of the vaults or graves within the walls of, or underneath, the same, or in any churchyard of burial ground adjacent thereto, and shall also certify that a fitting place for interment or burning (as the case may be) exists within a *convenient*

distance and is available, it shall not be lawful, after a time not less than two months, to be named in such certificate to bury or burn or permit or suffer to be buried and burned, any corpses, in, upon, within, or under the ground church or place of worship to which the certificate relates, except in so far as may be allowed by such certificate ; and whoever, after due application of such certificate as hereinafter provided, buries or burns or causes, permits or suffers to be buried or burned, any corpse contrary to this enactment, shall be liable to a penalty not exceeding two hundred rupees. Provided always that every such certificate shall be published in the Government Gazette and that a translation thereof in Bengallee shall in case of a burning ground be affixed conspicuously on some part of the said ground.

Knowing that such were the provisions of the Act, I dismissed anxious enquirers with the assurance that the report they had heard of the Government having ordered the removal of the ghats must be untrue, adding that I felt quite sure the Government would not pass so extraordinary an order without at any rate due investigation and deliberation. Conceive then my surprise, when a few days ago the letter addressed by Government to our worthy Chairman was placed in my hands. I could not at first believe my eyes, so arbitrary appeared to me the proceeding of Government in ordering the closing of the ghats. I ask, Sir, who are the competent persons whose evidence has been taken ? The people of the neighbourhood have not complained ; who then have proved that these ghats are dangerous to their health ?—but above all, what I desire to know is where is the available place within a *convenient distance* ? The Government letter not only does not throw any light on these essential points, as required by law, but it does not even allude to them—indeed it ignores them altogether and orders peremptorily that no corpse shall be burnt within the town or even in the suburbs. I must say, Sir, that this proceeding is irregular, if not illegal.

Personally I have the highest respect for the present Lieutenant Governor, and I believe if he were aware how very objectionable is the proposed order in a Hindu point of view, how wounding and exasperating it must be to all who believe in the sanctity of the holy river, he would be far from wishing to enforce that order. As for myself, Sir, I care not where my

body may be burned after death, but I consider it my duty to stand up here on behalf of the vast majority of my countrymen who would feel it to be a dire calamity, if the prospect, so reverentially contemplated, of their bodies being disposed of on the banks of the Hoogly were lost to them.

It was only this morning, Sir, that two aged Brahmins came to me and asked me if it were really true that Government were about to prohibit the burning of the dead on the banks of the *Gunga*. I told them in reply that the Government had passed such an order, and you English gentlemen, can scarcely realize the effect which this, to them astounding announcement, produced. One of them shook from head to foot, breathing heavily ; the other fell tottering on a chair, and his eyes were bedimmed with tears. Such, Gentlemen, are the feelings which the natives have on this subject, a subject which to them has an interest beyond this world. Is it just I ask to wound those feelings ? Is it right to sow the seeds of discontent among a vast body of unoffending peaceful subjects ? Is it policy, is it toleration to pursue such a course ? And yet this is proposed to be done without even making out a case. As to the argument that the burning of dead bodies on the banks of the river directly leads to the throwing of corpses into the Hoogly, it is illogical. You might as well prevent people from fetching drinking water from a tank on the plea that it leads directly to the disgusting practice of washing. Stop the washing, but let the people use the water. Stop the throwing of dead bodies into the river, but let the people perform the ceremony of cremation on its banks, a ceremony which they so dearly, so religiously prize—a ceremony that has been sanctified by ages untold—a ceremony that is surrounded in the eyes of the Hindu with the halo of eternal peace and happiness. Step not rudely forward with your bludgeon and tell the dying man "thy faith is false—away from the banks of the river—this is no holy ground." No one who has witnessed the affecting scene of a dying Hindu, as has been my unfortunate lot too often to witness, would for a moment wish to persevere in carrying out the measure proposed. Sir, I have seen when a

man is in the last stage of existence, when the pulse no longer beats at his wrist, when the eyes are sunk and bedimmed, when the cheeks are blanched, when the tongue is scarcely able to do its duty, even then, Sir, the one dying request which the good Hindu invariably makes with clasped and shivering hands to his weeping relatives around him, with that anxious solicitude which words cannot describe, is—"take me, Oh !—take me to the *Gunga*—assure me that the last rites to my body will be performed there." Such assurance being given and reiterated, anxiety flies from the face, and it assumes a calm and peaceful serenity. O! deny not that soothing solace to your fellow-men !

Now if the Government on the score of a populous neighbourhood can stop the burning of the dead on the banks of the Hoogly in Calcutta, where is this interference to stop ? At any populous place throughout the course of the Ganges the same arbitrary measure may be enforced. The cremation of the Hindu may thus be prevented at the holy cities of Benares, Allahabad, and Huridwar. You cannot conceive, Gentlemen, the dissatisfaction that will be aroused throughout the Gangetic valley by the adoption of the measure proposed. When the intention of Government becomes generally known I feel sure an amount of agitation, of excitement, and of alarm will be created, which none can conceive but those who know how dearly the Hindu prizes, and how tenaciously he adheres to, this ancient custom of his religion. The Government says it *may possibly* be sanctioned by religious sentiment. Allow me respectfully to submit that it is our province to declare what is our religious custom and usage. And I can assure this meetting that the inhabitants of the borders of the Ganges from its sources in the Himalaya to its mouth in the Indian Ocean, from Huridwar to *Gunga Sagore*, have but one feeling, one sentiment, as to the religious custom of the cremation of their dead on its banks. But call it custom or call it usage, or if you prefer, call it a superstitious prejudice, I submit you are equally bound to respect it. The British Government in India, to its honour be it said, has always respected the religious usages of the people. At all

times and under all circumstances it has deemand it its paramount duty to hold the even scale of justice between race and race, and between creed and creed. In the comparatively recent enactment of the Penal Code, the Government have wisely provided against any insult to religion, especially guarding against indignity to any human corpse or any disturbance of funeral ceremonies. Permit me to read out the Section I allude to.

Whoever, with the intention of wounding the feelings of any person, or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulted thereby, commits any trespass in any place of worship or on any place of sepulture, or any place set apart for the performance of funeral rites, or as a depository for the remains of the dead, or offers any indignity to any human corpse, or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fines, or with both.

And this is not all that I rely upon. In the very Act which enables us to meet here to-day to discuss this important question of the burning ghats, provision is made in Section CCXIII., that in the regulation of burning grounds and generally in all matters connected with their good oder "due regard being had to the religious usages of the several classes of the community." Is it consistent, I ask, with due regard to our usages to tell us to resort to other than the localities so long used for the cremation of our dead ? On this subject of toleration I cannot forego the pleasure of alluding to that ever memorable Proclamation of our Beloved Queen. Her Most Gracious Majesty says in that invaluable document :

"We declare it to be our Royal will and pleasure that none be any wise favoured, none molested or *disquieted* by reason of their religious faith or *observance.*"

After this declaration by the august Sovereign of these realms, would it be meet and becoming to molest the Hindus by reason of their religious *observance*, and to cause *disquietude* which is sure to be evoked if the obnexious order is carried in to effect. Our righteous Queen has further told us that, "in our prosperity will be her strength, in our contentment her security,

and in our gratitude her best reward." Beware how in the place of that contentment you spread discontent far and wide, beware how in the place of that gratitude you sow the seeds of ingratitude in the hearts of a vast population. In conclusion I beseech you, Gentlemen, for God's sake to pause ere you commit yourselves to a measure that you will have to lament.

One word more before I resume my seat. It was only late on Saturday afternoon that I was entrusted to move the resolution which I have now laid before you. I felt much delicacy in accepting the charge, for considering not merely my official connection with the respected head of the Bengal Government, but remembering also his personal kindness to me, I should have considered it my duty to have waited upon him in the first instance before making a public demonstration against a measure that had emanated from him. I am sorry I had no time to do this.

A

FEW REMARKS

On

CERTAIN DRAFT ACTS

Of The

GOVERNMENT OF INDIA

COMMONLY CALLED

THE

"BLACK ACTS"

He, who will not reason, is a bigot; he, who cannot, is a fool; and he, who dares not, is a slave.

Sir William Drummond.

The four Darft Acts, with the titles specified in the margin, commonly called the 'Black Acts,' which will be found in the Appendix, were published for general information in the Government Gazette, the three first on the 31st October last and the last named on 21st November 1849.

An Act for abolishing exemption from the jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts.

An Act declaring the Law as to the privilege of Her Majesty's European subjects.

An Act for Trial by Jury.

An Act for the protection of Judicial Officers.

These Acts have excited much public attention and strenuous efforts are making to oppose their passing into law. A general meeting of British inhabitants was held in the Town Hall of Calcutta on the 29th December 1849, to memoralize the Government against the above named Acts. A memorial was adopted on this occasion. A vigorous opposition has been organised, committees have been formed and subscriptions opened with a view to carry out the objects of the memorialists.

While the British public in Calcutta was thus excited and agitated, a report got abroad that the natives were getting up a counter memorial in support of the 'Black Acts'. My humble name was singled out as chief instigator of this movement, and as might have been expected under such circumstances, improper and unworthy motives were recklessly attributed to me.

I believe the opinions I hold regarding the merits and demerits of the so called 'Black Acts' are unknown to the writers in the newspapers. I wish publicly to state these opinions, and to give reasons for the faith that is in me. I am induced to take this step—not from any vain idea of turning what appears to be the current of public opinion among the independent British community—nor from any feelings of defiance against the energetic demonstrations of Englishmen—much less from any

desire of notoriety, but from a sincere anxiety to place in their true light the opinions I hold, that no misunderstanding may exist among my European friends as to what those opinions are, serving, as it will do at the same time, to lay before the enlightened portion of my own countrymen my humble views on an important subject.

There are few among my countrymen, who have been more intimately connected with Europeans than I have been, both by business and by private intercourse. Personally I owe much to them, but I owe more to the lawyers and merchants of Calcutta for their advocacy of liberal measures calculated to benefit my countrymen. Let me not be told therefore that I desire to offend them ; on the contrary I seek and value their support and co-operation. I shall never be wanting in sympathy with them in any just cause of their own, so long as that cause does not interfere with the happiness and prosperity of my own brethren of the soil. The claims of the latter to my sympathy I consider to be superior and paramount. Their interests I conceive to be my first duty to guard with jealous care when these demand that I should stand forward in their defence.

These are the principles by which I profess to be guided in forming my humble judgment of the public measures of Government.

Without further comment I shall proceed at once to state my views regarding the so called ' Black Acts.'

There are some points in which I generally concur with those from whom I am obliged to dissent in more important matters. I shall go over those with as much brevity as possible.

In the first place then, I do not by any means approve of the Act entitled "An Act for the protection of judicial officers," because in my humble judgment it is calculated to weaken the check against a wanton abuse of power. This Act has besides a greater scope than its title indicates. The protection not only extends to the judicial officers themselves, but to all those who serve under their orders. I can understand the objection to bring up a Magistrate to the bar of the Supreme Court to

answer for his failure in fulfilling the requirements of English law, though he may have strictly and faithfully followed the Company's Regulations. It would be worse than absurd to punish a man for not doing that which he is not required to do. But whenever, and whenever, judicial officer does that which he is not warranted to do by the Regulations, he should be directly liable to merited punishment for exceeding his powers. This salutary responsibility I conceive is proposed to be removed, or at least lightened, and I strongly object therefore to the passing of the proposed Draft Act.

Next as to "An Act for trial by Jury," it is objected to, and not unreasonably, as not an Act for trial by Jury according to the meaning and spirit of the Criminal Law of England. But by the proposed Act it is optional with the prisoner to be tried by a Jury or not as he pleases. The Act cannot therefore be complained of as an absolute hardship or a positive evil. A more matured system of trial by Jury may be demanded as a safeguard for the due administration of justice. The system proposed by Government does appear to me to leave more to the control of the Judge than is consistent with the independence of the Jury. I am not however prepared to offer any practical suggestions to amend the proposed Act. Let any one more conversant with the subject than I am bring forward some improved plan and I am sure that my countrymen would gratefully support it. But whatever these suggestions may be, save us from that glaring absurdity of the English Jury system which makes it necessary that twelve men shall always be of one mind in every question submitted to their consideration.

Although I conceive the system of trial by Jury, as proposed in the Draft Act, as susceptible of improvement, it is but just to commend the spirit which prompts Government to introduce in their judicial system trial by Jury. It is of the utmost importance for the judicial training of the natives of this country that they should be accustomed to sit and act as jurors. Such a system would teach them the nature and responsibility of public duties, it would gradually benefit them to take a greater

share in the administration of justice. The natives cannot but feel the utmost gratitude for the general introduction of some well digested and judicious plan of trial by Jury. If cautiously and gradually introduced, there need be little apprehension of its not working well, since it would be but the revival of the time-honoured institution of the Punchayet.

I come now to the consideration of "The act for abolishing exemption from the jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts," and "The Act declaring the Law as to the privilege of Her Majesty's European subjects." The principle involved in both these Acts being so far the same that their object is to place the Europeans under the control of the Mofussil Courts, I shall not make any separate observations on the latter Act.

The objections of the British memorialists to these Acts are based upon three different grounds, namely, their illegality, injustice, and impoilcy.

With reference to the first point the memorialists allege that almost from the very beginning of British settlement in India the laws of England have been firmly established and that the British-born subjects residsng in India have *never* been amenable to any other laws. This is not the fact. British-born subjects may be tried and punished in the Mofussil Courts in casses of misdemeanour by other than English laws, and it is notorious that Act No. XI of 1836 deprived Englishmen in the interior of their laws and their courts in civil actions. I presume that the inference desired to be drawn from the above statement of the memorialists is that the proposed Acts are an innovation without a precedent. As a matter of fact the statement is not correct, and the inference consequently falls to the ground.

The memorialists assert that the laws of England are their birth-right, and that it is not in the constitutional power of Parliament itself to deprive them of those laws. Mr. Dickens, who drew up the memorial is a distinguished lawyer and his view of the constitution of England may be correct. It is however to me quite a novel argument, for when Parliament deliberated on

the subject of empowering the Indian. Government to make laws for Europeans, as it did on the occasion of the last Charter discussion, no such argument as that of Mr. Dickens was brought to bear on the subject. And yet some of those who spoke upon that occasion were themselves distinguished lawyers.

But it is useless spending words upon this argument, for there is no denying the fact that Parliament has undoubtedly (whether constitutionally or otherwise I have lawyers to decide) deprived Englishmen under peculiar circumstances of the privilege of being judged by English laws. Not to travel further, I shall content myself with giving one instance which is recorded by the British memorialists themselves. They state in the 18th paragraph of their memorial that Act 4 Geo. IV c. 81 "provides for the trial of British Military offenders against English Criminal Law by a General Court Martial." Here we have an instance where Parliament in its wisdom thought fit to deprive a most influential and large body of her Majesty's British subjects in these territories of the privilege, as it is called, of being tried by the English Criminal Law in-one of Her Majesty's Courts. If any offiicer, when arraigned before a Court Martial, attempted to urge its constitutional illegality, he would soon be taught a lesson by Sir Charles Napier which he would not easily forget.

The British memorialists not content with questioning the constitutional right of Parliament to subject them to the jurisdiction of the Mofussil Courts proceed to deny that Parliament ever intended so to subject them.

They deny in the first instance that the Legislature in England intended to subject them to Mahomedan Law. This objection is groundless, since that Law is not applicable to other than persons of the Moslem faith. The 5th Section of Regulation VI, 1832 declares that "any person not professing the Mahomedan faith, when brought to trial on a commitment for an offence cognizable under the general Regulations, may claim to be exempted from trial under the provisions of the Mahomedan Criminal Code."

The memorial of the British Inhabitants further argues that

Parliament did not even intend to subject them to the Acts and Regulations of the local Government. I maintain that the imperial Legislature most cartainly intended by Section 43rd of 3rd and 4th Wm. c. 85 to empower the Governor General in Council to make laws for natives as well as Britons. Let me quote the Section in full.

XLIII. And be it enacted, that the said Governor General in Council shall have power to make laws and regulations for repealing, amending or altering any laws or regulations whatever now in force or hereafter to be in force in the said territories or any part thereof, or to make laws or regulationsfor all persons, whether British or native, foreigners or others, and for all Courts of Justice, whether established by his Majesty's charters or otherwise, and the jurisdiction thereof, and for all place and things whatsoever within and throughout the whole and every part of the said territories, and for all servants of the said Company within the dominions of Princes and states in alliance with the said Company; save and except that the said Governor General in Council shall not have the power of making any laws or regulation which shall any way repeal, vary, suspend, or affect any of the provisions of this Act, or any of the provisions of the Acts for punishing mutiny and desertion of Officers and Soldiers, whether in the service of His Majesty or the said Company, or any provisions of any Act hereafter to be passed in anywise affecting the said Company or the said territories, or the inhabitants thereof, or any laws or regulations which shall in any way affect any prerogative of the Crown, or the authority of Parliament, or the constitution or rights of the said Company, or any part of the unwritten laws or constitution of the United Kingdom of Great Britain and Ireland whereon may depend in any degree the allegiance of any person to the Crown of the United Kingdom, or the sovereignty or dominion of the said Crown over any part of the said territories.

Previous to the renewal of the last Charter the plan for the Government of India under that Act was explained by members of the Ministry, when they brought forward certain Resolutions for the sanction of Parliament upon which the subsequent Bill was founded. Let us see what remarks were made relative to the subject under discussion by the Right Hon'ble Charles Garnt, then President of the Board of Control. After quoting the opinions of a number of eminent Indian statesmen he goes on to say "All authorities, then, were in favour of admitting Europeans, provided they were subject to the same laws and institutions and were placed on the same footing as the natives. With authorities to overlook Europeans, they might freely enter the country. It was equally just in principle and warranted by

practice, that the system of judicature to place the natives and Europeans on the same footing; and unless they were placed on the same footing, it would not be possible to allow Europeans free access to India. In the meantime, he trusted that the Legislature would arm the Government in India with power to make such regulations for the control of the natives and Europeans as would have the effect of gradually approximating the two people and the laws of the countries, and pave the way for ultimate assimilation. The principle which he thought indispensable to lay down was, that no European should enter India but upon the express condition of being subject to the local laws and regulations." Mr. Grant continues to say that "for this purpose he proposed to strengthen the legislative power of the Governor General and Council." Further on, the Hon'ble Speaker remarks—Whatever might be the immediate regulations of the Governor General, he thought the House would agree with him, that ultimately it should be laid down as an inflexible rule that no European should enter into that country unless on the condition of being placed under the same laws and tribunals as the natives. Without such a rule he insisted it was impossible to obtain that complete identification of interest and feeling which was of paramount importance."

That no mis-apprehension might exist the Hon'ble Mr. Grant repeats that "He (the Englishman) was under a Government, arbitrary if they pleased—despotic if they pleased; but still it was a Government of laws—laws which he knew, and which, if he obeyed, he had nothing to fear. But this he had adopted for a maxim, that no persons should go to India but in connection with the interests of the natives, may, in subserviency to their interests, for he looked upon a regard to the interests of the natives as their fiirst duty, and as of the first importance."

These opinions were founded as alluded to above, upon the recomendations of men conversant with the affairs of India. I will only quote one sentence from an authority which ought to have someweight with the British memorialists themselves. Sir Charles Grey, formerly Chief Justice of the Supreme Court, had

recorded that "If the provinces are to be opened to British settlers, let it be universally understood so, that no doubt may remain nor any ground of subsequent reproach that they go to live under a despotic and imperfect, but strong Government ; they carry with them no rights but such as are possessed there by the natives themselves, and that it is impossible at present to give them either that security and easy enjoyment of landed property or those ready remedies for private wrongs, which more regularly constituted governments afford."

After the preparatory Resolutions were passed in the House of Commons, they were submitted for the approbation of the Upper House by the Marquis of Lansdown who remarked that "It would be necessary, as Europeans were to be admitted to the old settlements without licenses, that they should be liable to some restrictions ; and it was for that reason that more power was to be invested in the Government. All those that went to India could not expect to be as little liable to control as in their own country ; they could not expect to live with the indigenous inhabitants of that country as they lived with those of their own country ; they could not expect that the native population would conform to their habits ; and they should expect to be obliged to conform to the laws that Government should think proper to frame for the control of Europeans as well as of other nations."

It may be desirable perhaps to see if the views propounded by the Ministry were understood by the opposition. Here then what Lord Ellenborough who opposed their Resolutions, said. He remarked that the power of legislation in the hands of the Governor General in Council, was to be more extensive than had ever yet been exercised. Now, the Governor General could legislate for the natives; hereafter he was to legislate for Europeans. Another part of the plan was, to place all persons in India under the "same laws."

The Duke of Wellington after alluding to the extensive legislative power with which it was proposed to invest the Governor General remarked that "The object for which that power

was to be entrusted had reference, he believed, to the expected increase in the resort of British subjects to India."

Few men will doubt after the extracts I have given that Parliment did intend in passing the Charter Act to subject Europeans in the Mofussil to the operations of the Regulations and Acts of the local Government. But since this has been stoutly denied and such denial put forth in a grave document which purports to be a "*Petition of Right*," I will proceed with a few more extracts in the hope of convincing the most sceptic that the view I maintain of the intentions of Parliament is perfectly correct.

The Earl of Ripon said, "It was a necessary consequence of the admission of Europeans to place them on the same footing as the natives, and under the same laws with a view to prevent injustic."

Mr. Macaulay, who was then Secretary to the Board of Control, after stating that the Government desired to remove restriction to the admission of Europeans, goes on to say, "Unless, therefore we mean to leave the natives exposed to the tyranny and insolence of every profligate adventurer who may visit the East, we must place the Europeans under the same power which legislates for the Hindu. No man loves political freedom more than I. But a privilege enjoyed by a few individuals in the midst of a vast population who do not enjoy it, ought not to be called freedom. It is tyranny." After dilating on this point Mr. Macaulay concludes' that "with a view to the prevention of this evil, we propose to give to the Supreme Government the power of legislating for Europeans as well as for natives."

Mr. W. C. Wynn spoke as follows in reference to the point under consideration. "He could not approve either of the unprecedented and unlimited power vested in the Governor General and Council to set aside, at their pleasure, every right or privilege therefore granted, whether by law or charter, to the European inhabitants of the three Presidencies."

I will now quote from the speech of Mr. Buckingham,

member for Sheffield, who vehemently opposed the renewal of the charter.

"Let the House look" said he "upon the enormous powers which the Bill gave to the Supreme Legislative Council in India. Hitherto it had been the consolation of the British inhabitants of India, that the arbitrary power of the Governor General was under some degree of restraint form . the control of the king's Court, for though the Governor General in Council might make any regulations he pleasd, binding on the natives of India, beyond the Jurisdiction of the Supreme Courts, yet for the British inhabitants he could make no regulations that should have the force of law unless they were registered in the King's Coutrs ; and that would not be done if they were repugnant to the spirit of the British Constitution. Now however, by the unlimited power given to the Legislative Council of India, composed only of five persons, and these neither elective nor responsible in any degree to the British or Indian community, any regulation might be passed without the sanction of the King's Court ; the Trial by Jury, the Liberty of the Press, the *Habeas Corpus* and every other constitutional safeguard of liberty might be suspended or abolished without appeal or without redress."

Mr. Cutlar Fergusson, formerly one of the most distinguished lawyers of the Calcutta bar, odserved that "by the power given to the Governor General the benefits of these Courts (meaning King's Courts) might be taken away and the Trial by Jury and the Liberty of the Press, in fact, every protection the British inhabitants of India had hitherto enjoyed, might be abrogated,—the law of inheritance might be changed,"

Such was the construction put upon the 43rd clause by some of the members of Parliament. If it were overstrained, surely some of the framers of the Act would have risen in their place to disabuse the minds of Mr. Buckingham and Mr. Fergusson. But let us see what follows next. Do the oppositionists propose an amendment based upon the argument that

the clause under question is subversive of the constitutional rights of Englishmen ? No. Do they propose its entire abrogation on any other grounds ? No. They were too sensible of the feelings and views of the House to risk a division upon such an untenable ground. Distrustingly Mr. Cutlar Fergusson brings on an amendment which even if it had been adopted would not have interfered with the passing of the so called "Black Acts." The object of this amendment according to Handsard's Parliamentary Debates, vol. 19th page 664, "was to secure to the British and other residents of the *Town* of Bombay, Madras, and Calcutta, all the rights and privileges of British Law; as now administered by the king's Courts in those *Presidencies* respectively." A division on this amendment took place on the 15th July 1833, and it was lost by a majority of 81, there being 33 yes for the amendment and 114 noes.

Let me examine the question further. When the Act No. XI of 1836 was passed into law, the British inhabitants of this place presented a Petition to Parliament, which was drawn up by the same learned individual who has penned the present memorial. In that Petition the same arguments were used as are now urged.

The petitioners stated—"that by successive charters of His Majesty's predecessors and numerous Acts of Parliament, all the British-born subjects of His Majesty have had confirmed to them the *indisputable* right of being governed by the laws of England throughout His Majesty's Indian territories."

In another part of this Petition occurs the passage, "that those among your Petitioners (alluding to British-born subjects) who have the *right* to be governed by the laws of England, maintain that they cannot *lawfully* be deprived of a right of appeal to His Majesty's Supreme Court."

Mr. (now Sir Thomas) Turton was deputed to England as the bearer of this Petition. Previous to its presentation to the House of Commons, the learned advocate of the Indian memorialists issued an able pamphlet on the subject in which the question of "inalienable rights" was discussed with his usual

ability. The subject of the Petition was considered in the House of Commons on the 22nd March 1838 or the motion of Mr. Ward, member for Sheffield. The motion specially indicated the very same grounds of objection to the first so called "Black Acts", which are now brought forward. It was framed in these words. "A select Committee to inquire into the allegations contained in the Petitions from Madras and Calcutta, and to report to the House in what manner and to what extent the Act of the Indian Legislative Council entitled 'Act XI of 1836' affects the constitutional rights of the British-born subjects of India, the prerogatives of the Crown, and the interests of the United Empire."

Mr. Ward opened the debate with an able speech. Sir John Hobhouse, the President of the Board of Control, replied. He quoted numerous passages from the debate on the Charter Bill to show that Parliament distinctly ment that the power of the Legislature in India should be superior to the pretended privileges of Englishmen. He concluded these extracts by citing a strong opinion of Sir Edward Ryan, advocating the abolition of the exemption of his countrymen from the jurisdiction of the Mofussil Courts. Then comes the following remarkable passage in the speech of the Hon'ble President. "Yet this is the system in favour of which Mr. Turton promised to agitate until he saw it extended over all India. In the Mauritius, a man is tried by the Code Napoleon, in Demerara by the Dutch law, but there is not one law for one man and another for the other; and yet the Honourable Gentleman comes forward and says, that it is the privilege of Engiishmen to carry their laws with them wherever they go. Now, such a statement is entirely without foundation. They never do, nor did they ever carry their laws with them to other countries. To a certain extent I admit that Englishmen may, in British India, appeal to English law; that is, they have the protection of the Supreme Courts in all cases that are fairly brought before those Courts. But when the Honourable Gentleman asserts *that Englishmen carry out with them to India English laws, he might as*

well have said that they carried out Westminster Hall with them to that empire. There never was a greater fallacy. Englishmen wherever they go, must be governed by the laws of the places they visit. In Trinidad, Mauritius, and Berbice, Englishmen submit to the different laws which are in ,force in those countries, and I trust that they will still be obliged to submit, in India, to the law which is laid down as well for them as for other subjects of Her Majesty, in that part of Her dominions."

Sir John Hobhouse was followed by several other speakers. Some supporting his views and others opposing them. Mr. Wynn spoke on the opposite side and ably supported Mr. Ward, but even he disallowed the idea of an Englishman's privileges travelling with him. He justly remarked that "the idea must not be entertained,—which, however, every Englishman seems to carry out with him,—that to whatever part of India he may resort, thither all the privileges and protection of the English law are to follow him, that he is to take out with him, as it were, all those privileges which he had and enjoyed in England as an Englishman. He is to understand, on the contrary, that he must be subject to all the regulations of the Empire he is entering. that he must conform to all the laws and regulations which may have been instituted and established there, that he must be (for I am quite ready to go to that length) subjected to the jurisdiction of the local Courts, to such an extent as may be necessary for the security and protection of the natives."

At the conclusion of the debate the prayer of the Calcutta Petitioners was thought so entirely hopeless that Mr. Ward unwilling to expose the weakness of the cause he had undertaken to advocate, withdrew his motion without a division.

After this debate it appears to me quiet absurd to deny that Parliament ever intended to place British-born subjects under the operation of the Acts and Regulations of the Government. We have seen that this very question of brith-rights was deliberated upon in 1833, we have seen that it was specially urged without any effect in 1838. And I confess I cannot conceive

how sensible men after such unmistakable proofs of the views of Parliament should still persist in misrepresenting them.

But perhaps I have left the most cogent argument as to the intentions of Parliament untouched. I call it cogent, because I expect it will be convincing—for who among the European denizens of Calcutta or of the Mofussil will question the authority that I shall now bring forward ? I shall quote the exposition of the views of Parliament given by the leader of the British memorialists themselves—I allude to Mr. Theodore Dickens.

At a public meeting in the Town Hall on the 5th January 1835, which was held partly for the purpose of "petitioning the British Parliament upon the subject of the late Act passed for renewing the Company's Charter," he spoke as follows with reference to the powers which he conceived the Charter Act gave to the Governor General in Council.

"Lastly let us come to what I may call the constitutional part of the question—the state of the law. What was it before ? What is it now ? The class to which I belong, in common with the inhabitants of Calcutta of every class, had this security, that we could be subject to no local regulation which was repugnant to the laws of England—that security we have lost. Will any man tell me who has gained by our loss ? Not one. If to put us all upon a footing means to leave us all upon the same dead level of insecurity, then certainly I do admit we are all alike on the same footing ! (*Loud cheers*) By this reckless act of the Legislature a torrent of arbitrary power has been passed over us, levelling all distinctions, all institutions, and leaving nothing upright but a Colossus of despotism (*Loud cheers*). It leaves the Governor General in possession of more power than any Tudor ever swayed, of more perhaps than any man ever held, save a Dictator of old Rome !"

Such were the words uttered 15 years ago by the identical Theodore Dickens Esq. who now tells the Governor General—his "Colossus of despotism"—you have no power to subject us to your Mofussil Courts. Mark the words of his memorial.

"Your memorialists deny that Parliament meant to confer

on a body so appointed and so controlled as the Governor General of India in Council, a lawful power to pass any of the three Acts of which your memorialists complain."

This is not all, for the memorialists add that, "If such power had been meant to be confered, it would not have been left to inference and buried in generalities but openly expressed, that your memorialists might have been heard to contend against it."

I have already shown what was Mr. Dickens, notion of the extent of power conferred by the Charter Act on the Governor General and I have now to show that so understanding it, he with his compatriots *did contend*, with what success I know not, against the delegation of such immense power to the local government. At the general meeting of the inhabitants of Calcutta held on the 5th January, 1835, to which I have already alluded, Mr. Dickens opened the discussion on the Charter Act in an eloquent speech in which he animadverted upon several of its clauses. At that meeting a Petition to Parliament was adopted, which contained the following words. "That the inhabitants of Calcutta and every Englishman throughout the Presidency have been deprived of the security they before possessed, that no local law repugnant to the law of England should be imposed upon them." The Petitioners further stated, "That by the 43rd section of Act an absolute power of legislating is given to the Governor General in Council with no proviso that saves the rights of any man or class of men, but only a proviso (deemed necessary as it would seem by Parliament) to save the prerogative of the Crown and supremacy of Parliament itself from destruction or diminution by the legislative Power of the Governor General in Council !"

Several other points were alluded to in this Petition and it concluded with the prayer that they may be taken into delibarate consideration, and that remedies may be applied by amendments of the Act and new enactments as may be calculated to remove the evils complained of by the Petitioners *"and to retain the securities of their rights &c."*

I beg respectfully to ask that when such speeches were spoken and such Petition adopted, as I have instanced above, is it consistent, is it honest in the British inhabitants solemnly to declare to the Government that they believe Parliament never intended to confer on it, the power of making laws affecting them, and that if they had been aware to such an intention they would have been heard to contend against it ?

It is lamentable to observe how some of the most intelligent men are subject to strange fits of obliviousness when acting under the impulse of excited feelings.

An attempt has been made by some of the British inhabitants of the Bombay Presidency, who have joined their countrymen in these parts, in memorializing against the passing of the so called "Black Acts", to show that Parliament did not intend to subject them when passing the last Charter Act to the jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts as they then existed, and this position they flatter themselves they prove decisively by quoting the 53rd Section of that Act, the Section which provides for the appointment of a law Commission and prescribes their duties. It is true that this Section directs that, as early as circumstances shall permit, a general system of judicial establishments and of such laws as may be applicable to all classes should be framed ; but there is not a word that until this is done the European inhabitants in the interior should be exempted from the jurisdiction of the Mofussil Courts. The Parliamentary debates do not warrant such an inference. On the contray throughout the discussion it was never denied on the part of the framers of the Act that it was intended to place Europeans in the Mofussil on the same footing as natives, and it has been also shown that the oppositionists clearly understood that such was the intention of tha Supreme Legislature. The inference now attempted to be drawn is therefore in my humble opinion entirely gratuitous. If it were argued that no law should be passed which would outrage the religious feelings or even the manners and customs of the Europeans, I should most willingly subscribe to the doctrine. But the memorialists have yet to show

that the proposed Draft Acts would have such an effect. There are other clauses in the Charter Act which taken in conjunction with the 43rd will clear up any doubt which may be created by the ingenious reasoning of the Bombay memorialists. I allude to the 46th and 85th clauses. The former directs that the Governor General in Council shall not make laws without the previous sanction of the Court of Directors whereby European subjects may be punished with death by other than Her Majesty's Courts and the latter declares that the free admission of European *"will render it necessary to provide against any mischiefs or dangers that may arise therefrom, be it therefore enacted, that the Governor General in Council shall, and he is hereby required by laws or regulations to, provide with all convenient speed for the protection of the natives from insult and outrage."*

So early as the 10th December 1834, the Court of Directors, in a despatch to the Governnent of India, wrote with regard to British-born subjects as follows ;—"When the Act says you shall not pass laws making them capitally punishable otherwise than by the King's court, it does, by irresistible implication, authorize you to subject them in all other criminal respects and in all civil respects whatever, to the ordinary tribunals of the country."

"We are decidedly of opinion, (they said) that all British subjects throughout India should forthwith be subjected to the same tribunals with the native. It is of course implied in this proposition that in the interior they shall be subjected to the Mofussil courts."

"In our view," the Court added "you cannot possibly fulfil the obligation of protecting the natives of India from insult and outrage according to the direction in clause 85 of the Act, unless you render both natives and Europeans responsible to the same judicial control. There can be no equality of protection where justice is not equally and on equal terms accessible to all."

Referring to these extracts of the Law Commissioners Messrs. C. H. Cameron, F. Millet, D. Eilliot and H. Borradaile

remarked in a letter to government dated 4th November 1843 as follows.—

"There has never been a doubt, we believe, of the expediency —indeed the necessity of rendering British subjects amenable to the authority of the criminal as well as of the civil courts within whose jurisdiction they reside in the interior for the reasons stated by the court of Directors."

Such was the unanimous opinion of these four good and distinguished men, who I presume will not be suspected of designing to inflict unnecessarily an injustice upon their countrymen. It is true that they thought it desirable, (and who would deny it) that a general penal code should be passed in the first instance, but they added that "Apprehending that the enactment of such a code, applicable alike to British-born subjects and natives, is not an event that can confidently be anticipated at an early period, and thinking it advisable that the intention of placing British subjects under the jurisdiction of the local criminal courts should be carried into effect with out further delay, we have had under consideration the means by which this object may be accomplished."

According to these views the Law Commissioners submitted the draft of an Act to the President in council on the 27th January 1844. But what occurred to prevent the passing of that draft Act into law I know not.

I have now to enter into the discussion of the most important feature of the question, namely, the justice and necessity of subjecting Europeans to the jurisdiction of the Mofussil criminal courts.

It appears from an able paper drawn up by the Law Commissioners dated the 20th June 1843 that the first difficulty springing from the exemption of the British born subjects arose from the Mofussil Magistrates being unable from want of jurisdiction to enforce the penalties to which European landholders are liable under Act IV of 1837 in common with the natives for the failure of duties incumbent upon them in the character of landholders. Is it fair and just that while the

native Zemindar may be dragged into court, fined and imprisoned for neglecting to perform those duties which the white man belonging to the race of the governing body shall leave undone, and laugh at the impotence of the Magistrate and at his inability to deal out even-handed justice while he lives protected by class privileges and breathing an atmosphere within the precincts of which the Magistrate dares not intrude..

A recent circumstance has transpired which illustrates in a strong point of view the superior and invidious distinction which is made between the British and the native landholder. The former dares do what the latter dares not. It was therefore deemed prudent and economical by a native Zemindar, when he found it difficult to come to a settlement of disputes with his tenantry to employ an Englishman on a handsome salary to perform a duty for which, but for his colour and creed, a competent native could be found for a tenth of the remuneration. No wonder then, that such disinterested men should stoutly contend for their exclusive privileges and rights.

In the late case of forgery which was sent from Meerut, the expense to Government has been estimated at Rs. 20,000, the offence being tantamount to a theft of Rs. 36 by a European boy. Such instances I allow are rare, but they are not altogether singular. Apart from the force of sending down such simple cases for trial to a distance of 1000 or 1200 miles, there is an injustice committed upon the natives of India to which I desire to allude. When such prosecutions are undertaken by Government, the expenses are paid out of the revenues of the country, and it falls necessarily on the mass of the people. Is it just ? Is it fair ? Is it honest,—that a hundred million of Her Majesty's native subjects should be taxed that the European delinquent from the most distant corners of the empire may enjoy the benefit of being judged by English laws instead of the East India Company's regulations. . . . .

Englishmen should blush to perpetuate such an iniquitous system till they are at least prepared to pay from their own pockets the expenses of keeping it up.

Glaring as this injustice may appear, it is but trivial when we recall to mind the insults and outrages which the European inflicts with impunity upon his native neighbours whom he emphatically calls the "Black" or the "Niggers." To tell the hindu ryot at any distance from the Presidency that if you want any redress for the Saheb having broken your back-bone, you must go down to Calcutta as prosecutor or witness, and present yourself before the Great Court where the language in use is English, where the laws administered are unknown to your Sudder Cutchery, is to tell him he must bear and be content, that the Englishman is a superior being, that he cannot be touched—he cannot be polluted by the contamination of the same laws which govern such animals as you. No, he belongs to the same race that has conquered your country and sways it with an iron sceptre from Lanka to the Himalaya. He is a privileged being.

I have never resided long in the Mofussil, but partly on business and partly on pleasure, I have travelled through most of the districts of thisPresidency. I have seen and known instances in which while the native was quitely negotiating for his bargain, his European competitor has pounced upon it and carried it off by brutal force of arms. I have constantly heard complaints of the forcible seizure of crops, of the unauthorized ploughing of land escorted by bands of *lattiels.* I have heard of ryots with their unoffending families being summoned and imprisoned at the pleasure of the planter, I have heard also of beating and maltreatment even unto death, yea of houses erased—villages burned, and lives taken in cold blood with bullet and shot. Such extreme atrocities do not, I admit, frequently occur, but they are not often known beyond the localities where they are perpetrated. But the ordinary oppressions of the European settlers are a matter of daily occurrence. To a large extent the cultivation of the indigo is forced upon the ryot. In innumerable instances it would pay the poor cultivator far better to sow many other crops than the indigo plant, but he is bound hand and foot till he receives a money advance and signs a contract to cultivate the planter's favourite crop. When once thus in

debt he is never allowed, even though he is able, to get out of it. Toil on he must to minister to the service of his oppressive lord, or he has to answer for it in the tyrant's own Cutchery where he would have little chance of escaping imprisonment in the godowns of the factory. The uninitiated may stare at my alluding to the court and the jail of the European planters, but these are facts of common notoriety to residents in the Mofussil.

It will be asked—is it possible that such oppressive acts can be done in broad daylight with impunity? That they are perpetrated is a matter of fact, of which I am persuaded, any impartial enquirer can satisfy himself without much trouble. And I am equally satisfied that due investigation will prove, that to a large extent the impurity arises from the European not being amenable in serious offences to the jurisdiction of the Mofussil courts. I feel warranted on my own experience, to declare emphatically, that this circumstance has given rise to a feeling in Bengal among the lower orders of the people, that there is no practical remedy against the depredations and cruelties of the Euroyean planter.

Can any rational man expect that the results of such an exclusive system could be different? The well abused Thomas Babington Macaulay prophetically depicted in his speech on the Charter Act in 1833, what the probable results of continuing such a system would be.

"The danger is" he said, "that the new comers belonging to the ruling nation, resembling in colour, in language, in manners, those who hold supreme military and political power, and differing in all these respects from the great mass of the population, may consider themselves as a superior class, and may trample on the indigenous race. Hitherto there have been strong restraints on European residents in India. Licences were not easily obtained. Those residents who were in the service of the Company had obvious motives for conducting themselves with propriety. If they incurred the serious displeasure of the Government, their hopes of promotion were blighted. Even those who were not in the public service were subject to the

formidable power which the Governmant possessed of banishing them at its pleasure."

"The licence of the Government will now no longer be necessary to persons who desire to reside in the settled provinces of India. The power of arbitrary deportation is withdrawn. Unless therefore we mean to leave the natives exposed to the tyranny and insolence of every profligate adventurer who may visit the East, we must place the European under the same power which legislates for the Hindu. No man loves political freedom more than I. But a privilege enjoyed by a few individuals in the midst of a vast population who do not enjoy it, ought not to be called freedom, it is tyranny. In the West Indies I have not the least doubt that the existence of the Trial by Jury and of Legislative Assemblies, has tended to make the condition of the slaves worse than it would otherwise have been, or to go to India itself for an instance, though I fully believe that a mild penal code is better than a severe penal code, the worst of all systems was surely that of having a mild code for the Brahmins who sprang from the head of the Creator, while there was a severe code for the Sudras who sprang from his feet. India has suffered enough already from the distinction of castes, and from the deeply rooted prejudices which those distinctions have engendered. God forbid that we should inflict on her the curse of a new caste, that we should send her a new breed of Brahmins, authorized to treat all the native population as Parias."

I am well aware that the name of Mr. Macaulay will carry no weight with the Brtish Inhabitants of India, since their talented leader Mr. Dickens has (I am constrained to add) with extreme bad taste denounced, that gifted statesman and orator in the newspapers as a "Public Liar." I nevertheless feel persuaded that the truthfulness of the picture will be felt and acknowledged by all unprejudiced men who have any knowledge of the subject.

I shall now quote a passage from a minute by Sir Edward Ryan, formerly Chief Justice of the Calcutta Supreme Court and now one of the Judges of Her Majesty's Privy Council,

dated the 2nd October, 1829. He declares "that the great extension of the British territories since the charter of 1774 has given to the Court a range of jurisdiction which at places remote from Calcutta, can only be considered a mockery of justice, if it be not the means of fraud and oppression. Serious inconveniences must be experienced unless the persons allowed to settle in the interior are made subject, with the rest of the inhabitants, to the authority of the local courts. To leave the European owner or occupier of lands, or the manufacturer, at great distances, subject to the Supreme Court or subject only to the Mofussil Courts, with the limited powers which they at present possess, would tent to such a system of fraud and injustice, and leave the natives so entirely at the mercy of the settlers, that I think it would be an insuperable obstacle to the allowing Europeans to settle in the interier, &c. On every consideration it would seem desirable to place all classes of his Majesty's subjects in his Indian territories, as far as possible, under the same laws, amenable to the same tribunals and to the same forms of trial."

Such was the opinion of a man whose judgment I should think ought to be respected. Nor was this opinion altered or modified after the passing of the Charter Act, for Sir Edward Ryan subsequently said—"If Parliament clearly understood, and were prepared to adhere to the Law of 1833, they would place all the subjects of His Majesty in India on an equal footing.

"The principle" wrote the Law Commissioners nearly seven years ago "is that the persons and properties of all the inhabitants of the country shall be under the same protection; that every one injured in his person or his property shall be equally able to obtain redress; that every one having a demand or complaint, civil or criminal, against another, shall be equally able to bring it to a judicial determination."

This is the irrefutable principle which ought to guide the Government in legislating for India. It cannot be denied that the natives of India are not under the same protection as the Europeans. They are not equally able as the privileged few in

obtaining redress for injuries done to their persons or properties. How can that be possible while the European is amenable to other laws than his neighbours, and those laws administered at a distance from the place where the offence may be committed. It has been a wise doctrine with all good governments that justice should be brought as near as possible to the poor man's door. Under present circumstances a felonious act committed against the person or property of a native subject by one belonging to the race of the governing body, cannot be brought to trial, much less punished, without the case being sent with plaintiff and defendant and a string of witnesses, with perhaps documents and papers, the removal of which to a distance, may prove to be of the utmost public or private inconvenience and injury which, if the offence occurred at a remote corner of the Presidency would be equal to more than half the length of Europe. Remember the difficulties and inconveniences of travelling in India and in this respect throw back the condition of Europe full two centuries from the present date, and then conceive what would be the chance of justice if a case of assault committed in Moscow had to be tried in Paris. Add to this, the feeling of tenacity, with which a native clings to the home of his birth, and his fear, and his fear and dread of one who belongs to the colour and creed of the governing body. I have seen, when a single European has ridden through a village, shops deserted and locked up the bolts of huts and houses close drawn, the inmates holding their breath in terrified silence, the women secreting themselves in the most hidden places. Remember these circumstances and then pronounce whether the present system is not, as Sir Edward Ryan characterized it "a mockery of justice," nay "the means of fraud and oppression."

It has been frequently observed that let a man, charged with a heinous offence have time to prepare his defence, and you may rest assured that a good and consistent story will be fabricated to disprove the charges preferred. The ends of justice demand that offenders should be brought to trial with as

little loss of time as possible. The Europeans are loudly proclaiming the prevalence of forgery and perjury throughout the length and breadth of this land. Will any man tell me that every European delinquent would be above availing himself of these nefarious practices, even when the officious services of villainous servants are placed at their disposal, to escape from the grasp of offended justice? And is it possible to doubt that in many instances the time which must necessarily elapse before a European from any distant Zillah can be brought to stand at the bar of the Supreme Court, would be thus profitably employed by the offender to defeat the ends of justice? To abolish the exemption of British born subjects from the jurisdiction of the Mofussil courts would ensure the prompt investigation and punishment of any offence of which they may be found guilty. It would thus tend to remove one of the greatest obstacles to the administration of justice, namely the delay which now necessarily occurs in bringing those cases to a judicial determination in which Europeans are concerned.

It will not be necessary, I trust, to give specific examples of oppression on the part of European settlers in the interior. This is obviously not the place to enumerate names, dates and localities. The evils complained of are inherent in the system, and men of common sense who understand human nature will easily divine what advantages of an exclusive privilege are likely to be taken by a class of half educated persons, bent on the keen pursuit of money, and who are naturally of an irritable and domineering temper.

Let it not be inferred that I hold under this category the entire body of the European residents. Were I to do so, I should be guilty of knowingly doing injustice to some honourable men. I shall not follow the example of wholesale abuse which nine men of Gorruckpore, civilized Christian gentlemen as they are called, have set to me and my countrymen. These men declare that no one can "find security against accusation in the inoffensiveness of his own character in this country, where the immorality of the population is extreme and uni-

versal." It is a pity that such innocent and immaculate men should have come to live in this country, exposed to the danger of contamination and defilement in the midst of such universal corruption. Their case is truly a hard one.

I turn with pleasure to bear testimony to the fact that, there are some men among the British residents in the Mofussil, who from superior education and cultivated feelings are far too sensible of right and wrong to take advantage of their peculiar position or of the ignorance of their fellowmen. I believe there are English settlers who are real benefactors of the district where they reside. I do not therefore sweepingly condemn the whole body of European Mofussil residents. All I maintain is, that there are many of a violent and unruly character, and that under the present system there is no effectual protection against the insults and outrages committed by such men against the natives of the land.

It has been argued that but a trifling inconvenience could have been felt from the existing system of the law, since it is said only 35 British subjects have been committed for trial to the Supreme Court within the last 19 years. What does this prove ? Does it show the inoffensiveness of British subjects or the all but impossibility of bringing such offenders to justice ? I shall be bound to say that not a week passess in any one Zillah, where there are a number of European settlers, without some instance of oppression and tyranny. These offenders escape because of the difficulties of visiting them with punishment, a point which I hope I have sufficiently discussed already. If there were ready remedies available to the injured, more would be known of the injuries suffered, and they would be gradually checked and diminished.

It has been seriously urged that to remedy the evils complained of, the Government has only to multiply English courts of law throughout the country and thus raise the natives to the level of Englishmen. But if it is impossible, as the British memorialists argue, to degrade them to the level of natives, because, as they with Anglo-Saxon spirit express them-

selves, it is not in the power of man, "to make unequals equals," surely the same argument, if argument it can be called, must apply that no device of man can raise the degraded native to the exalted position of the Englishman. But to speak soberly, it is so absurd to talk of the introduction of English criminal laws bodily into the administration of this country that the idea need not be entertained for a moment's consideration. Even if British laws were suited to the circumstances of this country, which they are not, the enormous expense attending their introduction would of itself be an insuperable objection.

The British memorialists have attempted to persuade the Governor General in Council of the inexpediency of the proposed measures, by asserting that it is their solemn and consciencious conviction that the Acts complained of will cause "the utter prevention of the future settlement of Englishmen in the interior of India and gradual driving "out of all already there settled."

Notwithstanding the strong remarks I have been complled to make regarding a portion of the British residents in the interior, I would deeply lament the withdrawal of British capital, skill and enterprise ; and could I be brought to believe that such would be the actual result of the proposed legislation, I would pause ere I would venture to recommend its enactment. But I do not for a moment entertain the idea that any such events will follow as are prognosticated. That false charges may be made and proved too, no one will deny—there is no country where it has not occurred—that such occurrences may be more frequent here than in a highly civilized state of society, I freely admit. But the chances of false accusations against a European are small indeed. His position and influence would be great barriers to the exercise of any malpractices against him. His caste and creed would prove to him towers of strength. Bad as the administration of justice in this country may be, the English-man is sure to get the best of it. With an almost endless system of appeals, in all cases of an aggravated nature, what chance is there of any grievous injury being done ? The tongue of the

aggrieved Englishman will not be silent, his pen will not be idle —his countrymen in India will not remain careless, apathetic spectators—he would have their active and energetic sympathy —the powerful advocacy of the press would be enlisted in his behalf. This is not all ; a voice would be raised in his native land, which the powers that be, could not disregard with impunity. Nor would it end here. Any act of glaring oppression on the person of an Englishman, if not promptly remedied and punished here, would form the subject of enquiry in the House of Commons, a prospect which the authorities here, as well as elsewhere must dread. Add to these the fact that the European resident in 99 cases out of a 100 does not go into the Mofussil from mere choice or for pleasure, but he goes there to make money—to get his a living. Such a pursuit is not easily given up. There is a keenness and tenacity attending it, which would be proof against any petty annoyances to which he may be liable. Serious injuries to person or property do not seem to be at all likely to happen.

On turning back to the petition presented to Parliament against the first or Macaulay's "Black Act" it will be found that the Petitioners then stated, "the East India Company were opposed to the free trade and settlement of their countrymen in India, and they were confident that if the power they (the East India Company) now possessed were exercised in conformity with this policy, they could altogether prevent the extension of British settlements and in the end diminish or destroy those already founded. Indeed for this end, the Act No. XI of 1836 would alone be amply sufficient, if administered in conformity to such a policy &c."

It will be seen the leaders of the first "Black Act" agitation then spoke as they have now spoken, that the passing of that Act would have the effect of driving the English out of this country. One learned speaker said that "formerly the scheme of the Court of Directors was to keep us from the country ; but by perseverance we have won every point from them, and we may now trade, settle and reside where we please. Instantly

they change the workings of their conspiracy, and by subjecting us without redress to the abominations of their Mofussil courts, they would drive us from the country."

On the same memorable occasion. Mr. (now Sir Thomas) Turton, after referring in terms of commendation to the Government of Ceylon, where English law was administered by the King's judges said "Again I will say that I consider English law to be my birthright ; but if we must have a pure despotism, let it be so declared. Let Turkish law be the law of the land, and let a Turkish cazi administer it ; but if so, let us be made acquainted with the fact in order that we may know that this has ceased to be the land in which Englishmen can live. (Hear, hear.) It is no longer the country for us. I would not consent to live in it on such terms whatever were the emoluments or whatever prospect of advantage a residence here could hold forth. (Here, hear.) No temptation of profit should induce me to remain here on such conditions. I would leave it with disgust to be enjoyed by those who are content to hug the chains that bind them, and kiss the rod by which they are scourged." (Much applause.)

And yet Sir Thomas Turton has not left us to this day, nor have his learned coadjutors deserted the land. Not one of the Petitioners of 1836 have turned their backs upon India because of the operation of Act No. XI of that year. On the contrary, it cannot be denied that the number of European merchants and tradesmen have greatly increased. The most casual observer must be aware that the British planters and manufacturers of the present day greatly outnumber those of 1836.

When we thus find the prophets of 1836 have proved false, is it an unpardonable scepticism in one to distrust the predictions now volunteered that the proposed "Black Acts" will drive the English out of India.

It will probably be asked whether I mean to assert that the whole body of the Company's Penal Regulations and Acts are applicable without exception to British-born subjects. I maintain no such position. There may be certain enactments to

which an Englishman may with justice object on the score of religious belief or national custom and feeling. If the British memorialists, instead of dealing in sweeping assertions and denials without foundation, had confined their objection to be placed under the Mofussil Courts on the ground of certain specific Regulations being inapplicable to them, I could have appreciated their opposition. If on such definite grounds they had denounced the Draft Acts as crude and hasty, I could have readily borne with them. But when they talk of their Petition of Rights, to preserve in tact their class privileges, how can they expect that the natives, should even remain silent when their silence would probably be construed into acquiescence.

I have endeavoured to show that it is an utterly groundless objection to urge that the Government have not the power to pass the proposed Draft Acts into law. I have endeavoured to prove, that not only on principle but to obviate practical injustice it is necessary to subject the European to the same tribunal as the native. I have further endeavoured to illustrate that the alleged inexpediency is a delusion. Now since it has been argued that the "Black Act" should not be passed because the Mofussil Courts are imperfect and their inferior officers corrupt, it may be enquired if I am prepared to deny either the imperfection of the one, or the corruption of the other. I freely admit at once that there is much to complain of, much to amend in the judicial administration of the country. The whole system requires revision and reformation. I am prepared to denounce the exclusiveness of the Civil Service and its rotten system of promotion by seniority. I acknowledge that the constitution of the Mofussil Courts is defective, that their presiding officers are often found deficient in judicial education and training, that their knowledge of the vernacular languages is in many instances inadequate and insufficient. I will further allow that corruption to a large extent prevails among the Amlahs of the Zilla Courts, and I will add without reserve, the government is much to blame in indirectly fostering such corruption by the cruel system of underpaying its native officers

into whose hands they are obliged to place the most responsible and executive duties. All these admissions I freely make, and am delighted to see the efforts now making to direct attention to the subject.

May these efforts be crowned with success by the reformation of the abuses complained of ! But while I admit all these defects, I cannot acknowledge the justice or the propriety of exempting from their operation a small body of dominant men, while countless millions of Her Majesty's native snbjects are doomed to suffer under them. They are not only liable to suffer from these defects, but they have the misfortune of bearing the additional injury of insults and outrages from their Enropean neighbours, against which they have at present no adequate remedy. The proposed legislation is calculated to protect them against such injuries, and I cannot but hall it, on that account, with satisfaction.

It has been urged as a most powerful argument in favour of subjecting Europeans to the jurisdiction of Mofussil Courts, that it will be the most effectual means of creating a reform of these Courts. I have no doubt that much of this anticipation will prove to be correct, especially as it is proposed by another Draft Act, lately published for general information, that English barristers shall be permitted to plead in the Mofussil Courts. It is impossible that the high order of talent and the stern independence which characterise the gentlemen of the bar should be brought to bear upon the administration of justice in the interior without producing the most salutary effects. Much good, we may rest assured must ensue. I look forward with confidence to the stubborn resistance of the Englishman, and to the vigilence of his character, as powerful elements for effecting the reform, of the Mofussil Courts to that extent which may be consistent with the present state of civilization in this country. But although this is a subject of the very highest importance, I confess I look upon this anticipated reformation merely as a *collateral advantage*. If there was nothing else to justify the opinions I have ventured to express, I should not have advocated

the adoption of what would then have been a questionable means for the attainment of a given end.

In conclusion I have only this to remark, that I have noticed with pain, not unmixed with surprise, that men who are confessedly reformers and radicals in politics, are now attempting, in order to serve their own party purposes, to throw ridicule upon the sacred and indisputable principle of equality before the law. What will Christian men in England of their own political creed, uninfluenced by local prejudices, say of their apostate brethren in the East? Will they admire the spirit of determination which so many British residents have manifested of preserving unimpaired the advantages which they now enjoy over the helpless and ignorant native? Will they approve of the exclusive feeling which prompts the Englishman to refuse to make common cause with the natives of the land for the reformation of abuses? Will they read with complacency the sentiment which dictates the proud assertion that *unequals shall not be equal.* On the contrary, will not the generous and the noble sons of Britain feel ashamed of their countrymen in India, who are anxious to perpetuate an invidious distinction, and preserve their exalted position at the expense of their native fellow subjects. Public men in England, I feel persuaded, would rather see the British residents generously cast in their lot with the natives of the land, striving with one united effort to obtain remedies against wrong and oppression.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

বেথুন সোসাইটি	যোগেশচন্দ্র বাগল
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা	ঐ
বাংলার স্ত্রী শিক্ষা	ঐ
বাংলার উচ্চশিক্ষা	ঐ
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র	ঐ
বাংলার নব্য-সংস্কৃতি	ঐ
মুক্তির সন্ধানে ভারত	ঐ
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	শিবনাথ শাস্ত্রী
বিদ্যাসাগর	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর	ইন্দ্রমিত্র
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাময়িক পত্র	ঐ
সংবাদপত্রে সেকালের কথা	ঐ
মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবনচরিত	বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
আত্মচরিত	রাজনারায়ণ বসু
আত্মজীবনী	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুর	কিশোরীচাঁদ মিত্র
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১/২)	বিনয় ঘোষ
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র	ঐ
বিদ্রোহী ডিরোজিও	ঐ
মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	মন্মথনাথ ঘোষ
সেকালের লোক	ঐ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম ও ২য় খণ্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
মধুস্মৃতি নগেন্দ্রনাথ সোম
চরিতাষ্টক কালীময় ঘটক
সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি (১ম) নরেন্দ্রনাথ লাহা
বঙ্কিম রচনাবলী

Speeches of Babu Ramgopal Ghose with a biographical sketch and likeness, A.L. Basu, 1835

Speeches of Ramgopal Ghose and his pamplet on the 'Black Acts' and minutes on education together with a short account of his life, Charuchandra Mitra, 1868 & 1923

Speeches of Ram Gopal Ghose and his remarks on Black Acts, together with a brief sketch of his life, Valmiki Press, Calcutta, 1871

Biographical Sketch of David Hare, Pearychand Mitra

Bengal Celebrities, Ramgopal Sanyal

A lecture on the life of Ramgopal Ghosh, K. C. Bose, 1868

Selections from Educational Records, Part II, H. Sharp.

English Rule and Native Opinion in India, James Routledge.

Indian Speeches and documents on Britain Rule, 1821-1918, Cal-1937, Ed. J.K. Majumdar

Men and Events of my Times in India, Richard Temple

Representative Indians, G. P. Pillai

Bethune College Centenary Volume, 1951

A Bengal Zamindar : Joykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times, Nilmani Mukherjee

Raja Digumbar Mitra, Bholanath Chunder

Speeches by George Thompson, Ed. Rai Jogneswar Mitra

Henry Deroizo, Thomas Edwards

Selections from Jnanannesan, ed. Suresh Chandra Moitra